TARBIAH | 1441 | 2020 | ISSUE-3

তারবিয়াহ

AL-FIRDAWS
আল-ফিরদাউস

সূচী

০৩ সম্পাদকীয়

০৫ দাওয়াতের পদ্ধতি ও জিহাদি মানহাজের হেফাযত-৩
-উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ

১১ আমরা শরিয়ত বা শাহাদাতের ঝান্ডা কেন উঁচু করেছি -শহিদ রায়হান খাঁন রহিমাহুল্লাহ

১৪ হাফেজ খালেদ রহিমাহুল্লাহ
-আহমাদুল্লাহ ওয়াছিক

১৬ অচিরেই আল্লাহ তায়ালা সংকীর্ণতাকে দূর করে প্রশস্ততা দান করবেন।
-শাইখ আবু হুরাইরা কাসেম আর রিমী রহ.

২৫ মুসলিম বিশ্বের গণতন্ত্রপন্থী শাসকদের ব্যাপারে আমাদের আকিদা
-শাইখ আসিম আল মাকদিসি হাফিজাহুল্লাহ

২৮ কন্টকময় পথে, গন্তব্যের খোঁজে।
-মুহতারামাহ আমেরাহ ইহসান সাহেবা

৩১ অন্তরের হেফাযত
-শাইখ আহসান আযীয শহিদ রহিমাহুল্লাহ

৩৬ উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহ. -এর সাথে কিছুক্ষণ-২
-মুঈনুদ্দিন শামী

সম্পাদকীয়

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমাদের মত কিছু নগণ্য ব্যক্তিকে উম্মাহর এই দুর্দিনে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর পথে এগিয়ে যাওয়ার তাওফিক দান করেছেন। লক্ষ-কোটি দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নাবিয়্যুল মালাহিম, মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার পরিজন, সাথীবর্গ ও কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁর অনুসারী সকল মুজাহিদীনের উপর। তিনি উম্মাতে মুসলিমাহকে দেখিয়ে গেছেন খেলাফত কায়েমের একমাত্র পথ ও পন্থা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।

প্রিয় মুসলিম তাওহীদি জনতা!

'তারবিয়াহ' নামক ম্যাগাজিনের তৃতীয় সংখ্যা আপনাদের সামনে এসে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা এর সাথে সংশ্লিষ্ট লেখক, পাঠক ও প্রস্তুতকারী সকল ভাইকে জাযায়ে খাইর দান করুন, আমীন। আমাদের এই ম্যাগাজিনের উদ্দেশ্য হল উম্মাহর সামনে জিহাদের কিছু পাথেয় তুলে ধরা এবং পূর্বসূরিদের কিছু নাসিহা উপস্থাপন করা। যাতে এর দ্বারা তাদের তরবিয়ত ও সংশোধন চলে আসে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সহিহ তরবিয়ত গ্রহণ করার তাওফিক দান করুন, আমীন।

প্রিয় মুসলিম তাওহীদি জনতা!

কোরআন হাদিসের আলোকে আমরা এ কথা বিশ্বাস করি যে, সমগ্র পৃথিবীর মুসলিমরা এক দেহ ও এক জাতি। সে হিসেবে দেশভিত্তিক জাতীয়তা এটা ইসলাম-সম্মত নয়। সুতরাং মুসলমানদেরকে নিয়ে ভাবলে গোটা মুসলিম উম্মাহকে নিয়ে ভাবা উচিৎ। শুধু নিজ দেশের মুসলিমদের নিয়ে ভাবা আর বাকি সবাইকে ভুলে থাকা, এটা জাতীয়তাবাদী মানসিকতার পরিচায়ক। এই মানসিকতা আমাদেরকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে। আমাদেরকে গোটা পৃথিবীতে দাওয়াত ও তাবলীগ, তা'লীম ও তাযকিয়া, জিহাদ ও সিয়াসাতের (ইসলামী রাষ্ট্রনীতির) মাধ্যমে উম্মাহর মাঝে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে পূর্বসূরিদের আদর্শ অনুসরণ করে কাজ করার চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত প্রত্যেক অঙ্গনের ভাইদের সাথে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করতে হবে। যেমনটি আমাদের পূর্বসূরিদের মাঝে ছিল। কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থাকে যদি পূর্বসূরিদের অবস্থার সাথে মিলাই, তাহলে তাদের সাথে আমাদের মিল কত অল্প সেটা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

দেখুন আমাদের পূর্বসূরিদের অবস্থা:

শাইখ ইউসুফ আল-ওয়াইরী রহ. বলেন, মুসলমানদের এমন এক সোনালী যুগ ছিল, যখন উম্মতের আলেম ও মুফতিগণ কোনও ফতোয়া লিখে তার তাসদীক্ব বা সত্যায়ন করার জন্য ময়দানের মুজাহিদ আলেমদের কাছে নিয়ে যেতেন, যাতে তারা তাতে স্বাক্ষর করে দেন। ওদিকে মুজাহিদ আলেমগণ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলতেন,

আপনারা সত্যায়ন করে দিলেই তো যথেষ্ট, আমাদের কাছে আনার কি প্রয়োজন? তখন ওলামায়ে কেরাম বলতেন, "না, না আপনারা অধিক হেদায়াতপ্রাপ্ত। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদেরকে সরাসরি হেদায়েত দান করে থাকেন।" মুজাহিদদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন,

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ

তিনি তাদেরকে হেদায়েত দান করেন এবং তাদের (অন্তরের) অবস্থা সংশোধন করে দেন। (সুরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ৫) অতএব কোনও ফতোয়া গ্রহণযোগ্য হতে হলে তার মাঝে অধিক হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি তথা মুজাহিদ আলেমদের স্বাক্ষর থাকা জরুরি। এই ছিল আমাদের পুর্বসূরিদের অবস্থা।

এবার দেখুন বর্তমানে আমাদের অবস্থা:

সাধারণ ভাবে দেখা যায়, আমাদের মধ্যে যিনি দ্বীনের যে কাজের সাথে জড়িত আছেন তিনি ওই কাজটিকেই দ্বীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে করছেন এবং অনেকে আবার ওটাকেই যথেষ্ট মনে করছেন। তারা দ্বীনের অন্যান্য শাখায় নিয়োজিত ভাইদের কাজ-কর্মকে সঠিক বলে মেনে নিতে পারে না। বিশেষ করে জিহাদ ও মুজাহিদীনের ব্যাপারে তারা বিরূপ মন্তব্য করে থাকেন। তাদের অনেকে বলে থাকে, এখনও জিহাদের সময় হয়নি। সময় হলে মুরুব্বি আলেমগণই ডাক দিবেন। তখন ঠিকই ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বো। কিন্তু তাঁদের এ দাবী যে কতটুকু সত্য তা এখন বুঝা যাচ্ছে।

কিছুদিন পূর্বে হেফাযতে ইসলামের আমীর আল্লামা আহমদ শফী দা.বা. চট্টগ্রামের এক মাহফিলে সবাইকে গাযওয়ায়ে হিন্দের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে বলেছেন। তাঁর কথাগুলো ছিল এমন যে, ভাইয়েরা, আমার তো বয়স হয়ে গেছে। কখন চলে যাই জানি না। আপনাদের একটি সুসংবাদ দিয়ে যেতে চাই। আর তা হল, (এ উপমহাদেশে) অতি শীঘ্রই একটি ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হবে। তা হল, গাযওয়ায়ে হিন্দ। এ যুদ্ধে মুসলমানরা জয় লাভ করবে। অতএব আপনারা গাযওয়ায়ে হিন্দের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। এ ছিল হযরতের ঘোষণা। এত দিন যারা বলে আসছিল যে, বড়রা ঘোষণা দিলে আমরা ঠিকই ময়দানে নেমে পড়ব, এ ঘোষণার পর তাঁদের কেউ কি নেমেছে? নামার কোনও লক্ষণও তো দেখা যাচ্ছে না। এই হচ্ছে আমাদের বর্তমান অবস্থা।

অথচ আজকে দিল্লির কি মর্মান্তিক অবস্থা দেখুন, সেখানের ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। দিল্লিসহ বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের উপর নির্যাতন, সহিংসতা ও মসজিদ ভাঙচুরের মতো বর্বরোচিত ঘটনায় বিশ্ববাসী হতবাক। উম্মাহর কলিজা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে, আর এদিকে এক শ্রেণী অপেক্ষায় আছে, কখন হযরতওয়ালা মুরুব্বি আলেমরা জিহাদের ডাক দিবেন। বাস্তবতা হল এটা তাদের মৌখিক স্লোগান মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এরা মজলুমের ডাকে সাড়া দিয়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসার লোক না, এগিয়ে আসলে একমাত্র মুজাহিদীনরাই আসবে। বাকি আমরা দু'আ করি আল্লাহ তাদেরকে দ্বীনের সহিহ বুঝ দান করুন। আমীন।

হে মুসলিম তাওহীদি জনতা!

আপনাদের প্রতি আরজ, আপনারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের জান-মাল আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করে দিবেন। মজলুম ও বন্ধী মুসলিমদের জন্য দু'আ করবেন। আমাদের মুরুব্বী ও বন্দী ভাই-বোনদের জন্য দু'আ করবেন। মুজাহিদ ভাইদের খেদমত যেন আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন সেই দু'আও করবেন ইনশা আল্লাহ্। একে অপরকে ক্ষমা করে দিবেন।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের সকলকে তাঁর খাটি বান্দা ও মর্দে মুজাহিদ হিসেবে কবুল করেন। আখেরে শাহাদাতে উজমা নসিব করেন। আমীন।

দাওয়াতের পদ্ধতি

ও জিহাদি মানহাজের হেফাযত-৩

উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ

অনুবাদ: আহনাফ শাকের

"লেখাটি বিশেষভাবে ইন্টারনেটে ও সাধারণভাবে জিহাদের দাঈদেরকে সম্বোধন করে"

ইন্টারনেটে দাওয়াত: জিহাদ নষ্টের কারণ?

ইন্টারনেট আধুনিক যুগের এমন এক ফেতনা, যার ভয়াবহতা প্রকাশের জন্য ফেতনা শব্দও যথেষ্ট নয়। মোবাইলের স্ক্রিনে আঙ্গুলের কয়েকটি স্পর্শ অনেক মজার। কিন্তু এটা এমন ভয়ানক এক খাঁদ, যার প্রশস্ততা ও গভীরতার কোন সীমারেখা নেই। ইন্টারনেটের এই সয়লাবের কারণে প্রবৃত্তির চাহিদা ও (দ্বীনের ব্যাপারে) সংশয় অনেক বেশি বেড়েছে। এখন মানুষের মন মস্তিষ্ক স্বাধীন ভাবে কাজ করে না। বরং কম্পিউটার বা মোবাইলের স্ক্রিন এখন মানুষের মন মস্তিস্ককে পরিচালনা করে।

এই ইন্টারনেট কত জীবনকে লাগাতার চিন্তায় মগ্ন করে দিয়েছে, আর কত প্রবৃত্তিকে সীমাহীন পিপাসায় লিপ্ত করে দিয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। কত হতভাগার জীবনকে এই অজগরের সাথে বন্ধুত্বই শেষ করে দিয়েছে। মানব ইতিহাসে শয়তান সম্ভবত এমন সহজ আর কোন ফেতনার উপায় বের করতে পারে নি। আজ ইন্টারনেটের মাধ্যমে শয়তান যা অর্জন করতে পারছে ইতিপূর্বে এত সহজে এত অর্জন করতে পারে নি। শয়তান এখন খুব সহজেই মানুষকে নিজের শয়তানির জালে ফাঁসিয়ে ক্ষতি ও ধ্বংসের অন্ধকার গর্তে ফেলে দিচ্ছে।

এতকিছু সত্ত্বেও এই ভয়ানক ফেতনা কিছু কিছু কারণে দ্বীন ও জিহাদের একটি মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর যেহেতু মন-মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করার জন্য এটি একটি সহজ মাধ্যম, তাই সফলতার দিকে আহ্বানকারী দাঈগণও নিরুপায় হয়ে এটাকে ব্যবহার করেন।

বর্তমানে যুবকদের একটি শ্রেণী ইন্টারনেটে দাওয়াত পেয়েই জিহাদি আন্দোলনে শরিক হচ্ছে। জিহাদের ময়দানেও কিছু সংখ্যক মুজাহিদ নেটের সাথে যুক্ত থাকেন। এজন্য জিহাদি মানহাজের কাজও একটা স্তর পর্যন্ত নেটেই হচ্ছে।

বাস্তবে নেটের এই দাওয়াতি কাজ দ্বারা 'সর্বাত্মকভাবে জিহাদি আন্দোলনের খুব বেশি উপকার হচ্ছে' তা নয়। ফায়দা তো তখন হবে যখন এই দাওয়াতি কাজে লিপ্ত ভাইয়েরা - বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি থেকে মুক্ত থেকে, দাওয়াতের শরয়ী আদব রক্ষা করে দাওয়াত প্রদান করবেন। যদি দাওয়াত গুলু আক্রান্ত হয় - দাওয়াতের মূলভিত্তি যদি জ্ঞান, বিবেকের বিপরীতে শুধু জযবা ও ভাসাভাসা কথা হয় - যদি জিহাদের দাওয়াতের নামে শরিয়ত বহির্ভূত এমন পন্থা অবলম্বন করা হয় যাতে মানুষ আরো দূরে সরে যায় - তাহলে এর দ্বারা শুধু জিহাদি দাওয়াতই নষ্ট হয় না, বরং এই দাওয়াত জিহাদি আন্দোলন নষ্ট হওয়ার বড় একটি কারণ হয়ে দাড়ায়। নিকট অতীতে প্রত্যেক চক্ষুষ্মানরাই দেখেছে - আইএসের খারেজী গোষ্ঠী তৈরি করা - তাতে বাতাস দেয়া - যুবকদেরকে বাড়াবাড়ির অন্ধকারে নিক্ষেপ করা এবং শরিয়তবহির্ভূত দাওয়াতের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট অনেক বড় অবদান রেখেছে। তবে নেটের প্রচারণা সমষ্টিগতভাবে দাওয়াতের একটি মেজাজ সৃষ্টি করে। কিন্তু দাওয়াতের এই মেজাজ যদি বেআদবির সাথে হয় এবং এর পদ্ধতি যদি অশালীন ও শরিয়তবহির্ভূত হয় - তাহলে তা দ্বীনের দাওয়াত ও মুজাহিদদের এত ক্ষতি করে, যা দ্বীনের দুশমনরাও করতে পারে না।

বেড়ায় ক্ষেত খায়!!

দশ-বার বছর পূর্বে আমেরিকার 'RAND Corporation' এর একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে: জোর-জবরদস্তি করে জিহাদি আন্দোলনকে ধ্বংস করা কষ্টকর। এই আন্দোলন আমাদের বাঁধা-বিপত্তি সত্ত্বেও উন্নতি লাভ করছে। এই স্রোত তখনই বন্ধ হবে - যখন জিহাদি আন্দোলনে এমন চিন্তা লালিত হবে এবং জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা এমন কাজ করা শুরু করবে - যাতে 'জিহাদ' নিজে নিজেই ঘৃণিত হয়ে যায় এবং জিহাদের প্রতি মানুষের আকর্ষণ শেষ হয়ে যায়। রিপোর্ট অনুযায়ী - এটা তখনই হতে পারে, যখন জিহাদি দলের মাঝে আমরা এমন ব্যক্তি তালাশ করব, যারা সর্বদা নিজেদেরকে সঠিক মনে করে। মুসলমান জনসাধারণ এবং অন্যান্য দ্বীনদারদের সাথে খুব শক্ত আচরণ করে। এবং যারা তাদের সাথে একটু দ্বিমত করে তাকেই কাফের ফতোয়া দেয়। রিপোর্টের মধ্যে বলা হয়েছে, 'এই মেজাজের যদি উন্নতি করা যায় তাহলে জিহাদি আন্দোলনকে ধ্বংস করা, জিহাদিদের হাতে তার শিকড় কাটা এবং জিহাদের দাওয়াতকে ধ্বংস করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে'। রিপোর্টে এটাও বলা হয়েছে যে, এই ধরণের লোক নেটেই পাওয়া সম্ভব। এবং তাদেরকে নেটের মাধ্যমেই জিহাদিদের মধ্যে তৈরি করা সম্ভব।

ইন্টারনেটের ট্র্যাজেডি - জযবা ও চেতনা গ্রহণ।

ইন্টারনেটের ট্র্যাজেডি হলো; এখানে জিহাদি পেইজ আপডেটকারীর, ট্রেন্ড চালনাকারীর, দাওয়াত প্রদানকারীর এবং কমেন্টকারীর কারোই আসল কৃতি সাধারণত দেখা যায় না। সে তাকওয়া, আখলাকের অধিকারী দ্বীনের দাঈ, মুজাহিদ? নাকি এসব থেকে মুক্ত দ্বীনের দুশমন? তার আসল অবস্থা ইন্টারনেটে জানা যায় না। বরং স্ক্রিনে যা লেখা থাকে, যা দেখা যায় তাই তার পরিচয় হয়ে যায়। এখন যখন নিজের পরিচয় গোপন করা সহজসাধ্য, তাই খুব সহজে মানুষের জযবা অর্জন করা যায়। আর দ্বীনের শত্রু বন্ধু সেজে দ্বীনদার লোকদের ক্ষতি করতে পারে।

যদি শরয়ী ইলম, জিহাদের বুঝ, নেককার লোকদের সোহবত এবং দ্বীনী আখলাকের কমতি থাকে, তবে এমন ব্যক্তি যেকোন সময় তাদের জালে ফেঁসে দ্বীনের শত্রুদের চিন্তাকে জিহাদের আসল মেজাজ মনে করতে পারে। বিশেষ করে যখন এই লোক বিশটি কথার মধ্যে পনেরটি সঠিক বলে, আর পাঁচটি কথা এমন বলে যা জিহাদের রোখ পরিবর্তন ও নবীনদেরকে গুলুর মধ্যে ফাঁসানোর জন্য বলে। ফলে এই পাঁচটি কথাই ঐ পনেরটি কথাকে নষ্ট করে দেয়। দ্বীনের দুশমন এই কথাগুলো দ্বারা শ্রোতাকে গোমরাহ করে দেয়। এজন্য আমাদের জন্য জরুরি হলো সঠিক জিহাদ ও গুলুকারীদের মাঝে পার্থক্যের বিষয়গুলো জানা।

গুলুকারীদের সাথে এখতেলাফের কারণ।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে, যদি আমরা একটু ঐদিকে লক্ষ করি তাহলে জিহাদি আন্দোলনকে গুলু তথা সীমালঙ্ঘন থেকে বাঁচানো সম্ভব হবে। তা হলো, গুলুকারীদের সাথে আমাদের মতবিরোধ টার্গেটের ক্ষেত্রে নয়। তারাও কুফুরী শাসনব্যবস্থা ধ্বংস করা ও ইসলাম প্রতিষ্ঠাকে টার্গেট বানিয়েছে। আমরাও তাকে টার্গেট মনে করি। মতবিরোধ টার্গেটে নয় মতবিরোধ হলো টার্গেটে পৌঁছার রাস্তায়।

গুলুআক্রান্ত ব্যক্তিরাও আসল টার্গেটকেই টার্গেট বলে। কিন্তু দাওয়াতের পদ্ধতি কি হবে তা নিয়ে হলো মতবিরোধ। গুলু আক্রান্ত ব্যক্তিরা শরিয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য, টার্গেটে পৌঁছার জন্য যেই পদ্ধতি অবলম্বন করে তা শরিয়ত বহির্ভূত এবং জিহাদি আন্দোলনকে ধ্বংসকারী পদ্ধতি। শুধু তাই নয় বরং তা জিহাদের দাওয়াতের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এটি একটি আলাদা বিষয় যে – কেউ কেউ কাজের পদ্ধতিতে মতবিরোধ থাকার কারণে টার্গেট তথা শরিয়ত প্রতিষ্ঠার

বিষয়টির ক্ষেত্রেও একমত হয় না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কখনো কখনো টার্গেটও পরিবর্তন হয়ে যায়।

এই ধরণের ব্যক্তিরা নিজেদের কম বুঝের কারণে শরিয়ত প্রতিষ্ঠার পদ্ধতির মধ্যেও বাড়াবাড়ির শিকার হয়। কিন্তু বলার ক্ষেত্রে তারা ও আমরা শরিয়ত প্রতিষ্ঠা ও দ্বীনের বিজয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে থাকি। সুতরাং ইন্টারনেটের পাঠকগণ এবং জিহাদের মুহিব্বিনগণ - কুফুরী নেযামকে ভালো মন্দ বলা, মুজাহিদদের সমর্থন করা এবং 'হয়তো শরিয়ত নয়তো শাহাদাত" এই শ্লোগানকে হক্ব যাচায়ের মাপকাঠি হিসেবে মোটেও যথেষ্ট মনে করবেন না।

কুফুরী শাসনব্যবস্থার পতন ও শরিয়ত প্রতিষ্ঠাই আসল বিষয় – এটা সত্য। এই আসল বিষয় যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি তার কাজের পদ্ধতিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই দাওয়াত ও কিতালের মাঝে কি জায়েয কি নাজায়েয সেটা খেয়াল করে দেখতে হবে। কি কাজ করলে উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়, আর কোন কাজ করলে উদ্দেশ্যের পথ দীর্ঘ হয়ে যায় – সেটা বিশ্লেষণ করতে হবে। দাওয়াতের কোন পদ্ধতি জিহাদের উপকার করে আর কোন পদ্ধতি জিহাদের ক্ষতি করে – এটার উপর গবেষণা করতে হবে। আর এ সমস্ত বিষয়গুলোই মতবিরোধের কারণ হয়ে দাড়ায়। আর এর মাঝেই জিহাদি আন্দোলনের সফলতা ও ব্যর্থতা নিহিত।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কাজের পদ্ধতির এই পার্থক্য দ্বারাই আসল নকল চেনা যায়। কিন্তু যদি এদিকে খেয়াল না করা হয় বরং যেই জিহাদের কথা বলে তাকেই যদি নিজেদের সফর সঙ্গী, জিহাদের সৈনিক মনে করা শুরু করি - তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, জিহাদের ইতিহাসে অনেকবার এমন হয়েছে যে, জিহাদের দাওয়াতই জিহাদি আন্দোলনের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্য খুবই জরুরি বিষয় হলো আমরা জিহাদের বন্ধু সেজে থাকা শত্রুদের থেকে জিহাদি আন্দোলনকে হেফাযত করব। আর তাদের মোকাবেলায় আমাদের ভিতরগত নিরাপত্তা জোরদার করবো।

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা।

আমাদের নিকট গোয়েন্দা ও শত্রুদের অস্ত্রের মোকাবেলা করার এন্তেযাম আছে। কিন্তু জিহাদি আন্দোলনকে সঠিক রাস্তা থেকে সড়ানোর জন্য যে ছিদ্র করা হয় তা বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা নেই। যদি শত্রু কোন মুজাহিদ বাহিনীর মাঝে প্রবেশ করে জীবন শেষ করতে চায়, তাহলে সম্ভাবনা আছে সে গ্রেফতার হবে। কারণ এই উদ্দেশ্যে গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োজিত আছে। কিন্তু চিন্তাগত সমস্যার দূরীকরণে কোন মজবুত ব্যবস্থা নেই।

অথচ বাস্তবতা হলো চিন্তা চেতনা ধ্বংস করাই হলো বেশি ভয়ানক। কারণ মানুষ ফিকির ও আমলের নাম। আর আমল ফিকিরের অনুগামী হয়। যদি ফিকির সঠিক হয় তাহলে আমলও উপকারী হবে। আর যদি ফিকির সঠিক না হয় এবং নিজের লাভ ক্ষতির মানদন্ড নষ্ট হয়ে যায় তবে যেই জিনিস জিহাদের জন্য উপকারী তা এই ব্যক্তির কাছে খারাপ মনে হবে। আর যেটা জিহাদের জন্য খারাপ, সেটাই তার কাছে ভালো লাগবে। এমন যখন হবে তখন আসলে নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংস করা হবে। আর এ অবস্থায় আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য কোন বুঝমান শক্তিশালী শত্রুরও প্রয়োজন হবে না। শত্রু তো দূরে বসে নিজের হাতে জিহাদি আন্দোলন ধ্বংস হওয়ার তামাশা দেখবে।

সুতরাং এক্ষেত্রে এমন নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা থাকা দরকার, যাতে করে কোন ব্যক্তি আলেম বা দাঈ সেজে জিহাদের ধ্বংসকারী চিন্তা চেতনা জিহাদিদের মাঝে ছড়াতে না পারে। তখনই তাদের রাস্তা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই- বাছাই করার জন্য শুধুমাত্র এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, কে কত পরিমাণ জিহাদের কথা বলে, বা কতটুকু কুফুরি শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলে, বা কতটুকু মারা ও মরার উপর উদ্বুদ্ধ করে। যদি কোন ব্যক্তি এর সবগুলো করে, কিন্তু এমন টার্গেটের কথা বলে যা সম্পূর্ণ শরিয়ত বহির্ভূত অথবা জিহাদের আন্দোলনের জন্য খুব ক্ষতিকর - তাহলে কি এই লোকের তার চিন্তা-ফিকির ছড়ানোর অনুমতি থাকা উচিৎ?

এই ব্যক্তির নিজের চিন্তা-চেতনার উপর আমল করা বা করানোর সুযোগ কি থাকা উচিৎ যদিও সে জিহাদের কথা বলে? জিহাদের ইতিহাস সাক্ষী, এসমস্ত চিন্তা-চেতনা মুজাহিদদের জন্য শত্রুদের অস্ত্র থেকেও বেশি ক্ষতিকর। এসমস্ত ব্যক্তিদের উপর যদি এমন পাবন্দি না লাগানো হয় তাহলে তারা এমন ক্ষতি করবে যা প্রকাশ্য শত্রুরাও করতে পারে না।

বাস্তবতা হলো, জিহাদর মধ্যে হকপন্থি হওয়ার জন্য শুধুমাত্র এই একটি আলামতই যথেষ্ট নয় যে, সে শরিয়তে হত্যা জায়েয এমন ব্যক্তিদের হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করে। এটি একটি আলামত অবশ্যই কিন্তু এটি মোটেও যথেষ্ট নয়।

বরং আহলে হকের বড় একটি আলামত হলো ঐসমস্ত

ব্যক্তিদেরকে হত্যা করা থেকে বাঁধা দেয়া, যাদেরকে হত্যা করা শরিয়ত ও জিহাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভুল। যদি কোন ব্যক্তি বাতিল শাসনব্যবস্থার রক্ষকদের ও কাফেরদের হত্যা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, সাথে সাথে মুসলমানদেরকেও হত্যার রাস্তা দেখায়, তাহলে এটা অবশ্যই চিন্তাগত ছিদ্র যার দ্বারা সর্বদা কাফেররা লাভবান হয়েছে আর মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই অবস্থা দাওয়াতের পদ্ধতির ক্ষেত্রেও। যদি কেউ এমন পদ্ধতিতে দাওয়াত দেয় যা শরিয়তবহির্ভুত, তাহলে তা বন্ধ করা জরুরি। এজন্যও আমাদের পুরোপুরি ব্যবস্থাপনা থাকা জরুরি। সার কথা হলো এমন কার্যক্রম বন্ধ করা ছাড়া জিহাদের দাওয়াত কখনও উন্নতি লাভ করবে না, এবং জিহাদি আন্দোলন কখনও শক্তিশালী হবেনা।

ইন্টারনেটের ষড়যন্ত্র এবং জিহাদ ও মুজাহিদীনের হেফাযত - গুরুত্ব ও পারস্পরিক সম্পর্ক।

মুজাহিদ ও জিহাদের মানহাজের হেফাযত ও শক্তিশালী করা দুটি আলাদা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দুটির কোন একটির ব্যাপারে অবহেলা অপূরণীয় ক্ষতির কারণ। বাস্তবতা হলো - জিহাদের মানহাজের হেফাযত মুজাহিদদের হেফাযত থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মুজাহিদদের দৌড়-ঝাপ, কুরবানির উদ্দেশ্যই হলো হকের দাওয়াত ও পয়গাম বিজয়ী হোক। কিন্তু মানহাজ যদি খারাপ হয়, সফরের রাস্তা যদি ভুল হয়ে যায়, তখন মুসাফির যতই উদ্দীপনা ও ইখলাসের সাথে পথ চলুক, সে কখনও মনযিলে পৌঁছতে পারবে না।

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এ অবস্থায় দাওয়াত নিজে নিজে ধ্বংস হয়ে যায় এবং আন্দোলন নিজের কর্মীদের দ্বারাই বরবাদ হয়ে যায়। আর যদি মানহাজ সহিহ হয় তাহলে তা তখনই সফল হয় যখন তার কর্মীরা শক্তিশালী হয় এবং সম্মুখসমরেও বিজয়ী হয়। সুতরাং মুজাহিদ ও জিহাদের মানহাজ রক্ষা ও শক্তিশালী করা, উভয়টিই জরুরি এবং একটি আরেকটির সাথে সম্পৃক্ত।

দ্বীনের দুশমনদের যুদ্ধ এই দুই ময়দানেই চালু আছে। তারা জিহাদের ময়দানে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। বিভিন্ন পন্থায় তাদেরকে হত্যা করা, বন্দী করা এবং তাদের বস্তুগত ক্ষতি করার চেষ্টায় লিপ্ত। অন্যদিকে তারা জিহাদের মানহাজ নষ্ট করা ও জিহাদি কাফেলার মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য বিভিন্ন চালবাজি করছে। তারা এই উদ্দেশ্যে ইন্টারনেটও ব্যবহার করে। সুতরাং ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ভাইদের দুশমনের এই দুই হামলার পদ্ধতি জানা এবং তা থেকে সতর্ক থাকা জরুরি।

আসল-নকল চিহ্নিতকরণ

সব ময়দানেই আসল নকলের লড়াই থাকে। মার্কেটের মধ্যে আসল জিনিস শেষ করার জন্য নকল জিনিসটি পরিচিত করানো হয়। বিভিন্নভাবে নকলের খুব প্রচার করা হয়। হক বাতিলের এই লড়াইয়েও বাতিল এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

এটি তো স্পষ্ট যে, বাতিল হকের দাওয়াতকে বন্ধ করতে পারে না, কিন্তু যদি বাতিল হকের সাইনবোর্ড, ব্যানার সহকারে উপস্থিত হয় - তাহলে হকের কিছু না কিছু ক্ষতি হয়। আমেরিকার 'RAND Corporation' এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল - যদি মুসলিমরা মোল্লা উমর দাড় করায়, তাহলে আমাদের মোল্লা ব্রেডলি (নকল মোল্লা)দাড় করানো উচিৎ।

এজন্য আমেরিকার ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকে, যারা বাহ্যিকভাবে হকের দাওয়াত দেয় কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা মানুষকে হক থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। যেহেতু আল্লাহ মানুষের স্বভাবে হকের প্রতি আকর্ষণ রেখেছেন (যদি অন্তর নষ্ট না হয়ে থাকে)এজন্য বাতিল শুধু বাতিল বেশে, বাতিল শিরোনামে হকের পথে বাঁধা হয়ে দাড়াতে পারে না। সে হয়ত স্বভাব-প্রকৃতি নষ্ট করে দিতে পারে। ফলে হিরোইন ও বিষকে মহোঔষধ মনে করে সেবন করে। অথবা অন্য কোন পদ্ধতিতে ধোঁকার আশ্রয় নেয়, আর নিজেদের বাতিলের উপর হকের লেভেল লাগিয়ে লোকদেরকে হকের নামে গোমরাহ করে।

নেটের জগতে উভয় কাজই হয়। একদিকে স্বভাব নষ্ট করার খুব চেষ্টা হচ্ছে, অন্যদিকে জিহাদি আন্দোলনের বিরুদ্ধে ধোঁকাবাজির জাল বিছানো হচ্ছে। ভুল চিন্তা-চেতনা ও আমলকে সঠিক হিসেবে খুব প্রচার করা হচ্ছে। হক্ব পছন্দকারী ব্যক্তিদের সামনে গোমরাহির রাস্তাকে সঠিক বলে দেখানো হচ্ছে। এ অবস্থায় মনযিলে মাকসুদে পৌঁছতে আগ্রহী ব্যক্তি, যার জযবার সাথে প্রয়োজনীয় হুশ নেই, সঠিক ইলম অর্জনে আগ্রহী নয়, সে ঐ ধোঁকার শিকার হয়। এই কপালপোড়া জিহাদের নামে নিজেও ধ্বংস হয়, সেইসাথে জিহাদি কাফেলারও বদনামের কারণ হয়। এ অবস্থায় শুধু ঐ ব্যক্তিই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে, যে জিহাদের জযবার সাথে জিহাদের বুঝ এবং হুশ ঠিক রাখে। এই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি শরিয়তের ইলমের বাতি হাতে নেয়, তারপর পূর্ববর্তী মুজাহিদদের দেখানো রাস্তায় চলতে থাকে।

স্মরণ ও সতর্ক করণ

জিহাদের রাস্তা অতিক্রমকারী মুজাহিদদেরকে এখানে একটি সমস্যা ও শত্রুদের একটি নিকৃষ্ট চাল সম্পর্কে সতর্ক করা জরুরি মনে করছি। তবে তার আগে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, তা হলো জিহাদের রাস্তা ধৈর্য ও সংকল্পের রাস্তা। এ রাস্তা কাঁটায় ভরা, তবুও এ রাস্তায় শেষ পর্যন্ত চলতে হয় কারণ এটি জান্নাতের রাস্তা। এ পথে চলা ইচ্ছাধীন নয়, বরং বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয হল এ রাস্তায় চলা।

আপনারা জানেন যে, এ রাস্তায় চলা কখনও সহজ ছিল না। একারণেই প্রথম থেকেই মুমিন মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য করে আসছে। এঅবস্থায় যে বাস্তবিক পক্ষেই আখেরাতকে চায়, যে সত্যিকারেই আল্লাহকে ভালোবাসে, যে উম্মতের এই দুর্দশায় আসলেই ব্যথিত, সে এই রাস্তায় পাহাড়ের মত কঠিন সমস্যাকেও হাসিমুখে বরণ করে নেয়। সে জিহাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরাপদ জিন্দেগী গ্রহণ করাকে আযাব মনে করে।

সে বুঝে যে, এখানের দৌড়-ঝাঁপ, চেষ্টা-প্রচেষ্টা, কষ্ট-মসিবত, পেরেশানী, মারপিট, বন্দীত্ব, অনাহার, দেশান্তর এবং মৃত্যু সবই (আযর ও সাওয়াবের) মাইলপোষ্ট। তাই তারা এসব বিপদ দেখে ঘাবড়ায় না। অস্ত্র রেখে দেয় না, ভীত হয় না। বরং বিপদাপদের সামনে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে থাকে। আল্লাহর কাছে তাওফিক চেয়ে বিপদের এই পাহাড় কেটে নিজের জন্য জান্নাতের রাস্তা তৈরি করে। সে জানে আখেরাতের পথিক দ্বীনের দুশমনের শক্তি দেখে ভীত হয় না। তাদের ধোঁকাপূর্ণ চালবাজি ও ষড়যন্ত্র দেখে মন খারাপ করেনা। সে বুঝে হক রাস্তার হাতিয়ার হলো তাকওয়া ও সবর। এই দুটি জিনিস যদি থাকে তাহলে বাতিলের সমস্ত ষড়যন্ত্র, চালবাজি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তার বান্দাকে এই মহাসড়কে চলার তাওফিক দান করেন। এবং তাকে জান্নাতে নিয়ে যান।

সতর্ককরণ হলো-

হকের রাস্তায় বাতিলের পক্ষ থেকে একটি বাঁধা হলো তাদের ধোঁকা। এটা এমন একটা চাল, যা বাতিল নিজের শক্তি শেষ হয়ে গেলে এবং সমস্ত মাধ্যম অকেজো হয়ে গেলে ব্যবহার করে। সব শক্তি শেষ হয়ে গেলে ধোঁকাবাজির জাল বিছায়। তাদের ধোঁকার একটি হলো তাদের কিছু গোলাম - মুজাহিদ, দাঈ সেজে ইন্টারনেটের পথে মুখলিস মুজাহিদ পর্যন্ত পৌঁছে, এবং তাকে ফাঁসিয়ে জেলে বন্দী করে। এই জাল তো মাকড়সার জালের মত দুর্বল, কিন্তু মুজাহিদদের গাফলতির কারণে অনেক সময় তা ভয়ানক হয়ে উঠে।

দুশমনের এই সম্ভাব্য চাল যদি আগেই বুঝা যায়, তাহলে এর মোকাবেলা করা খুবই সহজ। দুশমন এক্ষেত্রেও ব্যর্থ হবে। কিন্তু এই ধরণের চাল সম্পর্কে যদি কোন ধারণাই না থাকে, তাহলে যেই জিহাদের কথা বলবে তাকেই সত্যিকারের মুজাহিদ মনে হতে থাকবে। আর এভাবেই আমরা নিজ পায়ে হেটে জালে আবদ্ধ হব। আরব হোক বা আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপ হোক বা উপমহাদেশ হোক সব জায়গায়ই দ্বীনের দুশমনরা এই চালবজি করছে। সুতরাং তাদেরকে চেনা এবং চিহ্নিত করা জরুরি।

আমরা ইন্টারনেটে এক্ষেত্রে দুই ধরণের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হই। আমাদের পাঠক ও সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরকে উভয় চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করার জন্য তৈরি করা জরুরি।

প্রথম চ্যালেঞ্জ হলো - সহিহ জিহাদি মানহাজকে বুঝা, শুধু তাকেই গ্রহণ করা এবং তাতেই অগ্রসর হওয়া।

দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হলো - গোয়েন্দাদের অপতৎপরতা থেকে বাঁচা এবং শুধু আসল মুজাহিদদের সাথে সম্পৃক্ত থাকা।

ইন্টারনেট ও তার বাহিরে আমাদের এই চ্যালেঞ্জের সাথে যদি সংগ্রাম করতে হয়, আর আমরা জিহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করা আমাদের বুনিয়াদি দাওয়াতের অংশ না বানাই, তাহলে এটা হবে ঐ ব্যক্তির মত যে খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপ দিলো কিন্তু সাতারের কোন খবর নেই। আল্লাহ আমাদেরকে এই ময়দানের হাতিয়ার গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

নিরাপত্তার জুজুবুড়ি ও জিহাদের দাঈদের করণীয়।

দ্বীনের দুশমনদের চাহিদা হলো যুবকরা নেটে সবধরনের খারাপ জিনিস দেখুক, সব অশ্লীলতার গর্তে প্রবেশ করুক, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আসল জীবনের পথ দেখায় এমন বিষয় থেকে(দ্বীনের দাওয়াত ও জিহাদ থেকে) দূরে থাকুক। তাদের চেষ্টা হলো নেটে এমন এক পরিবেশ তৈরি করা, যাতে জিহাদ বিষয়ে কোন কিছু দেখলেই যুবকদের অন্তর কাঁপা শুরু হয় এবং এমন মনে করে যে, এসব বিষয় দেখলেই জিহাদের দুশমনরা তাকে উঠিয়ে নিয়ে গুম করে ফেলবে।

দুশমন তাদের এই চাহিদা ও চেষ্টাকে গোপন করেনি। বরং তাদের "RAND Corporation" তার রিপোর্টে উল্লেখ করেছে: নেটে নিরাপত্তার একটি ধোঁয়া তোলা উচিৎ (জিহাদি বিষয় দেখা রিস্ক, দেখলেই ধরবে এমন মানসিকতা সৃষ্টি করা)। এর দ্বারা অধিকাংশ মানুষ জিহাদি পেইজ ও সাইট থেকে দূরে সরে যাবে। নেটে দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত ভাইদের জন্য জরুরি হলো এই ভয়ের চিকিৎসা করবে। তাদেরকে বুঝাবে যে, শুধু বিষয়টি দেখা বা পড়ার দ্বারা কোন সমস্যা হয় না। সাথে সাথে তাদেরকে এমন টেকনিক শেখাবে, যাতে নিজেকে নিরাপদ রেখে দাওয়াতি বিষয় পড়তে পারে। বাস্তবতা হলো শুধু জিহাদি বিষয় দেখা পড়ার দ্বারা কোন ক্ষতি নেই, সমস্যা হলো দাঈর বেশে থাকা বহুরুপি ইসলামের দুশমনকে আসল দাঈ মনে করা। তাকে নিজের আসল অবস্থান বলা, তার সাথে অফলাইনে সম্পর্ক করা। অথবা জিহাদ ধ্বংসকারী মানহাজকে আসল মানহাজ মনে করা। নেটের এই দুই দিকের সমস্যা বুঝা ও বেঁচে থাকা সকলের জন্য জরুরি।

ষড়যন্ত্র মোকাবেলার তিনটি পদ্ধতি।

'নেট ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা তিন ভাবে করা যায়।'

এক. জিহাদি মানহাজের বুঝ পরিপূর্ণরুপে অর্জন করা। এই মানহাজ কি? কোথা থেকে এই মানহাজকে নেব? দাওয়াত ও জিহাদের প্রত্যেক বাঁক, ধ্বংসাত্মক গর্ত এবং প্রত্যেক দুই রাস্তাকে চেনা। যাতে পা না ফসকে যায় আর না ভুল রাস্তায় চলা শুরু করে। এবিষয়ে পূর্বেও আলোচনা হয়েছে যে, জিহাদি ফিকির, মানহাজ, জায়েয-নাজায়েয, উপকার-ক্ষতির ইলম.. জিহাদি আন্দোলনের গ্রহণযোগ্য উলামা ও উমারা থেকে নেওয়া।

তেমনিভাবে জিহাদের দাঈ ও মুজাহিদের এমন যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করতে থাকা, যাতে করে সঠিক-ভুল, উপকারী-অপকারী ফিকির ও আমলের মাঝে বিচক্ষণতার সাথে পার্থক্য করতে পারে। আর যখনই কোন জিহাদের শত্রু জিহাদের দাঈ বা মুজাহিদ সেজে জিহাদের মানহাজের মাঝে ছিদ্র তৈরি করতে চায়, তখনই যাতে সাথে সাথে তাকে পাকড়াও করতে পারে। এমন ব্যক্তি থেকে নিজে পৃথক হয়ে যাওয়া, অন্যকে তার ব্যাপারে সতর্ক করা এবং তাদেরকে একদম একঘরে করে ফেলা জরুরি। এটা নাহি আনিল মুনকার। আর জিহাদি দলগুলোর মাঝে এই ব্যাপারে অবহেলা আছে যার কারণে শাম, ইরাক থেকে খোরাসান পর্যন্ত অনেক খেসারত দিতে হয়েছে।

দুই. জিহাদের নেতা ও ময়দানের প্রতিনিধিদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করা। এজন্য নেটের সাধারণ মাধ্যম পরিহার করে এমন মাধ্যম ব্যবহার করা যাতে কোন সন্দেহজনক ব্যক্তির অনুপ্রবেশ সম্ভব নয়। আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালোভাবেই এই ব্যবস্থাপনা করা আছে। মুজাহিদদের পরিভাষায় একে তাযকিয়া নেয়া বলে। আলহামদুলিল্লাহ খোরাসান থেকে ইয়েমেন, মালি পর্যন্ত জিহাদি আন্দোলন এই মাধ্যমে খুব জোরেশোরে চলছে।

সুতরাং ইন্টারনেটে যদি কোন জিহাদের দাঈ বা মুজাহিদ সরাসরি সাক্ষাৎ বা জিহাদি কাজে সাহায্য করতে চায় অথবা জিহাদি গোপন বিষয় জানার চেষ্টা করে তাহলে এই ব্যক্তির সাথে চলাফেরার ব্যাপারে খুব বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এই ব্যক্তির ব্যাপারে বিভিন্ন মাধ্যমে খোঁজ খবর নেবে। আমি আবারও বলছি, ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে জিহাদের আসল ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে তার ব্যাপারে খোজ খবর নেবে। তাযকিয়া নেবে। তাযকিয়া অর্জন হলে তার সাথে সরাসরি সাক্ষাতে কিংবা অন্যান্য বিষয়ে সমস্যা নেই। এই তাযকিয়া অর্জন করা কোন কঠিন কিছু নয়। ইন্টারনেটে আলহামদুলিল্লাহ মুজাহিদদের প্রতিনিধিত্বকারী পেইজ, ওয়েবসাইট ও চ্যানেল বিদ্যমান আছে। যার Adminship গ্রহণযোগ্য মুজাহিদদের হাতে আছে। এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করা যায়।

তিন. মুজাহিদদের কাতারে গোয়েন্দা বিভাগ, Intelligence System কে প্রশস্ত ও শক্তিশালী করা। এই ব্যবস্থাপনাও আলহামদুলিল্লা্হ বিদ্যমান আছে। কিন্তু একে অভিজ্ঞ ও আলেমদের হতে এমন ব্যক্তিদের অধীনে হওয়া উচিৎ যারা দূরদর্শী। এবং যাদের নেগরানীতে কোন নিরপরাধ ব্যক্তির ক্ষতি হয় না এবং কোন অপরাধী সহজে পার পায় না।
যদি উপরোল্লিখিত তিনটি বিষয়ে গুরত্বারোপ করা হয় তাহলে আশা করা যায় জিহাদের মানহাজও হেফাযতে থাকবে এবং গোয়েন্দাদের জন্য জমিন সংকীর্ণ হবে। আল্লাহর ইচ্ছায় বড় বড় দাবাড়ুও মুজাহিদদের বড় কোন ক্ষতি করতে পারবে না। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "আমি ধোঁকাবাজ নই, আর আমাকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব নয়।"

এটা তো জীবনের সকল বিষয়ে হওয়া উচিৎ। আর জিহাদের ক্ষেত্রে তো আরও বেশি এ বিষয়ে খেয়াল রাখা দরকার। আর এই ধরণের সতর্কতাই জিহাদি ঈমানের চাহিদা।

(তৃতীয় পর্ব সমাপ্ত)
(চলবে ইনশাআল্লাহ...)

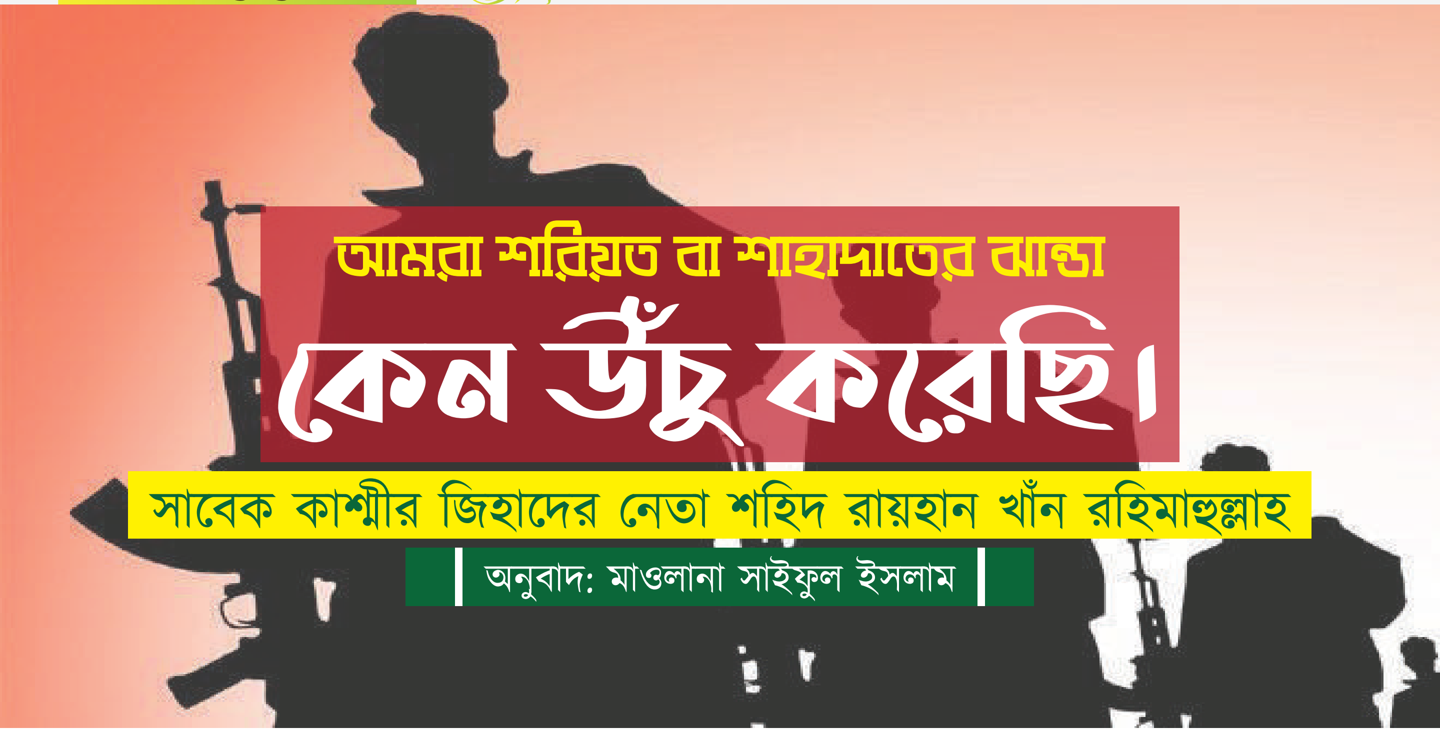

আমরা শরিয়ত বা শাহাদাতের ঝান্ডা কেন উঁচু করেছি।

সাবেক কাশ্মীর জিহাদের নেতা শহিদ রায়হান খাঁন রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ: মাওলানা সাইফুল ইসলাম

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

হে নবী! আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফের ও কপট বিশ্বাসীদের কথা মানবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। [সুরা আহযাব ৩৩:১]

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়, আপনি তার অনুসরণ করুন। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন। [সুরা আহযাব ৩৩:২]

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করুন। কার্যনির্বাহীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট। [সুরা আহযাব ৩৩:৩]

আমার মুহতারাম মুজাহিদ ভাইয়েরা ও কাশ্মীরে বসবাসরত আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মুমিনগণ!

আসসালামু আলাইকুম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আসমান জমিনের মালিক। আমাদের সমস্ত ইবাদাত আল্লাহর জন্য। আমাদের জীবন মরণ আল্লাহর জন্য। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে হেফাযত করুন। আপনাদের অন্তরে দ্বীনকে আলোকিত করে দেন এবং আপনাদেরকে দ্বীনের বুঝ দান করুন।

একটি কথা স্পষ্ট করা খুব জরুরি। আর তা হলো - আমরা জিহাদ কেন করি?

একথাও স্পষ্ট করা জরুরি যে, আমরা শরিয়ত বা শাহাদেতের শ্লোগান কেন দেই?

আমার প্রিয় ভাইয়েরা!

নামাজ যেমন একটি ইবাদাত, রোজা যেমন একটি ইবাদাত, যাকাত দেয়া একটি ইবাদাত, হজ্জ করা একটি ইবাদাত - তেমনিভাবে জিহাদ করাও একটি ইবাদাত। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। যেমনিভাবে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাতের শর্ত ও পদ্ধতি স্পষ্ট তেমনিভাবে জিহাদের শর্ত ও পদ্ধতি স্পষ্ট। যেমনিভাবে নামাজের কেবলা স্পষ্ট, তেমনিভাবে জিহাদের কেবলাও স্পষ্ট।

যদি নামাযের কেবলা ও পদ্ধতি ঠিক থাকে তাহলে তা ইবাদাত। আর যদি কেবলা ও পদ্ধতি পরিবর্তন করা হয় তাহলে আর ইবাদাত থাকে না, আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ হয়। শরিয়তের শ্লোগান হলো - মানবরচিত বাতিল শাসনব্যবস্থাকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর হুকুমের সামনে মাথা নত করা। নিশ্চয়ই আল্লাহর নেযাম মানুষের জন্য ইনসাফের নেযাম। এখানে সমস্ত মানুষের জন্য সঠিক রাস্তা আছে।

আমার সম্মানিত ভাইয়েরা!

আমাদের জিহাদের সমস্ত দিক স্পষ্ট থাকা উচিৎ। এই জিহাদের কেবলা ও পদ্ধতি স্পষ্ট থাকা উচিৎ।

আমার প্রিয় মুজাহিদ ভাইয়েরা!

আমরা সর্বদা আপনাদের জন্য দুআ করতে থাকি। আপনাদেরকে আমরা নিজের দ্বীনী ভাই মনে করি। আমাদের অন্তরে আপনাদের প্রতি কোন হিংসা-বিদ্বেষ নেই। কিন্তু আমাদের অন্তরে সর্বদা একটি চিন্তা, একটা ফিকির অবশ্যই আছে। আর তা হলো - আমাদের ইবাদাত সঠিক হোক, আমাদের জিহাদ সঠিক হোক। বিশেষ করে আমাদের জিহাদ নিরাপদ থাকুক। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য সাহায্যের ওয়াদা করেছেন। কিন্তু আল্লাহর সাহায্য তো তখন পাব যখন আমরা জিহাদের শর্ত ও পদ্ধতিকে গ্রহণ করবো। যেমনিভাবে নামাযের কোন অংশ যদি গাইরুল্লাহর জন্য হয় তাহলে তা আল্লাহর আযাবের কারণ হয়, তেমনিভাবে জিহাদের কোন অংশ যদি গাইরুল্লাহর জন্য হয় তাহলে তাও আল্লাহর আযাবের কারণ হবে।

এখন তো কিছু মানুষ অনেক যুক্তি দেখায়, সামনেও দেখাবে। কিন্তু সবচেয়ে বড় হাস্যকর ও বড় গুনাহের কথা হলো - কোন রাষ্ট্রকে নিজেদের দয়াকারী মনে করা। (অর্থাৎ জিহাদের জন্য নিজেদেরকে এসকল রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী মনে করা)। যে রাষ্ট্র আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত, যে রাষ্ট্র কাফেরদের বন্ধু, যে রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর ব্যাপারে আলেমগণ ফতোয়া দিয়েছেন যে, এরা শহিদ নয় – এমন রাষ্ট্রকে জিহাদের নেতৃত্ব দেওয়ার উপযোগী মনে করা সত্যিই হাস্যকর।

আমার প্রিয় মুজাহিদ ভাইয়েরা!

আমাদের অন্তরে শুধু ইসলামের মহব্বত থাকা উচিৎ। আর ইসলামের কারণেই কুফুর ও মুশরিক ও তাদের নেতাদের প্রতি শত্রুতা থাকা উচিৎ। আমাদের মুখে ইসলামের শ্লোগান থাকা উচিৎ। আমাদের হাতে শুধু ইসলামের পতাকা থাকা উচিৎ। আমাদের মুখে যদি কোন দেশের শ্লোগান থাকে, আমাদের হাতে যদি কোন দেশের পতাকা থাকে - আর ঐ দেশে যদি ইসলাম না থাকে এবং তাদের সেনাবাহিনী যদি ইসলামের বিরুদ্ধে সরব থাকে - তাহলে মনে রাখবেন আমরাও তাদের গুনাহের ভাগীদার হয়ে যাব। এটা সাধারন কোন গুনাহ নয়। বরং আল্লাহর সাথে বিদ্রোহের গুনাহ। কাফেরদের সাথে মিলে মুজাহিদদের উপর যুলুম করার গুনাহ। জামেয়া হাফছায় দ্বীনের ইমামদের হত্যা করার গুনাহ। উলামায়ে কেরামকে হত্যা করার গুনাহ। লাল মসজিদকে শহিদ করার গুনাহ। মুজাহিদদেরকে শহিদ করার গুনাহ। মুজাহিদদেরকে গ্রেপ্তার করে আমেরিকার কাছে ডলারের বিনিময়ে বিক্রি করার গুনাহ। আফিয়া ছিদ্দিকার মত মানুষকে আমেরিকার হাতে তুলে দেয়ার গুনাহ।

তো আমার মুজাহিদ ভাইয়েরা!

একটি কথা বুঝা খুব জরুরি। আল্লাহর সাথে বিদ্রোহকারী একটি রাষ্ট্রকে যদি আমরা আমাদের প্রতি ইহসানকারী মনে করি, তাহলে এটা কাশ্মীরের শহিদ মুজাহিদদেরকে অপমান করা হবে। আর তারা তো এমন শহিদ ছিলেন যে, তারা কাফেরদের শক্তি দেখে ভড়কে যাননি। তারা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে কালেমাকে উঁচু রেখেছেন। এই সামান্য চিন্তা-ফিকির ঐ সমস্ত মুজাহিদদের ওয়ারিসদের জন্য।

আমার প্রিয় মুজাহিদ ভাইয়েরা!

আল্লাহর সাথে বিদ্রহোকারী দেশ আপনাদেরকে কাফেরদের হাত থেকে মুক্ত করে দেবে এমন আশা করা - একটা ধোঁকা, একটি মরীচিকা। দেশের কোন ঈমান থাকে না। দেশের থাকে শুধু স্বার্থ। আজ যদি তাদের কোন স্বার্থ থাকে তাহলে কিছু ক্লাসিনকোভ পাঠিয়ে দেবে। আগামিকাল স্বার্থ পাল্টে গেলে আপনাদেরকে হত্যা করতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। কাফেরদের সাথে ঐক্য করবে। যেমন বিগত সময়ে কাশ্মীরের মুজাহিদদের সাথে এমনটা হয়েছে। এটা কি সেই দেশ নয় যারা নব্বই হাজার হিন্দুর সামনে আত্মসমর্পণ করেছে? তারা কি ঐ সেনাবাহিনী নয় যারা প্রমাণ করেছে যে, তারা শহিদও নয় গাজিও নয়?

তো আমার মুজাহিদ ভাইয়েরা!

আল্লাহর উপর ভরসা করুন। মনে রাখবেন জিহাদের রাস্তা

সহজ নয়। এটি ফুল বিছানো রাস্তা নয়। এটি পরীক্ষা ও বিরোধিতার রাস্তা। হকের রাস্তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন রাস্তা হলো - নবীগণের রাস্তা। ইসলামের বিজয়ের জন্য নবীগণের রাস্তায় কঠিন মসিবত আসা সত্ত্বেও তারা সামনে অগ্রসর হয়েছেন। আপনি জিহাদের রাস্তা যেদিন নির্বাচন করেছেন, সেদিন থেকেই আপনার পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে এবং এই পরীক্ষা শাহাদাত পর্যন্ত থাকবে।

এটি একটি আসমানী হেকমত যে, আল্লাহ তার বান্দাদেরকে পবিত্র করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এই পরীক্ষা সর্বদা আসবে। কখনও ভারতের পুলিশ ও সেনারা আপনার পরিবারের উপর জুলুম করবে। কখনও নিজেদের লোকেরাই আপনার উপর যুলুম করবে। কিন্তু যখন হিন্দুস্তানের যুলুমের কারণে জিহাদ ছাড়েননি, তখন নিজেদের লোকদের যুলুমের কারণে কেন আপনি ঘরে বসে যাবেন? শুধু আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন এবং ঈমানের পরীক্ষা দিতে থাকুন। আল্লাহই আপনার জন্য যথেষ্ট।

আমার প্রিয় মুজাহিদ ভাইয়েরা!

জিহাদের শ্লোগান আযানের মত। যেমনিভাবে নামাযের জন্য আযান জরুরি, তেমনিভাবে জিহাদের জন্য জিহাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট থাকা জরুরি। এই ইলম থাকতে হবে যে, মুখলিস মুজাহিদরা অন্যান্য দেশে কিভাবে জিহাদ করেছে এবং আল্লাহর সাথে বিদ্রোহকারীরা কিভাবে দেশটাকে কুফুরী রাষ্ট্রে পরিণত করেছে।

আমার প্রিয় মুজাহিদ ভাইয়েরা!

আমরা সবাই ইসলামের জিহাদের জন্য বের হয়েছি। এজন্য আমাদের জন্য জরুরি হলো - আমরা আমাদের চাহিদা ও ভালোবাসাকে ইসলামের অনুগামী রাখব। কখনও কখনও আমরা আমাদের ভালোবাসা ও চাহিদাকে প্রাধান্য দেই। তারপর তার স্বপক্ষে দলিল খুঁজি। শরিয়ত বা শাহাদাতের শ্লোগানের অর্থ হলো - ইন্ডিয়ার পুলিশ, সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ চালু থাকবে। কারো কথায় চলবেও না, বন্ধও হবে না। আমাদের এই যুদ্ধ ততক্ষণ পর্যন্ত চালু থাকবে যতক্ষণ না আমরা আমাদের বোন আসিফার প্রত্যেকটি চিৎকারের প্রতিশোধ নেয়া শেষ করবো। যতক্ষণ পর্যন্ত ইন্ডিয়ার লিডারদেরকে শিকলে আবদ্ধ না করব। এই যুদ্ধ ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক আসিফা নিরাপদ না হয়। এই যুদ্ধ কোন মিটিংয়ের মাধ্যমে শেষ হবে না। এই যুদ্ধ কোন দেশের সিদ্ধান্তে শেষ হবে না।

আমাদের মহান মুসলমানগণ!

আল্লাহর কসম, আপনারা আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন। আপনাদের সীমান্তে দাঁড়িয়ে যাওয়া, মুজাহিদদেরকে রক্ষা করার জন্য নিজের বক্ষকে উম্মুক্ত করে দেয়া - বর্তমান সময়ের একটি বড় জিহাদি কাজ। আল্লাহ আপনাদেরকে এর পরিপূর্ণ বিনিময় দান করুন। আল্লাহ তাআলা কাশ্মীরের সমস্ত মুজাহিদদের শাহাদাতকে কবুল করুন। কারণ এরা সবাই আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছিলেন এবং তারা রাজনীতিবিদ ও বিভিন্ন দেশের ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত ছিলেন। তাদের দেখলে সাহাবাদের ঈমানের কথা স্বরণ হয়। আল্লাহ মুজাহিদিন ও শহিদদের মাতাপিতাকে ধৈর্য ধারণ করার তাওফিক দান করুন।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা!

এই কথার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখুন যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যদি রাতের অন্ধকার লম্বা হয়ে যায়, যদি আমাদের অন্তর ভয়ে গলা পর্যন্ত চলে আসে, যদি কাফেরদের বাহিনী আমাদর উপড় থেকে আসে, আর আমাদের নিচ থেকেও আসে - তাহলে বিশ্বাস করুন আল্লাহর সাহায্য নিকটে চলে এসেছে। একথা কোন কবি বা কোন রাজনীতিবিদের কথা নয়। এটা কোন কবির, কোন রাজনীতিবিদের স্বপ্নও নয়। এটা ঐ আল্লাহ ওয়ালাদের স্বপ্ন যারা আল্লাহর সাহায্য দেখেছে। এটা ঐ আল্লাহওয়ালাদের স্বপ্ন যারা কাফেরদেরকে পরাজিত হতে দেখেছে।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা!

আমরা কোন পাগল নই, কোন বেওকুফ নই, কোন দেশের এজেন্ট নই। আমরা আপনাদেরকে আত্মহত্যা বা ধ্বংসের পথ দেখাই না। আমরা আপনাদেরকে বিজয়ের রাস্তা দেখাই। আমাদের স্বাধীনতা, কাফেরদের ধ্বংস হওয়া, শরিয়ত প্রতিষ্ঠা, এসব কিছুই জিহাদ দ্বারা অর্জিত হবে। আমাদের কাজ হলো কাশ্মীরের মুসলমানদের সামনে সত্য প্রকাশ করা। জিহাদকে স্বাধীন করা এবং মুসলমানদের অন্তরে জিহাদকে জীবিত রাখা।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে হক চেনার তাওফিক দান করুন। হকের উপর অটল থাকার তাওফিক দান করুন। আল্লাহ আমাদেরকে সৌভাগ্যময় জীবন ও শাহাদাতের মৃত্যু দান করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামিন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

উমারাদের জীবনী থেকে শিক্ষা

হাফেজ খালেদ রহিমাহুল্লাহ

(আমিরুল মু'মিনিন শায়খ হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদাহ দা.বা. এর ছেলে)

আহমাদুল্লাহ ওয়াছিক

উর্দু তরজমা ও সংযোজন : জালালুদ্দিন হাসান ইউসুফ জাই

বাংলায় অনুবাদ : মুহাম্মাদ শরিফুল আলম

আফগানিস্তানে তালেবানদের ইসলামি আন্দোলন - এই ফেতনার জামানায় এমন এক ইসলামি আন্দোলন - যারা দ্বীনের জন্য কুরবানির ময়দানে সালাফে সালেহিনদের জিহাদি কৃতিকে আরেকবার জীবিত করেছে। ইসলামি ইমারাতের একটি অনন্য বৈশিষ্ট হলো - তাদের নেতা ও আমিরগণ সর্বদা একজন সাধারণ মুজাহিদের মত নিজের জান ও মাল আল্লাহর দ্বীনকে রক্ষার জন্য পেশ করেন। এটা এই ইসলামি আন্দোলনের নেতাদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট।

আমেরিকার হামলার প্রথম রাত। ইমারাতে ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা মুহাম্মদ উমরের চাচা মৌলভী মুহাম্মদ হানাফিয়া সর্ব প্রথম এই যুদ্ধের জন্য কুরবানি পেশ করেন। নিজের জীবনকে কুরবান করে এই প্রমাণ পেশ করেছেন যে, ইমারতে ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা সাহেব যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়ার লোক নয়। সেইসাথে জিহাদ ও কুরবানি থেকে পিছিয়ে থাকার লোকও নন। বরং প্রতি মূহুর্তে আল্লাহর দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য নিজের জান-মাল এবং অন্যান্য সব ধরণের কুরবানি করার জন্য প্রস্তুত।

দ্বিতীয় আমিরুল মুমিনীন মোল্লা আখতার মানছুর রহিমাহুল্লাহ নিজের জানকে কুরবান করে এমন দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া কঠিন। তিনি জিহাদি কাজের জন্য একা একা একটি ট্যাক্সিতে সফর করছিলেন। এমতাবস্থায় আমেরিকার হামলায় দুনিয়া ছেড়ে চিরস্থায়ী জান্নাতের দিকে রওয়ানা হয়ে গেছেন। তার জীবন ও জিহাদের জন্য এই কুরবানি মুসলিম জাতির যুবকদের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে। তার হেকমত ও দূরদর্শিতা - সালাফদের জিহাদি অবদানের স্মরণ - আরেকবার তাজা হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

তিনি অনেক হেকমত ও দূরদর্শিতার সাথে ইমারাতে ইসলামিয়াকে এক কাতারে সুসংহত রেখেছেন। একজন সাথী যিনি শহিদ আমীরুল মুমিনীনের লাশ দেখেছেন তার বক্তব্য হলো: "আমি আমীরুল মুমিনীনের লাশ একদম নিকট থেকে দেখেছি। তার পুরো শরীরে এক আঙ্গুল পরিমাণ জায়গাও খালি ছিলো না, যেখানে বারুদের আঘাত না লেগেছে। আমীরুল মুমিনীনের শরীরের এই অবস্থার কথা শুনে তার উপর আমার ঈর্ষা হতে লাগলো। কেউ যদি বলে আমি আল্লাহর রাস্তায় পতঙ্গের ন্যায় কুরবান হয়ে যাব - তাকে বলব, "এসো, আমীরুল মুমিনীনকে দেখে নাও - তিনি কিভাবে নিজেকে দ্বীনের জন্য কুরবান করেছেন।

আমাদের কুরবানির ইতিহাস এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। এখনও বাকি আছে। এই তো কিছুদিন পূর্বে আমাদের নেতা আমীরুল মুমিনীন হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা নিজের ছেলেকে সবার পূর্বে কাফেরদের মোকাবেলায় পেশ করেছেন। শায়খের ছেলে হাফেজ খালেদ হেলমান্দ প্রদেশের গোরশক জেলায় শত্রুর উপর ফিদায়ী হামলা করেছেন। এর মাধ্যমে শায়খ একথা প্রমাণ করেছেন যে, আমরা শুধু মুখে শ্লোগান দেয়া লোক নই। আমরা যারা নিজেদেরকে মিল্লাতে ইবরাহিম বলি, তারা আমির থেকে মামুর পর্যন্ত সবাই নিজের কলিজার টুকরাকে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর মত আল্লাহর রাস্তায় কুরবান করার জন্য তৈরি আছি।

হাফেজ খালেদ শহিদ রহিমাহুল্লাহ

শহিদ হাফেজ খালেদ রহিমাহুল্লাহ আজ থেকে বিশ বছর পূর্বে (১৪১৮ হি:) শায়খ হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদার ঘরে জন্মলাভ করেন। তারা কান্দাহারের অধিবাসী ছিলেন। তাদের পরিবার বংশানুক্রমে একটি দ্বীনি ইলমী পরিবার ছিলো। মানুষ তাদেরকে সম্মানার্থে আখুন্দজাদা বলত।

হাফেজ খালেদ ছোটবেলা থেকেই অনেক ভদ্র ও মেধাবী ছেলে ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষার পর নয় বছর বয়সে কুরআন শরীফ হেফজ শেষ করেন। তারপর ছরফ, নাহু, আকায়েদ, বালাগাত, মানতেক ও অন্যান্য সকল বিষয়ের শিক্ষা অধিকাংশ নিজের বড় চাচার কাছে পড়েছেন। যুবক বয়সেই তার মধ্যে জিহাদের জযবা সৃষ্টি হয়েছিল। এরপর তিনি জিহাদের ময়দানে চলে আসেন।

জিহাদ ও শাহাদাতের ময়দানে শহিদ হাফেজ খালেদ

হাফেজ খালেদ (ওরফে আ. রহমান তাকাব্বালাল্লাহ) ছোটবেলা থেকেই জিহাদের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। যুবক হওয়ার সাথে সাথেই নিজ পিতার অনুমতিক্রমে জিহাদের প্রশিক্ষণের জন্য

ইমারাতে ইসলামির সেনাবহিনীতে যোগদান করেন, যাতে তিনি পূর্ণ মুজাহিদ রূপে জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হতে পারেন। এক বছর ট্রেনিং করে যুদ্ধের মৌলিক শিক্ষা অর্জন করেন। তারপর কাফেরদের মোকাবেলা করার জন্য ফিদায়ী গ্রুপে নাম লিখিয়ে তাদের ক্যাম্পে চলে যান। দীর্ঘ তিন বছর যাবত নিজের পালা আসার অপেক্ষা করেছেন। তার এই ইচ্ছার সাথে তার পরিবার বিশেষ করে তার পিতা একমত ছিলেন। কারণ তিনিই তো তাকে ছোটবেলা থেকে জিহাদ ও শাহাদাতের জন্য তৈরি করেছেন।

ইসতেহাদি সেনা ক্যাম্পে থাকাকালীন সময়ে হাফেজ খালেদ সাথী ভাইদের কাছে খুব প্রিয় ছিলেন। তাকে সবাই সম্মান করত। ক্যাম্পের নামাযের ইমামতির দায়িত্ব তার উপর ছিলো। মাঝে মাঝে তিনি সাথীদেরকে জিহাদ ও শাহাদাতের ফজিলতের উপর দরস প্রদান করতেন। সাথীদের সাথে তিনি এমনভাবে চলতেন যে, অনুমানও করা যেত না তিনি আমীরুল মুমিনীনের ছেলে অথবা তিনি বড় কোন পরিবারের ছেলে।

উৎস্বর্গী ব্যক্তিদের ফিদায়ি গ্রুপে হাফেজ খালেদ

ফিদায়ি হামলা সর্বদা নতুন নতুন কৌশলে করা হয়। তার মধ্যে একটি কৌশল দ্বারা ইতিপূর্বে আফগানিস্তানের মুজাহিদরা ব্যাপক উপকৃত হয়েছে। সেটা হলো - শত্রুর শক্তিশালী সেনাক্যাম্পে ইনগিমাসি হামলা করা। এক্ষেত্রে ফিদায়ি মুজাহিদরা নিজেদের জীবন বাজি রেখে সামনে অগ্রসর হয় এবং অন্য মুজাহিদ ভাইদেরকে মোর্চা দখল করার জন্য ক্যাম্পে প্রবেশের পথ তৈরি করে দেন।

হাফেজ খালেদ শাহাদাতের তিন মাস পূর্বে পিতার সাথে বিদায়ী সাক্ষাৎ করেন। খালেদ এসময় হেলমান্দের ঐ ইনগিমাসি ব্রিগেডে ছিলেন যারা শত্রুর শক্তিশালী অবস্থানস্থল গুলোতে হামলা করেছেন এবং হেলমান্দের অধিকাংশ অঞ্চল বিজয় করেছেন।

শাহাদাত

১৪৩৮ হিজরীর ২৪ শাওয়াল, সকাল বেলা খুব ভোরে ইমারাতে ইসলামিয়ার মুজাহিদগণ হেলমান্দ প্রদেশের গোরশাক জেলায় অবস্থিত কাফেরদের সেনাক্যাম্প ও মোর্চাগুলোর উপর হামলা শুরু করেন। সর্ব প্রথম মুজাহিদগণ জেলার একটি সেনাক্যাম্পে গাড়ি দিয়ে ফিদায়ি হামলা করেন। এর দ্বারা রাস্তায় থাকা অধিকাংশ বাঁধাই দূর হয়ে যায়।

এরপর মুজাহিদরা শত্রুদের মোর্চায় হামলা শুরু করে। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মুজাহিদরা অধিকাংশ মোর্চা বিজয় করে নিলেন। 'ফকিরান' নামক গ্রামে 'বারি' নামে একটি সেনাক্যাম্প ছিলো। তারা দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধ করে মুজাহিদদর সামনে অগ্রসর হতে বাঁধা দিচ্ছিল। এই ক্যাম্পটি বিজয়ের জন্য জরুরি ছিলো - ক্যাম্পের মোর্চাগুলোর উপর গ্রেনেড নিক্ষেপ করা। গ্রেনেড নিক্ষেপের পর ঘিয়ের ডিব্বায় মোড়ানো মুজাহিদদের হাতে বানানো বোমা দিয়ে ক্যাম্পের মজবুত দেওয়াল ধ্বংস করলে শত্রুপক্ষ দুর্বল হয়ে পড়বে।

শত্রুর উপর এই ভয়ানক আক্রমণের দায়িত্ব 'মুনতাযার' নামক ব্রিগেডকে দেয়া হলো। হাফেজ খালেদও ঐ গ্রুপে ছিলেন। ফিদায়ি মুজাহিদদের একটা গ্রুপ বাহাদুরির সাথে শত্রুর সেনাক্যাম্পে একযোগে হামলা শুরু করলেন এবং গুলির বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পের দেয়াল পর্যন্ত পৌছে গেলেন। এরপর শত্রুর মোর্চা ও ক্যাম্পের দেয়ালগুলোকে গ্রেনেড ও বোমা দ্বারা ধ্বসিয়ে দিতে শুরু করেন। এই অবস্থায় হাফেজ খালেদ ফিদায়ি মুজাহিদদের সাথে শত্রুর খুব নিকটে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। এই অবস্থায় হাফেজ খালেদ শহিদ হয়ে গেলেন। আল্লাহ তার শাহাদাতকে কবুল করুন। আমীন।

শহিদ খালেদের ব্যক্তিত্ব

শহিদ হাফেজ খালেদের চাচা মৌলভী হাবিবুল্লাহ বলেন, "হাফেজ খালেদ খুব ছোটবেলা থেকেই পরহেজগার ও ইবাদাতকারী তালেবে ইলম ছিল। একদম ছোট থাকতেই ফজরের আগে উঠে জামাতের সাথে ফজরের নামাজ পড়ত। কখনও শায়খের সামনে চলত কখনও পিছনে চলত। লেখাপড়ার জামানায়ও আমলের প্রতি যত্নবান ছিলো। নফল নামায, নফল রোজা আদায় করত"। তার বড় চাচা মৌলভী আহমাদুল্লাহ আখুন্দজাদা বলেন, "হাফেজ খালেদের জিহাদের প্রতি অনেক মহব্বত ছিলো। দরসের মাঝে কখনও যদি জিহাদের আয়াত হাদিস বা ঘটনা আসত তখন তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠত।"

মৌলভী সাহেব আরও বলেন, "খালেদ অনেক ভদ্র ও নরম ছিলো। নিজের বড়দের ও উস্তাদদের খুব মান্য করত। সর্বদা আল্লাহর যিকির করত। বাহ্যিকভাবে সে চুপচাপ স্বভাবের ছিলো। কিন্তু খুব যোগ্যতার অধিকারী ছিলো। ছাত্র থাকাকালীন সময়ে বড় ছাত্ররাও তার কাছে কিতাব পড়ত।"

মৌলভী আহমাদুল্লাহ আরও বলেন, "হাফেজ খালেদের মধ্যে শায়খের অধিকাংশ গুণাবলী পাওয়া যেত। পরিবারের অধিকাংশ লোকের ধারণা ছিলো শায়খের পর তার ইলমী অবস্থান খালেদই ধরে রাখবে। শায়খ নিজেও তাকে খুব মনোযোগ দিতেন। তার প্রতি অনেক আশা রাখতেন। হাফেজ খালেদ কোন একটি কোর্স শেষে ছুটিতে যখনই বাড়ি আসত - ফিরে যাওয়ার সময় আমাদের কাছে ঈমান হেফাযতের দুআ চাইত।"

হাফেজ খালেদ শাহাদাতের প্রায় তিন মাস পূর্বে পিতার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। শায়খ জানতেন তার ছেলের নাম ফিদায়ি গ্রুপে লেখা হয়েছে। এমনিতেই শায়খ তার শাহাদাতের সংবাদের অপেক্ষায় থাকতেন। আল্লাহ তাআলা শহিদ হাফেজ খালেদ রহিমাহুল্লাহ এর শাহাদাত কবুল করেন। এই উম্মতকে তার মত সন্তান দ্বারা ভরে দেন যেন তারাও দ্বীন ও মযলুম মুসলমানের সাহায্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে। আমীন।

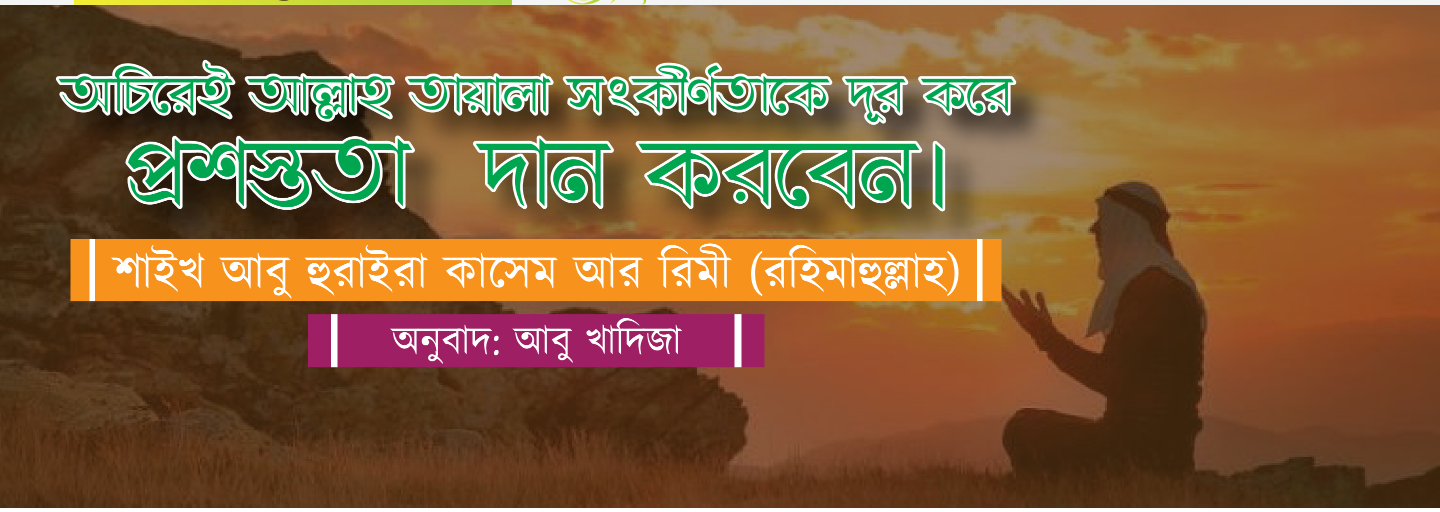

অচিরেই আল্লাহ তায়ালা সংকীর্ণতাকে দূর করে প্রশস্ততা দান করবেন।

শাইখ আবু হুরাইরা কাসেম আর রিমী (রহিমাহুল্লাহ)

অনুবাদ: আবু খাদিজা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যার মোবারক ইরশাদ হল,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿47﴾-

আপনার পূর্বে আমি রসূলগণকে তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি। তাঁরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর যারা পাপী ছিল, তাদের আমি শাস্তি দিয়েছি। মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। (সূরা রুম - ৪৭)

দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হউক সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ট মানব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর। যিনি ইরশাদ করেন,

فإن الله توكللي بالشام وأهله» (أخرجه أحمد [17005]، وأبو داود [2483]-

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য শাম এবং শামের অধিবাসীদের জন্য (বরকতের) জিম্মাদারী নিয়েছেন।” (আহমদ, আবু দাউদ)

শামে অবস্থানরত আমার মুসলিম ভাইদের প্রতি,

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ।

আনন্দিত থাকুন এবং আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে উত্তম ধারণা রাখুন। ঐ রব যিনি আপনাকে “ইয়া আল্লাহ আপনি ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই” এটা বলার তাওফিক এবং হেদায়েত দান করেছেন। তিনি আপনাকে না কখনো একা ছেড়ে দিবেন এবং না তিনি কোন প্রতিদান নষ্ট করবেন। আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী যে তিনি আপনাকে মুজাহিদগণের সন্তানদের সহযোগিতায় রেখেছেন। আর এই মুজাহিদগণই আপনার সন্তান এবং মুহাফিজ। আল্লাহ তায়ালার পর এসকল মুজাহিদগণই আপনার হেফাজতকারী এবং পাশে দাড়ানো ব্যক্তি। সুতরাং তাদের সহযোগিতা করুন, তাদেরকে আশ্রয় দিন এবং তাদের জন্য নিজেদের অন্তরকে খোলা রাখুন। আর তাদের বিরুদ্ধে কোন মুনাফিক এবং চাটুকারের কথা বিশ্বাস করবেন না। সেই সত্ত্বার উপর ভরসা করুন যিনি চিরঞ্জীব। এসকল মুজাহিদীনরা ঐ ফরজ আদায় করছেন যা আমাদের সকলের দায়িত্ব - আমাদের সকলের জন্য ফরজ। এটা আল্লাহর রাহে জিহাদের ফরজিয়্যাহ। এটা ইয়াহুদি খৃষ্টান, আরব অনারব সকল তাগুতদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ফরজিয়্যাহ।

সুতরাং আমাদের উপর এসকল মুজাহিদিনদের

সাহায্য-সহযোগিতা করা ফরজ। আমাদের জন্য আবশ্যক হল আমরা যেন তাদের সমর্থন দেই, তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে দুয়া করি, তাদের ত্রুটিগুলোকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখি, তাদেরকে নাসিহাহ দেই অর্থাৎ সর্বপ্রকার সহযোগিতা করি।

এখানে আমরা প্রিয় ভূমি শামে নিয়োজিত আমাদের ভাইদের প্রতি তিনটি বার্তা পেশ করব ইনশা আল্লাহ।

আল্লাহর শপথ আমরা আপনাদের কষ্টকে লাঘব করতে চাই। যদি এই পেরেশানিকে কম করতে না পারি তাহলে অন্তত এ পেরেশানিতে আমরা আপনাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে চাই। আল্লাহ তায়ালার কাছে দুয়া করি, যেন আমাদের এ কথাগুলো আপনাদের জন্য কষ্ট লাঘবকারী ও উপকারী হয় এবং আপনাদের জন্য যেন ক্ষতির কারণ না হয়।

মুজাহিদ সিপাহীর নামে বার্তা।

মুজাহিদ ভাইদের প্রতি আমাদের প্রথম বার্তা,
নিঃসন্দেহে ইসলামে মুজাহিদীনদের সম্মান অনেক ঊর্ধ্বে।

হে ভাইগণ!

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নিয়ত। প্রত্যেকেই নিজেদের নিয়তকে আল্লাহ তায়ালার জন্য খালেস করে নিন। পরীক্ষা এবং বিভিন্ন বিপদ-আপদ যেন তোমাদের নিয়তকে বিনষ্ট করে না দেয়। এমন যেন না হয় যে, তোমাদের কিত্বাল কোন দল বা ব্যক্তি কেন্দ্রীক হয়ে যায়। বরং নিজেদের জিহাদ হবে শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার দ্বীনকে উঁচু করার জন্য।

হে সিংহের জাতি

তোমরা উত্তম কাজে নিজেদের আমিরদের কথা শুনতে এবং মানতে থাক। চাই তাদের কথা তোমাদের কাছে ভাল লাগুক বা খারাপ লাগুক। যদি তোমার কাছে আমিরের কথা পছন্দ না হয়, তারপরও তুমি আমল করবে। কারণ এটাতো জরুরি নয় যে আমিরের অভিমত তোমার অভিমতের অনুরুপ হতে হবে। এমনটা যেন না হয় যে, তোমার অভিমত অনুযায়ী না হলে আমল করবে না। আমিরের আদেশ যদি শরিয়তের সীমারেখার মধ্যে হয় তাহলে মামুরের (অধীনস্ত) যদি পছন্দ নাও হয় তারপরও আমল করা ওয়জিব।

হে আমার ভাই!

তুমি ঐ সমস্ত মামুরদের মত হয়ে যেও না - যারা তাদের আমিরকে কথা দিয়ে নয় বরং অবস্থা দ্বারা বুঝাতে চায় যে, আপনি আমাদের আমির ঠিক আছে - তবে আপনাকে আমাদের কথাও শুনতে হবে এবং মানতে হবে। এমন যেন না হয় যে, আমিরের যে সমস্ত আদেশসমূহ ভাল না লাগে তা আমল করতে অলসতা করবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে বিলম্ব করবে। যদি এমনটা কর তাহলে জেনে রেখ - আল্লাহর শপথ!! এটা একটি ধ্বংসাত্মক ব্যাধি।

হে আমার মুজাহিদ ভাই!

এমন যেন না হয় যে, তোমাদের আমির যদি তোমাদের সামনে কোন কাজ উপস্থাপন করতে চায় তাহলে এক লম্বা ভূমিকা পেশ করতে বাধ্য হয়। তিনি বাধ্য হয়েছেন তোমাদেরকে এর কারণ এবং হেকমত বুঝাতে, অন্যথায় তোমরা এর উপর আমল করবেনা। আল্লাহর শপথ!! যদি এমনটি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই এটি অত্যন্ত বড় জুলুম এবং সত্যকে না চেনার মত হবে। স্মরণ রেখ - কখনো হয়তো আমির তোমাদের সবকিছু বিস্তারিত বলতে অক্ষম থাকে। কিছু বিষয় থাকে যা শুধু বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদেরকে বলার মত হয়ে থাকে। আবার কিছু বিষয় তো বিশেষদের মধ্যেও বিশেষদেরকে বলার মত হয়। হতে পারে তোমার আমির কখনো এমন একটি সিদ্ধান্ত করল যা বোধগম্য নয়(জায়েয তবে অনুত্তম)। তোমার নিকট হয়তো অন্য কোন সিদ্ধান্ত উত্তম মনে হবে। কিন্তু আমিরের এ ব্যাপারে অক্ষমতা রয়েছে যে, তিনি তোমাকে বলতে পারছেন না কেন তিনি এ অনুত্তমের উপর আমল করছেন। যদি তিনি এটা প্রকাশ করেন তাহলে ক্ষতি হতে পারে। একারণে তুমি শুধু নির্দেশসমূহের উপর আমল করে যাও, যদিও তা তোমার কৌশলের সাথে না মিলে। মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কথা বলেছিলেন সে কথা স্বরণ কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন –

“হে মুয়াজ! তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহর কি হক আর আল্লাহর উপর বান্দার কি হক রয়েছে”? মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, “আল্লাহ এবং তার রাসূলই ভালো জানেন”। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, “বান্দার উপর আল্লাহর হক হল যে, বান্দা আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করবে এবং এ ইবাদতে কাউকে শরিক করবেনা। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হল, সে (ব্যক্তি) আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে শরিক করবেনা - তাই আল্লাহ তায়ালাও তাকে শাস্তি দিবেননা।” মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি লোকদেরকে এ সুসংবাদ দিব না”? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, “না বলবে না। কারণ লোকেরা আমল থেকে বিরত হয়ে যাবে।”

সুতরাং বুঝা গেল সকল বিষয়ের ইলম অন্যদেরকে জানানো জরুরি নয়। হুকুমের দিক থেকে জায়েয প্রত্যেক এমন কাজ

করাও জরুরি না। (এমন অনেক কাজ রয়েছে যা মূলত জায়েয, কিন্তু তা করার দ্বারা অনেক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। যার ফলে তা নাজায়েযের পর্যায়ে চলে যায়।)

হে আমার সম্মানিত ভাইয়েরা –

জেনে নাও - তোমার আমির সকলের আমির। সকলে তার কাছে একত্রিত হয়, তার কাঁধে সকলের দায়িত্ব। সে সকলের ব্যাপারে চিন্তা করে। সুতরাং নিজ আমিরের সহযোগিতা কর। অনেক সময় পরিবেশ পরিস্থিতি আমিরকে এমন অবস্থায় পৌঁছে দেয় যে – তাকে(আমিরকে) প্রত্যেকটি পদক্ষেপ এবং ফয়সালার পূর্বে দশ বার চিন্তা করতে হয় যে - তার অমুক সাথীর অন্তরে এই সিদ্ধান্তের কি প্রভাব পড়বে অথবা এর দ্বারা তার দ্বীন ও আখলাকে কোন প্রভাব পরবে কিনা? অথবা এ সিদ্ধান্ত সে মেনে নিবে কিনা? আমিরের জন্য এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরি করা বা যারা তৈরি করে তাদের সহযোগী হওয়া থেকে বেঁচে থাক।

নিজ অনুভূতি এবং বদ মেজাজকে পায়ের নিচে দলিত করে রাখ। আমিরের কথা এবং আদেশ তোমার মাথার মুকুটতুল্য। স্মরণ রেখ, (জামাত ও জিহাদে) সে মাথাতুল্য আর তুমি একটি দেহের ন্যায় (অর্থাৎ দেহ যেমন মাথা ব্যতীত চলতে পারেনা তেমনি মাথাও দেহ ব্যতীত হতে পারেনা। মাথার কাজ এক ধরণের আর দেহের কাজ অন্য)। তোমার জন্য আমিরের ইচ্ছা এবং পছন্দকে গ্রহণ করা চাই। আমির থেকে বেশি (বোঝা উঠানোর মত) দলের মধ্যে আর কে আছে?

তিনিই তো বিচারক এবং আলেমদেরকে দেখেন। তার কাছেই সৈন্যদের এবং আমানত সমূহের নিরাপত্তার বিভিন্ন বিষয়কে নিয়ে যাওয়া হয়। সকল বিষয়ের দরজাও তিনি এবং সেগুলো পরিচলানার দায়িত্বও তার। এরকম দুর্ভাগা হওয়া থেকে বেঁচে থাক - যাদের কাজই হল ব্যক্তি এবং দলের মাঝে শুধু দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ানো। এমন ব্যক্তিদেরকে নসিহাহ দাও। যদি নসিহাহ গ্রহণ না করে তাহলে বুঝতে হবে - এ দেহে অনেক রোগ রয়েছে। এমন রোগাক্রান্ত অন্তর থেকে দূরে সরে যাও।

দোষারোপকারী এবং চোগলখোর থেকে নিজেকে দূরে রাখ এবং তাকে আল্লাহর এ বানী স্মরণ করিয়ে দাও -

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ

অর্থঃ ধ্বংস প্রত্যেকের, যে সামনে ও পিছনে মানুষের নিন্দা করে। (সূরা হুমাযাহ - ১)

সেসকল বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায়ো না - যে বিষয়ের বুঝ তোমার নেই। আমিরদের নিজ কাজ রয়েছে আর তোমাদেরও নিজস্ব কাজ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালার নিকট শুকরিয়া আদায় কর যে - আল্লাহ তায়ালা তোমাকে এ বোঝা থেকে দূরে রেখেছেন, যে বোঝা আমীরদের কাঁধে রয়েছে। চোগলখোরদের কথায় কান দিয়ো না। তাদের প্রতি তোমাদের থেকে কল্যাণকামীতা, নসিহাহ এবং সংশোধনের আগ্রহ থাকা চাই।

হে মুজাহিদ সৈনিক ভাইগণ!

যদি তুমি দেখ যে - তোমার আমির সাধারণ মুসলমানদের উপকারের জন্য তার নিজ ও তোমাদের হক কে ছেড়ে দিচ্ছে তাহলে তুমি তাকে সাহায্য কর। তার বন্ধু ও সহযোগী হয়ে যাও। তার প্রচেষ্টায় তুমি বরকতের কারণ হয়ে যাও। আর যদি এর বিপরীত দেখতে পাও যে, তোমার আমির অন্য কোন জিহাদি দলের সাথে পাল্লা দিচ্ছে বা তাদের সাথে হিংসা করছে, ছোট ছোট বিষয়ে হিসাব নিচ্ছে - তাহলে তাকে নসিহত কর এবং এ পদ্ধতির পরিণামের বিষয়ে তাকে ভয় দেখাও। যদি সে না মানে তাহলে তুমি নিজের পথে চলতে থাক এবং চেষ্টা করতে থাক যেন তুমি তোমার আমীরের কাছে উত্তম প্রমানিত হতে পার।

হে মুজাহিদ ভাই!

কোন বিশেষ দলের তীর হয়োনা বরং ইসলামের তীরসমূহের মধ্য হতে একটি তীর হও(অর্থাৎ কোন দলের পক্ষ হয়ে লড়াই করোনা)। তুমি শুধু ইসলামের শত্রুদের বিপক্ষে লড়াই কর(নিজ জবান এবং অস্ত্র যেন কখনো অন্য কোন দলের জন্য ব্যবহার না হয়)। দুশমনদের তটস্থ রাখ এবং তাদের বিরুদ্ধেই লড়াই করতে থাক যতক্ষন না আল্লাহ তায়ালার ফয়সালায় তোমার মহা সফলতা আসে। আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ করেছেন –

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ
بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ

বলুন, তোমরা আমাদের দুইটি মঙ্গলের একটির প্রতীক্ষা করছ এবং আমরা প্রতীক্ষা করছি যে, আল্লাহ তায়ালা সরাসরি তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন নিজ পক্ষ হতে অথবা আমাদের হাত দ্বারা। অতএব তোমরা প্রতীক্ষা কর আমরাও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি। (সূরা তাওবা – ৫২)

জিহাদি তানজিমের সম্মানিত আমিরদের প্রতি পয়গাম।

আমার দ্বিতীয় চিঠি জিহাদি তানজিমের আমিরদের প্রতি। এ চিঠি দলের সকল জিম্মাদার সাথীদের প্রতি (কেন্দ্রীয় আমিরগণ ব্যতীত)। এসমস্ত কথা আপনার এমন এক ভাইয়ের পক্ষ হতে - যে নিজেও আপনার মত এরকম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আমার এসমস্ত কথার উদ্দেশ্য হল - এর মাধ্যমে

আপনাদের বোঝা কিছুটা হালকা করা এবং আপনাদেরকে সাহায্য করা। আল্লাহ তায়ালার প্রতি আশা রাখি এর ফলে তিনি আমার বোঝাও হালকা করে দিবেন এবং আমাকে সাহায্য করবেন। এ কথাগুলো লিখার জন্য আমি পরামর্শ এবং ইসতেখারা করেছি, অতঃপর আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করেছি। এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হল - সংশোধন এবং কল্যাণ। নিশ্চয় সংশোধন ও কল্যাণ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে। তাই আল্লাহ তায়ালার উপরই আমি ভরসা করি এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।

হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা!

আল্লাহ তায়ালা আপনাকে এই পথে দৃঢ় রাখুন, আপাদেরকে সহীহ পথে চলার তাওফিক দান করুন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে হেদায়েত দ্বারা ধন্য করুন এবং আমাদের সমস্ত কাজকে সংশোধন করে দিন। শত্রুদের বিরুদ্ধে হামলা এবং আক্রমণের উদ্দেশে ঐক্যের এমন চেষ্টার প্রতি আমার অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।
শত্রুদের বিরুদ্ধে এক কাতারবন্দী হয়ে যুদ্ধ করা একান্ত জরুরি। এক্ষেত্রে মতানৈক্য আমাদের দ্বীন ও দুনিয়াকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল - আমাদের দ্বীন ও দুনিয়া বিনষ্টকারী শত্রুদেরকে প্রতিহত করা। আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে সাহায্য করুন এবং তার দুশমনদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে এক কাতারে দৃঢ়পদ করে দিন। আর এটাই আল্লাহ তায়ালার কাছে পছন্দনীয়।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

অর্থ: নিশ্চই আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন যারা তার পথে সারিবদ্ধ হয়ে জিহাদ করে এমন ভাবে যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর (সুরা সফ ৬১:৪)

ধ্বংস তাদের জন্য - যারা আল্লাহর বান্দাদেরকে এক কাতারবন্দী হতে বাঁধা দেয়। যে একতা ও ঐক্যকে পছন্দ করেনা এবং যেকোন কারণে তার অন্তর এদিকে ধাবিত হয় না, আমি তাকে উদ্দেশ্য করে বলব - যদি আপনার দাওয়াত এবং জিহাদ আপনাকে ঐক্যবদ্ধ করতে না পারে, তাহলে অন্তত চলমান এ পেরেশানি এবং বিপদ-আপদ আপনাকে ঐক্যবদ্ধ করে দিবে। আর এটাতো স্পষ্ট যে, বিপদ-আপদ এবং মুসিবত মানুষদেরকে নিকটবর্তী করে দেয়। প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের পথ অত্যন্ত প্রশস্ত। এটাকে নিজের জন্য এবং অন্যদের জন্য সঙ্কীর্ণ করবেন না। যদি আপনি আপনার ভাইদের মাঝে কোন প্রকার দুর্বলতা এবং অলসতা দেখেন তাহলে তাদের নিকটবর্তী হওয়ার মাঝেই তাদের জন্য সংশোধন এবং নসিহাহ রয়েছে। কেননা মানুষ তার বন্ধুর দ্বীন গ্রহণ করে। আশা করা যায় যে, আপনার এ নিকটবর্তীতার ফলে আল্লাহ তায়ালা তার সংশোধন করে দিবেন, এবং আপনার এ নৈকট্য তার শক্তিশালী হওয়া এবং সংশোধনের কারণ হবে।
আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ,

هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ

তিনি ঐ সত্বা যিনি আপনাকে তার সাহায্য এবং মুমিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। (সূরা আনফাল - ৬২)

আপনি এমন হবেন না – যেমন আপনার ভাইকে সাহায্য করা থেকে হাত গুটিয়ে ফেললেন, ফলে সে আপনাকে ব্যতীত অন্যের কাছে সাহায্য পওয়ার আশায় হাত বাড়ায়। আপনারাই একে অপরের কল্যাণকামী হয়ে যান, একে অপরের সাহায্য করুন এবং পরামর্শ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইরশাদ,

এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য ভবন তথা ইটের ন্যায় যে একে অপরকে শক্তিশালী করে।

এটা ইরশাদ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের (উভয় হাতের) আঙ্গুলসমূহকে একসাথে মিলিয়ে একটিকে অপরটির মাঝে প্রবেশ করিয়েছেন।

যদি কেউ আপনার থেকে দূরে চলে যায় তাহলে আপনি তার নিকটবর্তী হয়ে যান। তাকে নসিহত এবং উপদেশ দিন। এটা আপনার জন্য ওয়াজিব। আপনি সাথীদের প্রতি দয়া ও দরদ প্রদর্শন করুন।

হে আমার প্রিয় ভাইগণ!

যদি আপনাদের মাঝে কোন সমস্যা হয় তাহলে আবশ্যক হল আপনারা প্রত্যেকেই নিজের উপর এর দায়ভার নিয়ে নিবেন, অন্যের উপর দায়ভার চাপিয়ে দিবেন না। আপনারা প্রত্যেকেই যখন দায়ভার গ্রহণ করবেন এবং নিজের ব্যাপারে অপরাধের স্বীকৃতি দিবেন, আল্লাহর শপথ! - তখন কল্যাণ ও বরকত আসবে এবং সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আমাদের মধ্যে একে অপর থেকে অধিক অক্ষমতা প্রকাশ এবং বিনয় অবলম্বন করা উচিত। কেননা মুমিনদের গুণই হল - একে অপরের প্রতি নরম আর কাফেরদের প্রতি কঠোর। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّـهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّـهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿54﴾-

হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি

ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি সদয় ও কাফিরদের প্রতি কঠোর ও তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়,মহাজ্ঞানী। (সূরা মায়েদা – ৫৪)

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন,

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿29﴾-

মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমন্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন। তওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং শক্তভাবে কান্ডের উপর দাঁড়িয়ে আছে যা চাষীকে আনন্দ দেয়। যার দ্বারা তিনি কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। (সূরা ফাতাহ – ২৯)

হে আমার প্রিয় ভাইগণ!

স্মরণ রেখ - দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব এবং সম্পর্ক, দলগত সম্পর্ক থেকে অনেক বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ। দ্বীনি সম্পর্ক আমাদের রব আমাদের মাঝে করে দিয়েছেন। যদি দলগত সম্পর্ক দ্বীনি সম্পর্ককে দৃঢ় না করে, তবে তা উপকারের স্থলে ক্ষতিকর হবে। পরবর্তীতে এ ভুল জাতিগত বিভেদে পরিণত হয় (যা দ্বীনের জন্য সর্বোচ্চ বিপদজনক)।

হে আমার ভাইগণ!

ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের থেকে বেঁচে থাকুন - যারা আপনাদের মধ্যে ফেতনা-ফাসাদের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে। এ ধরণের লোক সব জামাতেই থাকে। আসলে এরা দলের ময়লা- আবর্জনা। এধরণের ব্যক্তির দিকে খেয়াল রাখুন। প্রত্যেক জামাতের জন্য উচিত নিজেদেরকে এ ধরণের আবর্জনা থেকে পাক-পবিত্র করা।

স্মরণ রাখুন, যিনি আমাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব এবং মুহাব্বত পয়দা করার চেষ্টা করেছেন, সে আমাদের ভাই। আর যে আমাদের মাঝে মতানৈক্য এবং বিরোধিতার পালে হাওয়া দিয়েছে সে আমাদের দলভুক্ত নয়, বরং সে শত্রুর কাজ করেছে। প্রকৃতপক্ষে সে আমাদের মাঝে শত্রুতার জাল বিস্তার করছে। নিজেদের ওয়াদা এবং প্রতিশ্রুতিগুলো রক্ষা করো। বিভিন্ন সমস্যা ও অভ্যন্তরীণ চাপ যেন তোমাদেরকে ওয়াদা এবং প্রতিশ্রুতিগুলো ভাঙতে বাধ্য না করে।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

المسلمونَ على شروطِهم إلَّا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا

মুসলমানগণ তাদের শর্ত পূরা করে থাকে। তবে যে শর্ত হারামকে হালাল করে অথবা হালালাকে হারাম করে। (তিরমিজী)

হে আমার ভাইগণ!

একে অপরকে ক্ষমা এবং মাফ করে দেয়ার উৎসাহ প্রদান - কল্যাণের দাওয়াত। সুতরা এই কল্যাণ থেকে নিজেকে কখনো বঞ্চিত করবেন না। একটি অথবা কিছু ঘটনার উপর ভিত্তি করে অন্যান্য দলের হিসাব নেয়া এবং শাস্তি দেওয়া - বিশৃংখলা এবং সময় নষ্ট হবার কারণ। আমরা প্রত্যেক হকদারের কাছে আশা করি যে, আপনাদের ভাই যদি আপনাদেরকে উত্তম পদ্ধতিতে হক ফিরিয়ে না দেয় তাহলে এর কারণে অন্ততপক্ষে নিজের জিহাদ এবং প্রচেষ্টাকে বিনষ্ট করবেন না। মনে রাখুন, যে আল্লাহর জন্য কোন বস্তুকে ত্যাগ করে আল্লাহ তায়ালা তাকে এর থেকে উত্তম কিছু দান করবেন।

আমার ভাইগণ!

যে সমস্ত ব্যক্তি আপনার গোপন বিষয়কে স্যোসাল মিডিয়াতে প্রচার করে, তার থেকে সাবধান থাকুন। এমন ব্যক্তিকে নিজের সকল বিষয় সম্পর্কে বেখবর রাখা চাই। এদের জন্য সর্বনিম্ন শাস্তি হল - তার জন্য ফোনের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ নজরদারি থাকবে। তাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করতে হবে এবং প্রয়োজনে শাস্তি দিতে হবে।

এমন ব্যক্তিদের প্রতি আমিরদের তুলনায় সৈনিকদের বেশি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সৈনিকরা তাকে এধরণের কাজের ব্যাপারে নিষেধ করবে। যদি তার সাথে বোঝাপড়া ভালোভাবে ও পরিপূর্ণভাবে না হয় তবে একারণে আরো বেশি পবিত্র রক্ত প্রবাহিত হবে। তাই এই ব্যাপারে সতর্কতা কাম্য।

এমন ব্যক্তিকে প্রতিহত করতে হবে, যে আপনার অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোকে ইন্টারনেটের আলোচনার বিষয় বানায় এবং তাতে ইচ্ছামত পরিবর্তন করে। দুশমনরা এসকল ওয়েবসাইট নজরদারীতে রাখে। বরং বাস্তবতা হল নেটের এসকল

সাইটগুলোতে শয়তান নিজেই বড় আলেমের সূরতে উপস্থিত থাকে।

মানুষদের সাথে তাদের বাহ্যিক অবস্থা অনুযায়ী ব্যবহার করুন - যাতে সুধারনার আমল আপনার থেকে ছুটে না যায়। যদি কেউ কোন কারণে হতাশ হয়ে পরে – যদি সে বুঝতে পারে যে, সে দুর্বল হয়ে পড়েছে - যদি সে পিছনে পড়ে থাকে - তাহলে তাকে উঠিয়ে নিন এবং তার প্রতি ভাল ধারণা করুন। তার বাহ্যিক অবস্থার উপর বিবেচনা করে তার সাথে ব্যবহার করুন। যতক্ষণ সে অন্যদের হোচটদানকারী এবং বিশৃংখলা ছড়ানো ব্যক্তি হিসাবে প্রমাণিত হয় – ততক্ষন পর্যন্ত তার সাথে উত্তম ব্যবহার জারি রাখুন। যদি কেউ অন্যদের অর্জনগুলোকে পিছনে রাখতে চায়, তাদেরকে হতাশ করে রাখে, হোচট খাওয়ানোর চেষ্টা করে এবং বিশৃঙ্খলা ছড়াতে থাকে, তাহলে স্মরণ রাখুন সে হল গুজবরটনাকারী। আর গুজব রটনাকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

لَئِن لَم يَنتَهِ المُنافِقونَ وَالَّذينَ في قُلوبِهِم مَرَضٌ وَالمُرجِفونَ فِي المَدينَةِ لَنُغرِيَنَّكَ بِهِم ثُمَّ لا يُجاوِرونَكَ فيها إِلّا قَليلًا 60 مَلعونينَ أَينَما ثُقِفوا أُخِذوا وَقُتِّلوا تَقتيلًا 61 سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذينَ خَلَوا مِن قَبلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبديلًا 62.

অর্থঃ মুনাফিক এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এবং যারা শহরে গুজব রটনা করে, তারা বিরত না হলে আমি নিশ্চই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করব; এরপর এ শহরে তোমার প্রতিবেশি রুপে তারা অল্প সময়ই থাকবে। অভিশপ্ত হয়ে; তাদেকে যেখানেই পওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে। পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে ইহাই ছিল আল্লাহ তায়ালার রীতি। তুমি কখনো আল্লাহর রীতিতে পরিবর্তন পাবেনা। (সুরা আহযাব ৩৩:৬০-৬২)

সুতরাং লোকদের সাথে তাদের বাহ্যিক অবস্থা অনুযায়ী ব্যবহার করা জরুরি এবং উত্তম ধারনা করাও আবশ্যক। এমতাবস্তায় যদি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোন ব্যক্তি মুজাহিদদের মাঝে ঘৃণার বীজ বপন করছে তাহলে তার ক্ষেত্রে শরয়ী হুকুম জেনে নিন(অর্থাৎ তার সাথে শরিয়তের সীমায় থেকে কঠোরতা অবলম্বন করা হবে)। এমন ব্যক্তি সম্পর্কে শুধু এতটুকুই বলা যথেষ্ট নয় যে, 'এরা এরকম ভাল কাজের জন্য উপযুক্ত নয়'। বরং আবশ্যক হল - তাকে আল্লাহ তায়ালার ভয় দেখানো। আর যদি এতেও সে বিরত না হয়, তাহলে তাকে শাস্তি প্রদান করা।

স্মরণ রাখুন! যে মুজাহিদদের মাঝে হতাশা ছড়াচ্ছে, তাদেরকে বিভ্রান্ত করছে অথবা তদের মাঝে ঘৃণার বীজ বপন করছে - সে দুশমনের সাহায্যকারী। আশা করুন যে -এদেরকে আল্লাহ তায়ালা সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন, অন্যথায় তাদের সর্বনিম্ন শাস্তি হল - মুজাহিদদের কাতার থেকে বের করে দিতে হবে।

হে ভাইগণ!

বাস্তবতা হল - মুনাফিকরা সর্বদা আপনার সামনে শরয়ী পোশাক পরেই আসবে। সে সর্বদা আপনার প্রতি মুহাব্বত প্রদর্শন করবে এবং এ রাস্তা থেকে আপনাকে সড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করবে। সে আপনার সামনে চোখের পানি ফেলে, নিজেকে আপনার অনেক বড় কল্যাণকামী হিসেবে উপস্থাপন করবে। আপনার অন্তরে আপনার ভাইদের প্রতি ঘৃণা জন্মানোর চেষ্টা করে যাবে প্রতিনিয়ত।

হে আমার নেককার ভাইগণ!

কত নেককার এমন রয়েছেন - যারা অবচেতন ভাবে শত্রুদের কাতারে পৌঁছে গিয়েছে অথচ তার অনুভূতিও তাদের নেই। সানায়ার জেলখানায় আমার সাথে এক কয়েদি ভাই ছিল। সে একদিন আমাকে বলল, "আমি সাথীদের মাঝে মতভেদ এবং বিচ্ছিন্নতার কারণ ছিলাম। তাদের মাঝে ঘৃণা সৃষ্টি করতাম। এখন জেলে আসার পর আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আমি প্রকৃতপক্ষে সৌদি তথ্য সংগ্রহকারীদের (গোয়েন্দাদের) পরিকল্পনার উপর আমল করছিলাম - অথচ আমি এব্যাপারে জানতামই না।

হে আমার প্রিয় ভাইগণ!

সর্বশেষ বিষয় হল - আলেমদের সম্মান করুন! আলেমদের সম্মান করুন!!

এই আলেমগণ হলেন বাতি স্বরুপ। তারা হক্ক ও বাতিলের পার্থক্য নিরূপণকারী। তাদেরকে তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দিন, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে মর্যাদা দান করবেন। তাদের সম্মান করুন, আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করবেন। তাদেরকে ভালবাসুন, আল্লাহ তায়ালাও আপনাকে ভালবাসবেন। নিজেদের জবানকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখুন। আপনার জবান তাদের বিরুদ্ধে ব্যাবহার কারার পরিবর্তে কেটে ফেলুন। যদি এসমস্ত আলেমদের মধ্য হতে কেউ আপনার ভুল ধরে দেয় - তাহলে মনে করবেন তিনি আপনাকে মুহাব্বত করেন। তার এই ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা আদায় করা চাই এবং তার নসিহতের উপর আমল করা চাই। যদি তিনি আপনার ব্যাপারে ভুল অবস্থানেও থাকে তারপরও অসন্তুষ্ট হবেন না।

তাদের সামনে নিজেকে এমন আদব ও সম্মানের সাথে পেশ করবেন যেমনভাবে সন্তান পিতার সামনে নিজেকে পেশ করে। বরং উচিত তো হল তাদের ক্ষেত্রে আরও বেশি আদবের সাথে সামনে আসা। তাদের সাথে পরামর্শ করবেন এবং তাদের নসিহতকে গ্রহণ করে নিবেন। শুধু নিজেদের মতাদর্শে বিশ্বাসী আলেমদের নসিহত নয়, সকল সত্যবাদী আলেমদের নসিহত

গ্রহণ করুন। আমাদের উপর সমস্ত সত্যবাদী উলামায়ে কেরামের হক্ব রয়েছে এবং তাদের উপরও আমাদের হক্ব রয়েছে।

সুতরাং তারা যদি আমাদেরকে নাওয়াজেল(নব আগত কোন বিপদ সম্পর্কে) পথ পদর্শন করেন তাহলে আমাদের উচিত হবে তা খোলা মনে গ্রহণ করা। যদি তারা পরস্পরে মতানৈক্য করেন, তাহলে মনে রেখ - তারা হলেন উলামায়ে কেরাম, তারা মতনৈক্যের ক্ষেত্রে পরস্পরের অধিকার সম্পর্কে জানেন। আমাদের উচিত তাদের সাথে চাচা অথবা মামাদের ন্যায় আচরন করা। যদি তারা পরস্পরে মতপার্থক্য করেন তাহলেও আমরা তাদের সকলকে সম্মান করি। আমরা তাদের সামনে এটা প্রকাশ করি না যে, তাদের মধ্যকার মতপার্থক্যের মাসআলা আমাদের জানা আছে। নিজেদের চাচা এবং মামাদের মাঝে ঝগড়া মিটিয়ে একতা তৈরির চেষ্টাকারী বুদ্ধিমান। কিন্তু যে তাদের মাঝে মতানৈক্যের পালে হাওয়া দেয় সে বদনসীবের অধিকারী এবং বেওকুফ।

রনাঙ্গনের উলামা ও মাশায়েখগণের প্রতি বার্তা।

(কবিতাগুলোর সাদামাটা অনুবাদ)
তোমাকে মহব্বতকারীর দ্বারা তোমার প্রতি আল্লাহ নিরাপত্তা প্রেরণ করেন,
এটা মনে করে যে, তুমি প্রশংসা এবং গুণগানের যোগ্য।
কারো প্রশংসা করা একটি কঠিন কাজ,
কিন্তু তোমার প্রশংসা করতে চাইলে এটা সহজ।
তোমার দ্বীন হল খোদাভীতি আর তোমার পথ হল হেদায়েতের পথ,
তোমার কাজ হল নসিহত আর তোমার নৈকট্য হল বিশাল সম্পদ।

হে আমার প্রিয় ভাইগণ!

আপনি জানেন যে, আল্লাহর রাহে জিহাদ করা একটি বড় ফরজ বিধান। এর ফলাফল একটি অপরটির সাথে মিলিত। এর শুরু শেষকে পরিপূর্ণ করে এবং একে অপর থেকে উপকৃত হয়। এর সকল পর্ব কমলার মত মিলে আছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মুত্তকীদের জন্য উত্তম পরিণাম রেখেছেন।

মুজাহিদগণের উপর অনেক ধরণের বিপদ-আপদ এসে থাকে। কখনো তা জাতিগত হয়ে থাকে, কখনো আবার তারা দুর্বলতার শিকার হয়ে থাকে। সর্বাবস্থার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিজস্ব কৌশল রয়েছে। দূর্বলতার সময় করণীয় সম্পর্কে তার বিধান রয়েছে এবং শক্তিশালী ও কর্তৃত্বের সময়েরও বিধানাবলী রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদেরকে সর্বকালে, সর্বস্থানে (দুর্বলতম অবস্থায় এবং সুদৃঢ় অবস্থায়) তার পবিত্র শরিয়ত দ্বারা পরিচালিত করেন। এটা আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী এবং রহমত যে, সব কিছু ঐ মহান ও সকল বিষয়ে সক্ষম সত্তার কুদরাত এবং সর্বজ্ঞানী প্রভুর ইলম অনুযায়ী হয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ কৌশলী এবং সকল বিষয়ে সম্যক অবগত।

জেনে রাখুন!

আল্লাহ আপনাদের উপর দয়া করুন। দুশমনদের বিরুদ্ধে সকল মুজাহিদ, বরং সকল মুসলমানদেরকে এক কাতার বন্দী করে দাড় করানো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুমিনদের সামনে নিজ কাঁধকে ঝুকানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং মাসআলার ক্ষেত্রে কঠিন মাসআলা খুঁজবেন না। এরুপ করলে আপনি আপনার ভাইদেরকে বঞ্চিত করে ফেলবেন এবং তাদের জন্য (শরিয়তে) বিদ্যমান প্রশস্ততাকে সঙ্কীর্ণতায় পরিবর্তন করে ফেলবেন।

স্মরণ রাখবেন!

যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য দুটি পথের মধ্যে কোন একটি পছন্দ করার ইখতিয়ার দেয়া হত তখন তিনি অধিক সহজ পথকে অবলম্বন করতেন। তবে এ শর্তে যে, তা কোন গুনাহ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার বিষয় হতে পারবে না। আপনি নিজের উপর এবং নিজ অধীনস্তদের উপর এমন কোন বোঝা চাপিয়ে দিবেন না যা উঠানো সম্ভব নয়। যখনই আপনি নিজের জন্য এমন প্রশস্ততা পেয়ে যান যার ব্যাপারে শরিয়তের দলিল রয়েছে তখন তার দিকে ছুটে যান। এবং দলিলের উপর ভিত্তি করে ভয় পাবেননা। কিন্তু যদি সে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ হয় অথবা তার বাতিল হওয়াটা চাক্ষুস হয় তাহলে সর্বদা তার থেকে দূরে থাকবে।

হে আমার প্রিয় ভাইগণ!

নিঃসন্দেহে আপনারা পর্যায়ক্রমে একেরপর এক বিপদাপদ অতিক্রম করছেন। একটি বিষয়ের ফয়সালা করে শেষ করতে না করতেই আরেকটি সমস্যা সামনে চলে আসে। হয়তো কোন একটি বিষয় পরিপূর্ণ হয়নি তার আগেই অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়, একারণে আবার নতুন করে প্রথম থেকে শুরু করতে হয়। আপনি একটি ধারাবাহিক পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় আপনাদের জন্য আবশ্যক হল – 'পরস্পর ক্ষমার আচরন করা'। যদি কোন আলেম ইজতিহাদের দ্বারা কোন বিশেষ বিষয়ে আটকে যান তাহলে তার প্রতি কঠোরতা করবেন না। আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য সহজতাকে পছন্দ করেন। ঐ মহাশক্তিশালী

সত্ত্বা কখনো চাননা যে, আমরা কঠোরতা এবং সঙ্কীর্ণতায় জড়িয়ে পরি।

আমার প্রিয় মুহতারাম!

আপনারা জানেন যখন কষ্ট এবং সঙ্কীর্ণতা আসে, তখন সে তার সাথে আপনাদের জন্য সহজতাকেও নিয়ে আসে। আপনারা আরো জানেন, অক্ষম অবস্থায় বিধি-বিধান নিজের মতো চলবে না।

মুহতারাম বুজুর্গ ভাইগণ!

শরয়ী মাসআলায় ইখতিলাফ ও ঝগড়া করা থেকে বেঁচে থাকুন। যদি আপনারা সকলে কোন 'মারজুহ' তথা 'অনুত্তম হুকুমে'র উপর আমল করতে পারেন এবং এমতাবস্থায় আপনাদের মাঝে ঐক্য এবং মুহাব্বত থাকে - তাহলে এটা এর থেকে অনেক উত্তম যে, আপনারা কোন 'রাজেহ' তথা 'উত্তম অভিমতে'র উপর আমল করলেন কিন্তু অন্তরগুলোর মাঝে ঘৃণা ভরপুর। আপনাদের স্মরণে থাকার কথা - মুসলমানরা সেদিন কি কঠিন অবস্থা অতিক্রম করেছিল যখন শত্রুরা তাদের ঘরের দরজায় দাড়ানো ছিল অথচ তারা পবিত্রতার কিছু বিধি- বিধান নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছিল। পবিত্রতার বিধি-বিধানও দ্বীনের অংশ। কিন্তু এটা কি তার সময় ছিল? আক্রমনকারী শত্রুদের প্রতিহত করা ছিল বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। এ ফরজ ছেড়ে দিয়ে অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করার মানে হল গুরুত্বপূর্ণ ফরজ তরক করা।

ইজ্জ ইবনে আব্দুস সালাম এবং অন্যান্য উলামায়ে কেরাম বলেছেন, কেউ এমন এলাকায় গেল যেখানে (মুসলমানদের) রক্ত প্রবাহিত করা হচ্ছে, আর সে ওখানে গিয়েও নামায ও রোজার মাসায়েল (অপ্রয়োজনীয়) আলোচনা করছে তাহলে সে খেয়ানতকারী।

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ এক কঠিন অবস্থা পার করছে। সর্বত্র মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করা হচ্ছে। এঅবস্থায় যদি কেউ নিজ মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে ফাতওয়া প্রকাশ করতে থাকে এবং অন্যান্য বিষয়ে (মানুষদেরকে) উস্কানি দিতে থাকে, তাহলে আমাদের ভয় হয় তার উপর ইজ্জ ইবনে আব্দুস সালামের উক্তি বাস্তবায়িত হয়ে যায়।

শরিয়তের আঁচল সঙ্কীর্ণ করা থেকে বেঁচে থাকুন। নিঃসন্দেহে সত্য তাই যাকে শরিয়ত সত্য হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে অথবা কোন জামাআত শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে যাকে সত্য বলেছে। যদি কোন বিষয়ে শরিয়ত ইখতিলাফের অনুমতি দিয়ে থাকে তাহলে তাতে মতের ভিন্নতার কারণে আমাদের একে অপরের প্রতি মন যেন না ভাঙ্গে। হতে পারে কোন মাসআলাতে আপনি ব্যতীত অন্য কারো জন্য সঠিক জায়গা পর্যন্ত পৌছার তাওফিক হয়নি। কিন্তু সে যদি ইলম এবং যোগ্যতার সাথে সত্য পর্যন্ত পৌছতে চেষ্টা করে - তাহলে তাকে মন্দ কিছু বলা উচিত নয়। এমনিভাবে হতে পারে কোন মাসআলাতে সঠিক মত পর্যন্ত পৌছার তাওফিক আল্লাহ তায়ালা আপনাকে দেননি অথচ আপনি এ বিষয়ে অন্যদের উপর সন্তুষ্ট এবং অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন।

হে আমার প্রিয় ভাইগণ!

যদি কেউ আপনার উপর কোন খেদমত অর্পন করে তাহলে এর কারণে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা আদায় করুন। এমন যেন না হয় যে, আপনি ঐ কাজে বাড়াবাড়ি করছেন যে কাজে আপনি নিজেই আছেন। আপনি কি এমন ময়দানে থাকবেন যেখানে আপনার প্রয়োজন নাকি এমনস্থানে থাকবেন যেখানে আপনার মন চায়? এখানে আমি আপনার সামনে ইয়ামানে আমার কিছু অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করছি। আশা করি আপনার জন্য তা উপকারী হবে ইনশা আল্লাহ। আমার এ অভিজ্ঞতা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভাল ফল দিয়েছে।

ইয়েমেনের যে এলাকায় আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন, সেখানে আমরা এমন উলামাদের সাথে নিজেদের (শরয়ী) সিদ্ধান্তগুলো নিতাম যারা আমাদেরকে খারেজি মনে করত। আমরা আমাদের ব্যাপারে তাদের এ মতের কারণে তাদেরকে সম্মান করা ছেড়ে দেইনি। আর না তাদের এ মত আমাদেরকে তাদের দ্বারা ফয়সালা করাতে বাঁধা হয়েছে। কয়েকবার এমন হয়েছিল যে, আমাদের কোন সাথী ঐ সকল বিচারক দ্বারা নিজের বিষয়াবলীর সমাধান করিয়েছে - অতঃপর যখন সে তার ঐ বিষয়গুলোই নিজেদের বিচারকের সামনে পেশ করেছে - তখন বিস্তারিত শুনে নিজেদের বিচারক উত্তর দিয়েছেন, "আল্লাহর কসম! যদি তুমি এর বিচার আমার সামনে পেশ করতে, তাহলে আমিও এই সিদ্ধান্তই দিতাম যা ঐ বিচারক দিয়েছেন।"

সুতরাং মুহতারাম ভাই!

যদি কোন আলেম আপনার আদালতে আপনাকে সহযোগিতা করে - তাহলে আল্লাহর কসম! এটা কৃতজ্ঞতা আদায় করার মত যোগ্য নিয়ামত। সুতরাং তাকে শত কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করা উচিত। আবইয়ান, শিবওয়াহ, বায়দা, মাকিল্লা এবং সাহেলের মত নেতৃত্বের মাঝে থেকেও আমরা (নিজেদের জামাআত থেকে সরে গিয়ে অন্যদের) দ্বীনি জামাতের বিচারকদের কাছেও যেতাম। এমনকি ঐসকল দলের বিচারকদের নিকটও যেতাম যারা আমাদেরকে বিদআতি বলে। আমরা তাদেরকে বলতাম যে, "আমরা আপনাদের ইলমে শরয়ীর উপর আস্থাশীল। সুতরাং আমরা শরয়ী বিষয়ে সমন্বয়

করা এবং আপনাদের মাঝে কখনো বাঁধা হয়ে দাড়াবো না(অর্থাৎ আপনি আমাদের সাথে মতানৈক্য করার পরও যদি শরয়ী সমধান করেন তাহলে আমরা তাদের বিরোধী হবনা বরং সাহায্যকারী হব)। আমরা তাদেরকে বলব - এটা মারকাজ, এটা আদালত। সেখানে যেতে হবে এবং সে ইলমে শরয়ীর ভিত্তি করে লোকদের মাঝে ফয়সালা করতে হবে যা আল্লাহ তায়ালা আপনাকে দান করেছেন। আমরা তাদের বৈশিষ্ট্যগুলোকে একত্রিত করি, আমরা তাদের সাহস বৃদ্ধি করে থাকি এবং তাদেরকে সম্মান করি। আমরা আমাদের বিচারকদের যতটুকু সুবিধা দেই তাদেরকে আরো কয়েকগুণ বেশি সুবিধা দিয়ে থাকি। আল্লাহর শপথ (এর ফলাফল এই হয়েছে) আমরা না কখনো তাদের থেকে আমাদের সাথীদের ব্যাপারে কোন অভিযোগ শুনেছি আর না তারা আমাদের বিচারকদের ব্যাপারে কোন আভিযোগ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ তাদের সাথে আমাদের ভাল সম্পর্ক রয়েছে (অথচ তারা আমাদের দলের নয়)। আর বর্তমানেও আমরা কিছু বিষয়ে এবং নতুন সমস্যায় তাদের থেকে নির্দেশিকা নেই।

হে আমার প্রিয় ভাইগণ!

ইখতিলাফি মাসআলাতে আজ উম্মত হাবুডুবু খাচ্ছে। এর দ্বারা অন্তর নষ্ট হয়। আর আপনি যদি ইখতিলাফের পাশাপাশি আত্মরক্ষামূলক জিহাদ থেকে দূরে থাকেন তবে শত্রুরা আপনার দরজায় এসে দাঁড়িয়ে থাকবে। যদি কেউ নিজের অভিমতের উপর বাড়াবাড়ি করে তাহলে তাকে এমন ভাবে ছেড়ে দিন যে, হতে পারে তার সাথেই সত্য রয়েছে।
ইখতিলাফ খারাপ তবে কখনো কখনো ইখতিলাফ ব্যতীরেকে উপায় থাকেনা। কখনো এমন মাসআলা সামনে আসে যাতে ইখতিলাফ করা আবশ্যক হয়ে যায়। তখন মতানৈক্য প্রকাশ করা এবং তা প্রচার করা ঠিক না। যদি এটা প্রসিদ্ধ হয় তাহলে তাতে জ্ঞানী এবং মূর্খ সকলেই অভিমত দেয়। এমন লোকও তাতে অংশগ্রহণ করে যাদের আসল উদ্দেশ্যই হয়ে থাকে খারাপ। এর দ্বারা দুশমনও সুযোগ পেয়ে যায় এবং তারা অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলার আগুন বাড়িয়ে দেয়।

হে আমার ভাইয়েরা!

আল্লাহর জন্য ইন্টারনেট থেকে দূরে থাকুন। আফসোস "ইন্টারনেট কতইনা বিপদজনক" এটা যদি আমরা সকলে বুঝতাম! এ নেটের জগতে এবং এ নেটের কারণে আমাদের কত বড় বড় আলেমগণের উপর কাদা ছিটানো হয়েছে, এর দ্বারা আমাদের ভাইদের যে কত ক্ষতি হয়েছে এবং এর কারণেই কত ভাল লোক খারাপ হয়ে গেছে তার কোন ইয়াত্তা নেই। এ নেট আমাদের কত যে গোপন ভেদকে প্রকাশ করে দিয়েছে এবং এ নেট যে শত্রুদেরকে কত সুযোগ করে দিয়েছে তা বলে শেষ হবার নয়। এটা এসে আমাদের মাঝে বসে আমাদের মাঝে বিশৃংখলা ছড়িয়েছে। আল্লাহর শপথ! এ নেটের ক্ষতি অনেক অনেক এবং অনেক বেশি। আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট যে 'ইন্টারনেট'কে পরিত্যাগ করেছে। আর বাস্তবতা হল - যে আল্লাহ তায়ালার জন্য কোন জিনিস পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে এর থেকে উত্তম প্রতিদান দান করেন।

সর্বশেষ বলব

হে শামের প্রিয় ভাইয়েরা!

আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা, তার দয়া অনুগ্রহের উপর বিশ্বাস রাখুন এবং আল্লাহর প্রতি আশা রাখুন। আল্লাহ তায়ালার রজ্জু মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখুন। তিনি ব্যতীত আর অন্য কারো দিকে কখনো দেখবেন না। আপনাদের মাঝে এবং আল্লাহ তায়ালার সাহায্যের মাঝে শুধু আল্লাহর আদেশের পর্দা রয়েছে। যখনই তিনি আদেশ করবেন তখনই আল্লাহ তায়ালার রহমত অবতীর্ণ হবে। তিনি সবকিছুর উপর সক্ষম।

আপনাদেরকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করলাম। সে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি, যিনি অর্পিত জিনিসকে কখনো নষ্ট করেন না।

হে আল্লাহ! আপনার শামের অধিবাসীদেরকে আমরা আপনারই কাছে সোপর্দ করছি।

হে আল্লাহ! আপনি তাদের হেফাজত করুন এবং তাদেরকে সাহায্য করুন।

হে আল্লাহ! আমরা তাদেরকে তাদের পরিবার, সম্পদ এবং তাদের সন্তানদেরকে সহ আপনার কাছে সোপর্দ করছি। তাদের দ্বীন, তাদের আমানতসমূহ এবং আমলের পরিনতি আমরা আপনার নিকট সোপর্দ করছি।

হে আল্লাহ! তাদেরকে মুসীবতগুলো দ্রুত শেষ করে দিন, তাদেরকে আপনার সাহায্য দেখান।

হে আল্লাহ! তাদেরকে সকল চিন্তা এবং পেরেশানী থেকে মুক্তি দান করুন, তাদের সকল সঙ্কীর্ণতাকে প্রশস্ততায় রুপান্তরিত করে দিন, এবং তাদের সকল বিপদকে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিন।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার উপর ভরসা করি এবং আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করি।

হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে জালেম সম্প্রদায়ের জন্য ফেতনার বা পরীক্ষার কারণ বানিয়েন না।

হে দয়াময়! আমাদের প্রতি দয়া করুন।

মুসলিম বিশ্বের গণতন্ত্রপন্থী শাসকদের ব্যাপারে আমাদের আকিদা

শাইখ আসিম আল মাকদিসি হাফিজাহুল্লাহ।
অনুবাদ: আবু আবদুর রাহমান

হে আমাদের ভাইয়েরা!

আপনারা যারা আমাদেরকে নিয়ে ভাবেন ও স্মরণ করেন তাদের উদ্দেশে আমাদের কিছু কথা বলার আছে। আপনারা জানেন যে, আমাদের শ্লোগান ও আদর্শ হল: সর্বপ্রথম তাওহীদ ও সর্বদা তাওহীদ। অন্যদিকে আপনারা দেখতে পাবেন যে মুরসী, এরদোগান, হামাস ও এদের মত অনেকে ‘গণতন্ত্র’কে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, মানুষকেও পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করেছে। তাদের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান দেখে আসলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ আদর্শিকতার দিক থেকে তাদের অবস্থান আমাদের অবস্থানের বিপরীতমুখী।

আদর্শিকতার ক্ষেত্রে তাদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান জানানোর ব্যাপারে আমরা কখনোই সংকোচবোধ করি না। কারণ আমাদের মূল লক্ষ্য আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। তাঁকে সন্তুষ্ট করার পথে যে কোন মানুষের অসন্তুষ্টি মেনে নিতে আমরা প্রস্তুত আছি।

আমরা এই সকল গণতন্ত্র পূজারিদের ভালবাসি না, এদেরকে ভালবাসা বৈধ বলেও স্বীকার করি না। আমরা মনে করি যারা এই সকল গণতন্ত্র পূজারিদের ভালবাসে তাদের ওয়ালা-বারা এর মাপকাঠিতে ত্রুটি রয়েছে। আমাদের মতে অবশ্যই ভালবাসা ও ঘৃণার একমাত্র মাপকাঠি হবে তাওহীদ।

এই গণতন্ত্র পূজারিরা মারা গেলে আমরা তাদের জন্য রহমতের দোয়া করি না এবং কাউকে দোয়া করার জন্য আহবানও জানাই না। কারণ তাদের বিদআতটা ‘বিদআতে মুকাফফিরাহ’ (কাফেরে পরিণতকারী বিদআত)। কেউ যদি তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত নাও করেন তবুও তাদের ক্ষেত্রে এটা জায়েয আছে যে, এ ধরণের লোকদের জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ না করে এবং তাদের জন্য রহমতের দোয়া না করার মাধ্যমে লোকদেরকে যুগের এমন ভয়াবহ বিদআতের ব্যাপারে সতর্ক করবেন।

যারা তাওহীদ মানেন ও এর ঘোষণা দানকে মানবীয় আবেগ ও মানুষের সন্তুষ্টির আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত করতে পারেন একমাত্র তারাই এই সাহসিকতা প্রদর্শন করতে পারেন। আর যারা তাল মিলানো, মানিয়ে চলা ও নমনীয়তা নীতির উপর চলেন তাদের পক্ষে এমন সত্য আচরণ প্রদর্শন সম্ভব হয়ে উঠে না। আর এভাবেই মানিয়ে চলা

ও নমনীয়তার ঢেউয়ের মাঝে হারিয়ে গেছেন এই যুগের অনেক শায়খ।

আমরা জানি আমাদের কথাগুলো অনেকেই পছন্দ করেননা। তাদেরকে আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে: কেউ ঋণ রেখে বা আত্মসাৎ করে মারা যাওয়ার পর অথবা এজাতীয় কবীরা গুনাহ নিয়ে মারা যাওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উপর জানাযার নামায পড়েননি। যদিও রাসূলুল্লাহ তার সাহাবীগণকে এর অনুমতি দিয়েছেন।

একারণে আমরা গণতন্ত্রপন্থীদের জানাযার নামাজ পড়তে বাধা দেই না। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবীরা গুনাহের কারণে জানাযার নামাজ না পড়ে, এর মাধ্যমে সাহাবিগণকে সতর্ক করলেন, তখন যারা গণতন্ত্রের মত বিদআতে মুকাফফিরাহ গ্রহণের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তাদের অনেক অনুসারীদেরকে পথভ্রষ্ট করছে, তাদের ক্ষেত্রে আচরণটা কেমন হতে পারে? যারা গণতন্ত্রের বিধি-বিধানের দিকে মানুষকে আহ্বান করছে এবং ঘোষণা দিচ্ছে যে, বিচারের ক্ষমতা জনগণের-ভোটের-শাসকের; এমনকি পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ হবার পরও একই কথা বলছে, তাদের ক্ষেত্রে আচরণটা কেমন হতে পারে?!

এজন্যই আমরা তাদের জন্য রহমতের দোয়া করি না। এখন আপনারাই একবার ভেবে দেখুন তাদের অপরাধের বিনিময়ে আমরা যে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছি তাতে কি কোন আলেম বা বুঝমান ব্যক্তি আশ্চর্যবোধ করতে পারে? আপনারাই একবার ভেবে দেখুন এরপরও কেউ কি তাদের প্রতি রহমতের দোয়ার সাথে সাথে তাদের ভূয়সী প্রশংসা করতে পারে? তাদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করতে পারে? আর গণতন্ত্রপন্থীরা এভাবে বারবার ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তার পুরাতন নীতির দিকেই ফিরে গিয়ে গণতন্ত্র ও তাদের নীতিসমূহের গায়ে প্রলেপ লাগানোর কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে?

আমরা এই ধরনের শাসকদের বিদআত ও পথভ্রষ্টকারী নীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমাদের এই সম্পর্ক-মুক্তি প্রকাশ করার জন্য আমরা তাদের প্রতি রহমতের দোয়া করি না। আমরা মনে করি আমাদের এই দোয়া না করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কতিপয় কবীরা গুনাহকারীর উপর জানাযার নামায না পড়া থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তবে অনেক উলামায়ে কেরামই এদের জানাযা পড়ানোকে জায়েয সাব্যস্ত করেছেন। আবার কোন কোন আলেম অনুসরণীয় ও সম্মানিত ব্যক্তিদের জন্য এমন লোকের জানাযার নামায থেকে বিরত থাকাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন।

হে যুবক ভাই!

কেউ কেউ আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নাজ্জাসির জানাযা পড়েছেন। তার উত্তরে আপনি বলুন: নাজ্জাসির সময়ে, যখন শরিয়ত পরিপূর্ণ হয়নি, তখন তার উপর সর্বোচ্চ হুকুম হিসাবে যা আবশ্যক ছিল, তা হল: ‘তাওহীদ মেনে নেওয়া এবং তার অনুসারীদেরকে সাহায্য করা’। তো নাজ্জাসি তাওহীদ মেনে নিয়েছিলেন এবং তার অনুসারীদেরকে সাহায্যও করেছিলেন। তাদেরকে তাদের শত্রুদের হাতে সোপর্দ করেননি বা কারারুদ্ধ করেননি। নাজাশী তাওহীদের অনুসারীদেরকে ছেড়ে দেন এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হননি। যেমনটা উপরোল্লিখিত শাসকরা তাওহীদের সাহায্যকারী মুজাহিদদের সাথে করেছে। এই গণতন্ত্র পন্থীদের জীবনীতে এমন অপরাধের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। সেগুলো এখানে উল্লেখ করা বা জমা করতে যাওয়া, স্পষ্ট বিষয়কে আরও স্পষ্ট করার মত।

এ সকল শাসকরা কুফরী বিশ্বকে সন্তুষ্ট করার জন্য, তাদের নৈকট্য অর্জন ও লেজুড়বৃত্তি করার জন্য কথিত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। অথচ তারা যেটাকে সন্ত্রাসবাদ বলছে ইসলাম সেটাকে বলছে জিহাদ। তারা এবং তাদের দল গণতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ করে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করেছে।

তাদের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান এবং তাদের বিদআত থেকে আমাদের সম্পর্কমুক্তি মূলত তাওহীদের সাথে সম্পর্কিত। তবে মাদখালী ও তাগুতদের সাথে বন্ধুত্বকারী সরকারী আলেমরা যে হিসাবে তাদের থেকে

সম্পর্ক ছিন্ন করে ও শত্রুতা করে, সে হিসাবে নয়। বরং এ সকল মাদখালী সরকারী আলেমরা তো আরো অধিক নিকৃষ্ট ও পথভ্রষ্ট।

যখন তাগুতদের সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রুপগুলোর নেতারা মারা গিয়েছিল, সে সময় আমাদের একটি ভূমিকা ও দৃঢ় অবস্থানের ঘটনা আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি: ঐ সকল নেতারা মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিত যে, বাশারের পতনের পর জনগণ যাকে চাইবে, তারা তাকেই মেনে নিবে। একারণে তারা মারা যাওয়ার পর আমরা তাদের জন্য রহমতের দোয়াও করিনি। যখন জনৈক মূর্খ লোক আমাকে এর জন্য লজ্জা দিতে চাইল তখন আমি তাকে যা বলেছিলাম, তার সারসংক্ষেপ হল: আবেগী অবস্থান কখনো কখনো সুদৃঢ় বিশুদ্ধ আকিদার অধিকারী ব্যক্তির পথকেও পরিবর্তন বা সংশয়যুক্ত করতে পারে। কিন্তু যার সর্বপ্রথম মাপকাঠি হল তাওহীদ, আল্লাহ চাইলে তাকে তার পথ থেকে কেউ সরাতে পারে না।

সুতরাং যার মাপকাঠি তাওহীদ, সে আপন পথেই অটল থাকে। এটা ফিকহ থেকে উৎসারিত একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি এবং তাওহীদের মজবুত হাতলের সামঞ্জস্যশীল।

শেষ করার পূর্বে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমরা সর্বদা বলে আসছি যে - মুরসী, এরদোগান, হামাস ও এজাতীয় দল ও ব্যক্তিগণ আমাদের নিকট বিশ্বাসঘাতক অপরাধী তাগুতদের থেকে উত্তম। বরং তাদের জুতাও এ সকল বিশ্বাসঘাতক তাগুত চোরদের থেকে উত্তম। কিন্তু নবীর ওয়ারিশ ও তাওহীদের সাহায্যকারীগণের কাজ এটা নয় যে, তারা জুতাসমূহের প্রাধান্যতা নির্ণয় করতে যাবেন।

এই সকল গণতন্ত্র পন্থীদের একদল মুগ্ধ প্রেমিক আছে। তারা এই শাসকদের সকল কাজেই বিস্তর নেকি দেখতে পান। এই প্রেমিকেরা জনগণের কাছে তাদের শাসকদের গুণ ও নেকির ভূয়সী প্রশংসা করে তাদেরকে আলোকিত করার কাজে সদাব্যস্ত। তবুও নবীর ওয়ারিশ ও তাওহীদের সাহায্যকারীগণের জন্য এটা শোভনীয় নয় যে তারা ঐ সকল শাসকদের কুফরীর গায়ে পট্টি লাগানোর চেষ্টা করবেন, যারা আল্লাহর শরিয়ত অনুযায়ী শাসন করে না।

এগুলো হল ঐ সকল লোকদের কাজ, যারা স্রোতের সাথে ভেসে চলে এবং দর্শক ও শ্রোতারা যেটা শুনতে চায়, সেটাই বলে থাকে। তাল মিলানো ও মানিয়ে চলার নীতি অবলম্বন করার কারণে একসময় তারা তিক্ত বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে যায়।

পক্ষান্তরে এ ধরণের ঘটনায় আমাদের কর্মপন্থা এমন যে: আমরা মানুষকে বলি: গণতন্ত্র ও তার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য মতবাদগুলো তাওহীদ ও জিহাদের সাথে পরিপূর্ণ সাংঘর্ষিক। আর যে তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়ের উপর প্রলেপ দিয়ে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে, আমরা তার প্রতিবাদ করি, তার ব্যাপারে সকলকে সতর্ক করি এবং তার নীতি থেকে সম্পর্কমুক্তির ঘোষণা করি - চাই সে যেই হোক না কেন।

তার বিপদ, কারাবরণ বা মৃত্যু আমাদেরকে এই সতর্কীকরণ থেকে এবং তাওহীদের শক্ত ভিত্তি থেকে কিছুতেই সরাতে পারবে না। সমগ্র বিশ্বের বিরোধীতাও আমাদেরকে আমাদের এই অবস্থান থেকে নড়াতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। স্রোতের বিরুদ্ধে সাতার কাটা, নিন্দাকারীদের নিন্দা ও সমালোচনাকারীদের সমালোচনা আমাদেরকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

তবে অন্যান্য যে সকল তাগুত ও জবরদখলকারী শাসকগোষ্ঠী তাওহীদ ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদের ব্যাপারে আমাদের প্রতিবাদ আরো কঠোর। তাদের থেকে আমাদের সম্পর্কোচ্ছেদ আরো বেশি তীব্র আকারের। তাদের প্রতি আমাদের ঘৃণা আরো বেশি প্রচণ্ড এবং তাদের ব্যাপারে সতর্কবাণী আরো ভয়াবহ। মুরসী, এরদোগান, হামাস ও এজাতীয় লোকদের ব্যাপারে আমাদের এই অবস্থানের কারণে কোন ধারণাকারী যেন এই ধারণা না করে যে - আমরা তাদেরকে শত্রু তাগুতদের সাথে এক কাতারে মাপি। আমরা এমন করা থেকে আল্লাহর পানাহ চাই। বরং আমরা শুরুতে-শেষে, সর্বদা এবং স্থায়ীভাবে তাওহীদের সাথে আছি।

আল্লাহই আমাদের দায়িত্বশীল। তিনি আমাদের অভিভাবক ও উত্তম কর্মনির্বাহী।

কন্টকময় পথে, গন্তব্যের খোঁজে।

মুহতারামাহ আমেরাহ ইহসান সাহেবা
অনুবাদ: মুহাম্মাদ মেহেদি হাসান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

কাশ্মীর। শান্ত-স্বাভাবিক দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন দুর্ভিক্ষ কবলিত একটি কারাগার। চলছে কারফিউ। রাত না হতেই বাড়ি-ঘরে শুরু হয় সৈন্যদের তান্ডব। নারী নির্যাতন সেখানে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে - যার বহু তথ্য ইতিমধ্যে বহু সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। হাজার-হাজার যুবককে বন্দী করা হয়েছে। সীমানা বেষ্টনীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। শিশুদের ঔষধ ও পানাহার বঞ্চিত করা হচ্ছে। আর এই বিষয়টি নিয়ে বিশ্ব মোড়লরা শুধু বিবৃতি দিয়েই ক্ষ্যান্ত।

ইরাকের উপর অর্থনৈতিক অবরোধকালীন সময়ে খাদ্য ও ঔষধ সরবরাহে ব্যর্থতার ফলে ৬ লাখ শিশুর মৃত্যুকে যারা ঠান্ডা মাথায় হজম করেছে - তাদের হজম শক্তি বর্তমানে বহুগুণ মজবুত হয়েছে। পরিস্থিতি যখন এমন ঘোলাটে ঠিক তখনি - কাশ্মীরের এই করুণ দশা সৃষ্টিকারী এবং মুসলিম নারীদের প্রতি নগ্ন হস্তক্ষেপকারী নরাধম 'নরেন্দ্র মোদী'কে - সংযুক্ত আরব আমিরাত তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত করেছে। লক্ষ্য করুন -

গত চার বছরে দুবাইয়ে এটি ছিল মোদীর তৃতীয় সফর। জানা যায় - গত বাহরাইন সফরে (২৪-২৫ আগষ্ট) মোদী সেখানে নতুন একটি মন্দির নির্মাণ শুরু করছে। এ হল সেই মোদী যে, কাশ্মীরে কুরবানির ঈদ উদযাপন ও পশু কুরবানি বন্ধ করে দিয়েছে। পরপর ৩ জুমা মুসলমানদের অবরুদ্ধ করে রেখেছে। মসজিদে প্রবেশের অনুমতিটুকু পর্যন্ত দেয়নি।

বুর্জ খলিফায় (টাওয়ার) আরোহন করে হয়তো কাশ্মীরের রক্তাক্ত উপত্যকা টেলিস্কোপের মাধ্যমে দেখা সম্ভব। যদি তা না হয় তাহলে মুসলিমদের উচিৎ চাঁদা করে হলেও কাশ্মীরিদের করুন অবস্থা সম্বলিত তথ্য-চিত্র বুর্জ খলিফায় ঝুলিয়ে দেয়া। বর্তমানে মুসলিম বান্ধব খেলাফতের পরিবর্তে যেহেতু মোদী-বান্ধব বুর্জ খলিফা দেখা যাচ্ছে - তাই মোদীর প্রতি যদি সীমাহীন আন্তরিকতার উষ্ণ প্রকাশ দেখা যায় তবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আর এসব কারণে হৃদয় পুড়িয়েও হয়তো কোন লাভ নেই। কারণ ইতিমধ্যেই সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ভারতের মাঝে ৬০ মিলিয়ন ডলারের দ্বিপাক্ষিক বানিজ্যিক চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। ৩৩ লাখ ভারতীয় বর্তমানে সেখানে বাস করছে। অন্য দিকে বাহরাইনের সাথেও ১.৩ মিলিয়ন ডলারের বানিজ্যিক চুক্তি সম্পন্ন হচ্ছে।

এ পরিস্থিতিতে কাশ্মিরীদের শুধু একটা কথায় বলার আছে - আপনারা সবরের সাথে অগ্রসর হোন।

ভারতীয় এক পুরোহিতের বক্তব্য মতে- ধর্মীয় উদারতা

এবং সম্প্রীতিই আরব আমিরাতের প্রাণ। তাহলে প্রশ্ন জাগে-ইন্ডিয়ার প্রাণ কি? হিন্দুত্ববাদ? কাশ্মীর থেকে মুসলিমদের জোরপূর্বক বের করে দেয়া?

বস্তুত ভারত দ্বিমুখী আচরণকারী একটি রাষ্ট্র। যাদের নেয়ার পাত্র থেকে দেয়ার পাত্র ভিন্ন। ভারত বর্তমানে সোয়া কোটি কাশ্মীরির উপর জুলুম-নির্যাতনের ষ্টিম রোলার চালাচ্ছে। সোয়া মিলিয়ন মানুষের শেষ আশ্রয় - থাকার জায়গাটুকুর নিরাপত্তা ও বৈশ্বিক শান্তি আজ মোদীর হাতে বিপন্ন।

এ হলো- গুজরাটের কসাই খ্যাত সেই মোদী। চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারিতা এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ড সত্ত্বেও যাকে UN (জাতিসংঘ), সৌদী, মালদ্বীপ, রাশিয়া, আর এখন আরব আমিরাত সহ অন্যান্য রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের বড়-বড় পুরস্কার এবং সম্মাননায় ভূষিত করেছে। এর মধ্য দিয়ে এ সব দেশ কাশ্মীরিদের রক্তে নিজেদের হাত রঙ্গিন করেছে।

অন্যদিকে ভারতীয় এক হিন্দু কর্ণেল এই অন্যায় রক্তপাতকে স্পষ্টভাষায় অস্বীকার করেছে। তার ভাষ্য হচ্ছে – 'আমরা আমাদের নিজেদের লোকদের কিভাবে হত্যা করতে পারি'? হিন্দু সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী অরুন্ধতি রায় খুব জোরালোভাবেই বলেছেন - কাশ্মীরে অর্ধ মিলিয়নের বেশি সৈন্য শুধুমাত্র এ কারণে মোতায়েন করা হয়েছে- যেন (তাদের দাবী অনুসারে) সন্ত্রাসবাদকে ধূলোর সাথে মিশিয়ে দেয়া যায়।

এখন সবার কাছে এটা পরিস্কার যে, তাদের প্রকৃত শত্রু হল কাশ্মীরের জনসাধারণ। ভারতীয়রা এখন কাশ্মীরে যে তান্ডবলীলা চালাচ্ছে - কাশ্মীরি জনগণের স্মৃতি থেকে কখনোই তা মুছে যাবে না। গত কয়েক দশকে সত্তর হাজারের অধিক কাশ্মীরি নিহত হয়েছে। হাজার-হাজার কাশ্মীরি গুম হয়েছে। হাজার-হাজার কাশ্মীরিকে টর্সার সেলে বন্দী করে নির্যাতন করা হচ্ছে। কাশ্মীর যেন ছোট মাপের একখানা আবু গারীব (কারাগার)। এখনো যে সব কাশ্মীরি জীবিত, দুআ করি আল্লাহ তায়ালা যেন তাদেরকে ঈমানী নূরে নুরান্বিত করেন।

জম্মু কাশ্মীরে ৬ হাজার গণকবরস্থানের সন্ধান মিলেছে। যদিও এই ধরণের বহু সংখ্যক গোরস্থান অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রেও রয়েছে। ভারতীয় সৈন্যরা এলাকাগুলোতে মাইক দিয়ে চিৎকার-চেচামেচি করে হুমকি-ধামকি দিচ্ছে। অথচ আমাদের নম্রতা, সহমর্মিতা ও সহনশীলতার সবকদাতারা ভারতের এই পাশবিকতা এবং ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র প্রচার না করে উল্টো গোপন করে চলছে।

ভারত পাকিস্তানের শ্বাসনালী চেপে ধরেছে। হাজার-হাজার একর আবাদী জমিন এবং বসতি তারা দখল করে নিয়েছে। অন্যদিকে পাকিস্তান সুসংবাদ প্রচার করছে যে, এতদিন পাকিস্তানের চেহারায় যে কলঙ্কের তিলক ছিল - তা থেকে তারা খুব শীঘ্রয় মুক্তি পেতে যাচ্ছে। বলা হচ্ছে - অক্টোবরের দিকেই আমরা কুফফারদের কালো তালিকা থেকে সাদা তালিকায় চলে আসবো। এটা স্বীকৃত সত্য যে - একদিন কিছু চেহারা মলিন হবে আর কিছু চেহারা উজ্জল হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন –

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم
بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿106﴾-

সেদিন কোন কোন মুখ উজ্জ্বল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে কালো। বস্তুতঃ যাদের মুখ কালো হবে, তাদের বলা হবে, তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গিয়েছিলে? এবার সে কুফরীর বিনিময়ে আযাবের আস্বাদ গ্রহণ কর। (সূরা আলে ইমরান-১০৬)

জানিনা তখন এ সমস্ত লোকদের কি হালত হবে?

এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক জোট পাকিস্তানের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছে এবং এটিকে একটি মহৎ পদক্ষেপ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। মৃতপ্রায় সংগঠন সমূহকে দমন এবং শিদলপুরের(যা ভারত-কাশ্মীর সীমান্তে আমাদের প্রতিরক্ষা কৌশলের একটি সংরক্ষিত এলাকা) কর্মকান্ডে তারা খুশি প্রকাশ করেছে। অথচ এই শিদলপুরে এমন একদল মানুষকে হত্যা করা হয়েছে যারা সকলেই ছিল ঈমানদার ও মুজাহিদ।

আমরা আমাদের শত্রু - হাই প্রোফাইল আমেরিকান কয়েদী শাকীল আফ্রিদীর জন্য আমাদের কারাগারের সকল আইন-কানুন শিথিল করেছি। অন্যদিকে মাদরাসাগুলিকে চারদিক থেকে ঘিরে নিয়েছি। মাদরাসাগুলি বাৎসরিক কোরবানীর চামড়া বিক্রির পয়সা দিয়ে ডাল-রুটির আয়োজনের মাধ্যমে যে বিলাসী জীবন-যাপন করছিল!! আমরা তাও বন্ধ করেছি। দেশের চামড়া শিল্পকে আজ আমরা ধ্বংসের মুখে নিয়ে গেছি। একটা সময় গরুর চামড়া উসূল হতো – প্রতি পিস চার হাজার রুপি (আর এখন তা স্বপ্ন)। সে চামড়া এই বছর বিক্রি হয়েছে ১০০ থেকে ৩০০ রুপি।

তার চেয়ে ভয়ংকর বিষয় হলো - তারা আমাদের চারিত্রিক সম্পদ লুটে নিচ্ছে। জানি না তাদের আর কি কি করবার

বাকি আছে। মনটা একটু শক্ত করে নিউজ গুলো ঘেটে দেখুন। খুব সহজেই বুঝতে পারবেন - আমরা চারিত্রিক অধ:পতনের কোন পর্যায়ে আছি।

১৭ই আগস্টের দৈনিক ডন পত্রিকার রিপোর্ট দেখুন! রাওয়ালপিন্ডিতে এক নারী এবং তার স্বামী মিলে ৪৫ জন নারীর সম্ভ্রমহানীর স্বীকারোক্তি দিয়েছে। স্ত্রী অল্প বয়সী নারীদের ফুঁসলিয়ে তার স্বামীর কাছে এনে স্বামীকে দিয়ে তার সম্ভ্রমহানী করাতো। পরে সে ভিডিও আন্তর্জাতিক অশ্লীল ওয়েবসাইটগুলোতে আপলোড করতো। এভাবে তারা নারীদেরকে ব্ল্যাক মেইলিং এর মাধ্যমে বিশাল অংকের টাকা হাতিয়ে নিত। এক পর্যায়ে এক নারী পুলিশের নিকট রিপোর্ট করলে পুলিশ সে দম্পতিকে গ্রেফতার করে।

সারা দেশের এ জাতীয় অসংখ্য ঘটনার রিপোর্ট প্রতিনিয়ত হচ্ছে। পাকিস্তান নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে গিয়ে মাত্র ১৮ বছরে পশুত্বের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। মানুষকে পশুত্বের সীমানায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে - মোবাইল, ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, নারী স্বাধীনতা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, নির্লজ্জতা এবং নোংরামীর সুযোগ তৈরি করে দেয়ায় প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। নারী স্বাধীনতার কুফল স্বরুপ এ বছরই ৪ জন পুরুষ সরাসরি নিজ স্ত্রীর হাতে অথবা তার ইন্ধনে নিহত হয়েছে। আসলে আমরা কি এগুলোর মাধ্যমেই উন্নত রাষ্ট্রের কাতারে মাথা উঁচু করে দাড়ানোর যোগ্যতা অর্জন করতে চাইছি?

যদি বেশি থেকে বেশি বাস্তবতা থেকে প্রমাণ দেখতে চান- তাহলে সিন্ধুর প্রশাসনাধীন করাচির ৬ টি জেলার সরকারী হাই স্কুল সমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের "জীবন যাপনের দক্ষতা অর্জনের" প্রশিক্ষনের বিষয়টি দেখুন। এজন্য সিন্ধু প্রদেশের প্রতিটি জেলা থেকে "যৌন বিজ্ঞানের" প্রশিক্ষন নেওয়ার জন্য ১৮ জন করে শিক্ষককে বাছাই করা হয়েছে। এরা পর্যায়ক্রমে সিন্ধু প্রদেশের ৪৯,১২৪ জন উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষককে এই বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিবেন। (মনে হয়) জীবন-যাপন বিষয়ক অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের পর সামাজিক অবক্ষয়ের স্বরূপ আরও বেশি দৃশ্যমান হবে।

বর্তমানে সুন্দর সুন্দর পরিভাষার আড়ালে চারিত্রিক অধ:পতনের ভয়াবহ সুনামী ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে। সাইয়েদ আলী গিলানী আফসোস করে বলেছিলেন - কাশ্মীরের যুব সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার জন্য ভারতের পক্ষ থেকে নানা রকম কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। তিনি আরও বলেন – "মোদী কাশ্মীরের পুরো চিত্র একবারে পাল্টে দিয়েছে।" এ দাজ্জালি ফেতনার মাথায় তো শিং থাকবেনা! (যা দেখে তাকে আলাদা করে চেনা যাবে ও সতর্ক হওয়া যাবে)। এছাড়া এক্ষেত্রে বিশেষ কোন রণ হুংকারও শোনা যাচ্ছে না (যা শুনে আগেই সতর্ক হওয়া যাবে)। কিন্তু আমরা এখনও কানে তুলা দিয়ে, চোখ বন্ধ করে বসে আছি। অথচ বাস্তবতা উচ্চস্বরেই তার করুণ চিত্র তুলে ধরছে।

নিউজটি পড়ুন!

ভারতীয়দের এই ভুখন্ড শাসনের স্বপ্ন আমরা চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দিবো। -শায়খ রশিদ

চলুন! আমরা রক্ত গরম না করি। বরং কাপড়ের থলে এবং কাগজের কাফন প্রস্তুত করি। ঘর থেকে বের হওয়ার সময়ই নিশ্চিত হয়ে নিই যেন কারো সাথে ভুলেও কোন প্লাষ্টিকের শপিং ব্যাগ না থাকে। না হয় ধরে নিয়ে যাবে। তাই নিজেকে রক্ষার জন্য পকেটে সব সময় অগ্রিম ৫ হাজার রুপি প্রস্তুত রাখতে হবে। না হয় কারো থেকে ধার করে হলেও জরিমানা গুনতে হবে। আসলে এটি হচ্ছে শূন্য কোষাগার পূর্ণ করার নয়া ফন্দি। পঞ্চাশ টাকার সবজি খরিদ করে শুধু প্লাষ্টিকের শপিং ব্যাগ ব্যবহারের কারনে ৫ হাজার টাকা জরিমানা গুনতে হবে!!?

সাবধান! সতর্ক হও। দেশে পরিবর্তনের ছোয়া লেগেছে। প্রধানমন্ত্রী নিজেই এখন মৌসুমী পরিবর্তনের জন্য প্লাস্টিক ব্যাগের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রতিজ্ঞা নিয়ে নেমেছে। সুতরাং তরি-তরকারি পকেটে ভরে নিবেন। ব্যাগের জরিমানা গুনতে হবে না। জানি না প্লাস্টিক সার্জনের কি হবে। প্লাস্টিক সার্জারির প্লাস্টিকও কি এই আইনের আওতায় পরবে!?

এই আইন চালু হওয়ার আগে একজন রোগী সার্জারির প্লাস্টিকের দাম বাঁচানোর জন্য সার্জনকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আমি যদি প্লাস্টিক বাড়ি থেকে নিয়ে আসি?" সার্জন উত্তরে বলেছিলেন, "লাগানোর দায়িত্বও তখন আপনার থাকবে। আপনি নিজেই প্লাস্টিক লাগিয়ে নিবেন।" জানি না যরতাজগুল বেগম মন্ত্রী এ ব্যাপারে কী বলবেন!

সুতরাং পাকিস্তানের এখন প্রথম চ্যালেঞ্জ হলো- প্লাষ্টিক ব্যাগ উৎপাদন বন্ধ করা। তারপর কাশ্মীর সহ অন্যান্য বিষয়ের দিকে খেয়াল করা। বেহায়াপনা ছাড়া বাকি সব কিছুর শিল্প উৎপাদন সেখানে বন্ধ হতে চলেছে।

সমকালীন একটি দৈনিকে প্রকাশিত কলাম।

অন্তরের হেফাযত

শাইখ আহসান আযীয শহিদ রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ: মাওলানা মাহমুদ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿36﴾-

যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। (সূরা আল-ইসরা-৩৬)

চোখ কান ও অন্তর এ তিনটি অঙ্গ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন। কান দিয়ে আমরা ভালো - মন্দ ইত্যাদি কথা বার্তা শুনে থাকি। চোখ দিয়ে দেখে থাকি। আর অন্তর দিয়ে তা চিন্তা করি। আমাদের বাহ্যিক আমল সবাই জানে। আমাদের দেহের হাত, পা, চোখ, কান ইত্যাদি সব কিছুই বাহ্যিক আমল করে। কিন্তু আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন তা হলো আমাদের অন্তরসমূহ।

কিছু আমল এমন রয়েছে যাকে اعمال قلبي বা অন্তরের আমল বলা হয়। সাধারণত মানুষের দৃষ্টি শুধু বাহ্যিক আমলের উপর পতিত হয়। কিন্তু অন্তরের যে আমল রয়েছে তার প্রতি তেমন কোনো দৃষ্টি দেওয়া হয় না। এ জন্যই সুফিয়ায়ে কেরাম ও আধ্যাত্মিক বুযুর্গগণ অন্তরের চিকিৎসার জন্য বেশি জোর দিতেন। অন্তর পরিশুদ্ধ রাখতে অধিক মনোযোগ দিতেন।

অন্তরের আমল কি?

অন্তরের ভালো মন্দ অনেক ধরনের আমল আছে। মন্দ আমল যেমন - কোন মুসলমানকে হিংসা করা, কারো সাথে বিদ্বেষ রাখা, কাউকে তুচ্ছ মনে করা, কোন মুসলমানের প্রতি খারাপ ধারণা করা ইত্যাদি সব কিছুই অন্তরের মন্দ আমল।

সাধারণত আমরা আমাদের বাহ্যিক আমলগুলোর প্রতিই বেশি লক্ষ করি, তাকে পরিশুদ্ধ করি! গোনাহ থেকে দূরে রাখি! চোখ যেনো কোনো গোনাহের দিকে না তাকায়! কান যেনো কোনো গোনাহের কথা না শোনে! হাত যেনো গোনাহের প্রতি প্রসারিত না হয়! পা যেনো গোনাহের দিকে অগ্রসর না হয় এ সবের প্রতি আমাদের যথেষ্ট লক্ষ্য রাখি। কিন্তু অন্তরের প্রতি কোন নজর দেওয়া হয় না। অথচ অন্তরের প্রতি সদা জাগ্রত থাকার প্রয়োজন ছিল। কেননা অন্তর হলো 'সায়্যিদুল ইনসান' তথা মানুষের সর্দার। অন্তরই মানুষকে পরিচালনা করে। অন্তর যে দিকে মানুষকে নিয়ে যায় মানুষ সে দিকেই যায়। অন্তর যখন কোনো ভালো কাজের আগ্রহী হয়, মানুষ তখন তার অণুসরণ করে।

কখনো কাজটা করার জন্য মানুষ জান দিতেও প্রস্তুত হয়ে যায়। যেহেতু তার অন্তর ইচ্ছা করেছে যে, আমি এ ভাল কাজ অবশ্যই করব যদিও এতে আমার জান বিনাশ হয়ে যায়। আবার এর বিপরীতে অনেক লোক এমন রয়েছে যার অন্তর কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা পোষণ করেছে, অতঃপর সে তার পেছনে পেছনে চলছে। কখনো কখনো তার এ খারাপ কাজ বাস্তবায়নের জন্য নিজের জানও বিনাশ করে দিচ্ছে। কখনো একমুহূর্তে কখনোবা ধীরে ধীরে বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষের অন্তর প্রতিনিয়ত কোথাও না কোথাও ঘুরে বেড়ায়। নানান বিষয়ের কল্পনা এসে তার মধ্যে বাসা বাঁধে।

তো প্রতিটি মুমিন বান্দার জন্য উচিত সে তার বাহ্যিক আমলের সাথে সাথে অন্তরের আমলের প্রতিও গভীর দৃষ্টি রাখবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট একটি হাদিসে আমাদেরকে অন্তরের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন-

"যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

প্রিয় ভাই!

অণু পরিমাণ অহংকার আর কতটুকুই বা হয়? অথচ এর কারণে জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে না। তাতে অনুমান হয় - অহংকার যত ছোটই হোক না কেন তার খারাবীটা তার চেয়ে কোটি কোটি গুণ বড়। সে মানুষকে জান্নাত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। নিজেকে বড় মনে করার মানে হল - নিজেকে খারাপ হিসেবে গণ্য করা।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বেদুইন, পাগল, মাতাল, গোলাম, ধুপি, ফকির-মিসকীন ইত্যাদি সব ধরণের লোকেরা এসে নিজেদের প্রয়োজনের কথা উপস্থাপন করতো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাথে সাথে উঠে তাদের সাহায্যের জন্য বেরিয়ে পড়তেন। কাউকে এমন কথা কখনো বলেননি যে, 'এই অবস্থায় আমি তোমার সাথে কথা বলতে পারব না অথবা তোমার কথা শোনার মত পরিস্থিতি এখন আমার নেই।'

এমনিভাবে একদিন এক বেদুইন মহিলা এসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলল, "আপনার সাথে আমার কিছু একান্ত কথাবার্তা ছিলো"। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে গিয়ে তার কথা শুনলেন এবং বললেনঃ "তুমি যেখানে বলবে সাক্ষাৎ করতে আমি সেখানেই তোমার সাথে সাক্ষাৎ করব।"

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাধার উপর সওয়ার হতেন। তখনকার সময়ে গাধা ছিল সবচেয়ে নিম্নমানের যানবাহন। অথচ তিনি কোনোদিনও অহংকার প্রদর্শন করে একথা বলেননি যে, "গাধার উপর সওয়ার হওয়া আমার জন্য সাজে না, এটি আমার উপযোগী নয়!" এই ছিলো প্রিয় হাবিবের মহান শান।

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি এক ভরা মজলিসে নিজের ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, "আমি তো সেই ব্যক্তি যে বকরী চড়াতে গিয়ে তার বাবার হাতের মার খেয়েছিল"। অর্থাৎ তিনি নিজের ক্ষুদ্রতা ও দুর্বলতা প্রকাশ করেন যে, 'আমার যে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে তা একজন গোলাম এর চেয়ে বেশি হবে না'। (সুবহানাল্লাহ)

প্রিয় ভাই!

এই দুর্বলতা প্রকাশের ফলে কি তার সম্মান মর্যাদা কোন কমতি হয়েছে? না কখনো না। বরং এই দুর্বলতার ফলে তার সম্মান মর্যাদা সীমাহীন বেড়ে গেছে এবং ধৈর্যের বাধ আরও মজবুত হয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা রহমতুল্লাহি আলাইহির ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি এক মজলিসে বসা ছিলেন। ওই সময় এক ব্যক্তি তাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলো – 'তুমি হারামজাদা। অর্থাৎ তিনি (ইমাম আবু হানিফা) হারাম সন্তান। ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে স্থিরতার সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক একটি উত্তর দিলেন। তিনি বললেন – "না আমি হারামজাদা নই। আমার মা ও বাবার বিবাহের সাক্ষী এখনো জীবিত আছেন। লোকটি বলল, "আচ্ছা! তাহলে বল- সে কে?" ইমাম আবু হানিফা মজলিস থেকে উঠে চলতে লাগলেন, লোকটিও পেছনে পেছনে চলতে লাগলো। কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ করে লোকটি মাটিতে পড়ে গেল। ইমাম আবু হানিফা পেছনে তাকাতেই দেখতে পেলেন লোকটি মারা গেছে। আবু হানিফা রহঃ বলেন, "আমার ধৈর্য তাকে মেরে ফেলেছে।"

তাই যে বান্দার মধ্যে অক্ষমতা ও নমনীয়তা প্রকাশ পাবে তার মধ্যে ধৈর্য ও স্থিরতা বৃদ্ধি পাবে।

বর্তমান পৃথিবীতে লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুই ঠিক মতো চলত - যদি সবার মধ্যে ধৈর্য ও স্থিরতা থাকতো। যখন ধৈর্য হারিয়ে যায় ও স্থিরতা লোপ পায় তখনই সকল কাজে বাঁধা আসতে শুরু করে। হক্ক ও হেদায়াতের উপর থাকা সত্ত্বেও অধৈর্য ব্যক্তিদের মধ্যে এবং তার চলাফেরার মধ্যে শুধু বাঁধা আর বাঁধা আসতে থাকে।

কথা হচ্ছিল অন্তরের আমলের ব্যাপারে। অন্তরের আমল এর দিকে সর্বদা খেয়াল রাখা চাই। অন্তরে যেন কোন রকমের নেফাক (কপটতা) ও বিদ্বেষ না আসে। কারো প্রতি যেন তুচ্ছ মনোভাব না আসে। অন্তরে আত্মমর্যাদাবোধ যেন না আসে। আমি অন্যদের চেয়ে ভালো! অন্যদের তুলনায় অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী! আমি আল্লাহর একজন নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা! দ্বীনের অনেক খেদমত করছি ইত্যাদি ভাব যেন না আসে। বরং নিজের প্রতি সদা এমন মনোভাব রাখা চাই যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে যা ভালো কিছু দিয়েছেন তা আমার পক্ষ থেকে অর্জিত নয়। বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাকে দান স্বরূপ ও অনুগ্রহ স্বরূপ দেওয়া হয়েছে।

কোন মুসিবত যখন আসে সেটাও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিয়ামত হিসেবেই জানা। কেননা - আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে পরীক্ষা স্বরূপ নিয়ামত দান করেন। আল্লাহ তা'আলা কিছু পরীক্ষার বা নিয়ামতের দ্বারা বান্দাকে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকেন। এখন এই শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ্ নিয়ামতের মাধ্যমে দিবেন নাকি মুসিবতের মাধ্যমে দিবেন তা আমাদের জানা নেই। তাই মুসিবতকেও নিয়ামত হিসেবে মেনে নিতে হবে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর এক বান্দাকে খুব সুন্দর সুঠাম দেহ, বিপুল শক্তি ও অত্যন্ত সাহসিকতা দান করেছিলেন। কিন্তু এ

সকল নেয়ামত তার জন্য ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াল। তার যে সৌন্দর্য ছিল তা সে দুনিয়ার তরে ডুবিয়ে দিলো! যে সাহসিকতা ছিল, তা সে চুরি আর ডাকাতির মধ্যে প্রকাশ করল! আরও যত ভালো দিক ছিল - সবগুলোকে অন্যায়ের পথে নষ্ট করলো!!

হে ভাই!

যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কোন নিয়ামত, সম্মান ও মর্যাদা দান করেন, তবে এ গুলোকে আমাদের কী মনে করা উচিত?

এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটা পরীক্ষা মনে করা উচিত। কারণ এর ফলে আমি যা করব তা আল্লাহর কাছে কবুল হয় কিনা তা তো আমার জানা নেই! এমনটা যদি কেউ ধারণা করে করতে পারে, তাহলে আর কোন অহংকার তার মাঝে আসবে না এবং অহংকার ও বড়ত্বের মূল বা শেকড় কেটে যাবে ইনশাআল্লাহ।

হযরত মাওলানা আল্লামা শাহ আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সামনে এক ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে মন্দ কাজ থেকে বারণ করল। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করল। এবং বলল, "এই ভুলটা তুমি আর কখনো করবে না।"

কিন্তু এভাবে শিক্ষা দেওয়াটা লোকটির জন্য উচিত ছিল না। তো থানভী রহমাতুল্লাহি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কি আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার এর শর্তগুলো জানা আছে?" লোকটি বলল, "না হযরত!"

থানভী রহঃ বলেন : "আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার এর একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত এই যে, তুমি যাকে ভাল কাজের আদেশ আর মন্দ কাজের থেকে নিষেধ করবে তার থেকে নিজেকে অনেক ছোট মনে করবে! নিজেকে তার চেয়ে নিচু মনে করবে! এমনটা যেন অন্তরে কখনো না আসে যে, অমুক ব্যক্তি খারাপ কাজে জড়িত – মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ আমি এ কাজে জড়িত নই - এদিক থেকে আমি তার চেয়ে অনেকটা ভালো।

বরং তোমার অন্তরে একথা সৃষ্টি করো যে, আজ আমি তার মধ্যে একটি মাত্র খারাপ কাজ দেখছি। হতে পারে আল্লাহ তাআলা তার এ খারাপ অভ্যাস দূর করে দিবেন এবং তাকে মাফ করে দিবেন। আর আমার তো জানা নেই আমার মধ্যে কি পরিমাণ খারাবি রয়েছে! হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমার সকল খারাপের জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন।"

হে ভাই!

তুমি কখনো আল্লাহর কোন মাখলুক, সাধারণ মুসলমান বা কোন মুজাহিদীনকে তুচ্ছ মনে করবে না! তাকে ছোট ভাববে না।

নিজের অন্তরের আমলের উপর দৃষ্টি রাখবে! অন্তর একটি গোপন বিষয়! যা মানুষ কখনো দেখতে পায় না। কিন্তু এই অন্তরে যা লালিত-পালিত হয় তার দিকে খেয়াল রেখো। অন্তর প্রতিটি ক্ষণে কিছু না কিছু চিন্তা করে এবং খারাপ কাজ করার পূর্ণ ইচ্ছা পোষণ করে।

মানুষের অন্তরে খারাপ কাজের ওয়াসওয়াসা আসাকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু যদি সে খারাপ কাজের জন্য দৃঢ় সংকল্প করে এবং মনে মনে তার ইচ্ছা ও পরিপূর্ণ করে ফেলে - তবে এর জন্য সে পাকড়াও হবে। ফুক্কাহায়ে কেরাম লিখেছেন - মানুষের মধ্যে যখন অন্যায় কাজের ওয়াসওয়াসা আসে আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দেন। কিন্তু সে যদি পরিপূর্ণ ইচ্ছা করে ফেলে এবং অন্তরে তার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে বসে - তবে এর জন্য তাকে পাকড়াও করা হবে।

হে ভাই!

কাউকে তুচ্ছ মনে করা, ছোট হিসাবে দেখা, নিজেকে অন্যের চেয়ে উত্তম মনে করা এসব কিছু অন্তরের ভয়ঙ্কর রোগ - যা মানুষকে একেবারে ধ্বংস করে দেয়।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সকল রোগের চিকিৎসা দিয়েছেন। তিনি বলেন, "নিজের মধ্যে কখনো ইমতিয়াজ তথা মানুষের মধ্যে পার্থক্য ও তারতম্য করো না"। নিজের ব্যাপারে তিনি এরশাদ করেন- "আমি একদা এক সফরে বের হয়েছিলাম। উক্ত সফরে প্রত্যেকেই নিজ নিজ জিম্মায় কোন না কোন কাজের দায়িত্ব নিয়েছিল। নবীজী বলেন- আমিও তখন লাকড়ি জমা করার দায়িত্ব নিয়েছিলাম। আমাদের মাঝে ইমতিয়াজ বা তারতম্য করিনি যে - আমার মর্যাদা সবার উপড়ে আমি কেন তাতে শরিক হবো?!। আমার ব্যাপারে এরশাদ করা হয়েছে

ورفعنا لك ذكرك

তথা আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি। [সুরা আলাম-নাশরাহ ৯৪:৪]

তাহলে আমি কেন অন্যদের মত কাজ করব ইত্যাদি - এ রকম কোনও খেয়াল আমার অন্তরে আসতে দেইনি।"

প্রিয় ভাই!

একটু চিন্তা করি, নিজের বিবেকটাকে একটু কাজে লাগাই। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাকড়ি আনাতে - তাঁর মর্যাদা কোন দিক দিয়ে হালকা হয়েছে নাকি সীমাহীন বেড়ে গেছে???

অন্তরে পার্থক্য সৃষ্টিকারী প্রত্যেক জিনিসকে নবীজি নিষেধ করেছেন এবং তিনি অপছন্দ করেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামের মাঝে এসে উপস্থিত হতেন তখন সাহাবাগণ নবীজির সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং অভ্যর্থনা জানাতেন। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়টি খুবই অপছন্দ করতেন। তাই তিনি সাহাবীদের বারণ করলেন তারা যেন আর কখনো না দাঁড়ায়। পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম নিজের অন্তরকে কষ্ট দিয়ে নবীজির এ নিষেধ মেনে চলেন এবং কখনো আর উঠে দাঁড়ায়নি। কেননা নবীজি তা নিষেধ করেছেন। আর একজনের নিষেধ অমান্য করাটাও আদবের পরিপন্থী।

নিজেকে শত কষ্টের মুখে ঠেলে দিয়েও তারা নবীজির আনুগত্য করেছেন! নবীজির সন্তুষ্টির প্রতি খেয়াল রেখেছেন! আর এটাকেই বলা হয় আদব বা ভদ্রতা। আদব এর অর্থ এই নয় যে, তুমি কারো প্রয়োজন ছাড়া তার মনের চাহিদা ব্যতীরেকে তার খেদমত করতে শুরু করবে - অথচ এতে তার কষ্ট হয়। আদব তো হলো যাতে অন্যজন খুশি থাকে তার অন্তরে প্রশান্তি আসে। কখনো খেদমত করার মধ্যে প্রশান্তি আসে, আবার কখনো না করার মধ্যে প্রশান্তি আছে। তো উত্তম হল অবস্থা বুঝে খেদমত আঞ্জাম দেওয়া।

প্রিয় ভাই!

অধিকাংশ মুসলমান এবং মুজাহিদীনের অন্তরে আজ এ কথাই পাওয়া যায় যে, আমি অন্য সব মুসলমান থেকে উত্তম! আমি জিহাদ করছি, অন্যরা করছে না!

ভাই!

আত্মমর্যাদাবোধ খারাপ জিনিস। আল্লাহর কাছে খুবই অপছন্দনীয় বিষয়। একথা কি আমার জানা আছে যে, আমরা কোন মুসলমানের দুয়ার বরকতে জিহাদের সফরে বের হয়েছি? কার দুয়ার ফলে এ জিহাদের গাড়ি চলছে? মুসলিমদের ঘরে কত বাচ্চা, মা ও প্রতিবেশি রয়েছে। আমাদের কি জানা আছে কার দুয়ার ফলে আমাদের গাড়ির চাকা জিহাদের পথে চলছে?

ঐ হাদিস তোমাদের শুনে রাখা দরকার! হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ছেলে ইরশাদ করেন, আমার আব্বার ধারণা ছিল যে –

ان له فضل علي من دونه

অন্যদের তুলনায় তার মর্যাদা অধিক।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তিনি একটি হাদিস শুনলেন যে,

إنما ينصر هذهِ الأمة بضعيفها

এই উম্মতকে সাহায্য করা হয় তাদের দুর্বলদের কারণে। তাদের ক্ষমতাবান বাহাদুরদের কারণে নয়। উম্মতের দুর্বল অসহায় লোকদের দুয়া, তাদের নামায, তাদের ইখলাস ইত্যাদির ফলেই সকলের মাঝে আল্লাহর সাহায্য আসে।

হে ভাই!

কোন মানুষের জন্যই উচিত নয় যে, সে নিজের আমলের প্রতি সুদৃষ্টি রাখবে এবং সন্তুষ্ট থাকবে। বরং নিজের দুর্বলতার প্রতি খেয়াল রাখা চাই। অন্যের দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়। বরং তাদের প্রতি ভালো দৃষ্টি দেওয়া উচিত। তবেই আত্মতৃপ্তি এবং অন্তরের সকল মন্দ আমল – হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি সহ সকল মন্দ কাজ থেকে অন্তর পবিত্র রাখা যাবে। আমাদের মাঝে এবং সাধারণ মুসলমানের মাঝে যেন বৈরীভাব না আসে। আমাদের মাঝে এবং অন্যান্য মুজাহিদের মাঝে যেন কোন পার্থক্য সৃষ্টি না হয়। এর দ্বারা কেবল এমন মনোভাব জন্মায় যে, আমরা শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ, আসল মুজাহিদ। অন্যরা আসল মুজাহিদ নয়। (নাউজুবিল্লাহ) অথবা আমাদের মর্যাদা সর্বাধিক। আমাদের শান শওকত অত্যধিক। অন্যরা এর চেয়ে অনেক নিচে।

ভাই!

অহংকার এমন এক জিনিস যা মানুষকে তার নিজের ভেতরেই শুধু বড় করে দেখায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা অন্যদের চোখে তাকে বড় নিকৃষ্ট অপদস্ত হিসেবে তুলে ধরেন। আর অক্ষমতা, দুর্বলতা ও নমনীয়তা এমন এক বিষয়, যা মানুষের আত্মমর্যাদাকে শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চ আসনে পৌঁছে দেয়। যারা আল্লাহ তা'আলার জন্য দুর্বলতা ও নমনীয়তা প্রকাশ করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর দারাজাত মর্যাদা সবার উপরে নিয়ে গেছেন।

সম্মান-মর্যাদা এগুলো তো একমাত্র আল্লাহ তাআলার হাতে। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে উহা দান করেন। উহা একমাত্র দুর্বলতা ও অক্ষমতা প্রকাশের ফলে লাভ হয়ে থাকে। অতীতের ইতিহাসে যারা নিজেদের বড় বড় কীর্তি রেখে গেছেন, মহাযুদ্ধে যারা দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, তারা

কেবল সে সকল লোক, যারা নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। যারা অন্যের তুলনায় নিজেকে কমজোর মনে করেছেন। অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

অন্যকে শ্রেষ্ঠ মনে করা আর নিজেকে তুচ্ছ মনে করা - ঈমানের বড় একটি পরিচয়। একজন তাবেয়ী ইরশাদ করেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 70 জনেরও অধিক সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। আমি দেখেছি, তাদের প্রত্যেকের ভেতরেই নিজেদের ব্যাপারে মুনাফিক হওয়ার ভয় রাখতো। সাহাবীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে - আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহ তাআলার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাদের ব্যাপারে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দুনিয়াতে দেওয়া হয়েছিল! তারা ছিল ন্যায় ও ইনসাফের রোল মডেল। অথচ তারাই নিজেকে নিজে ছোট মনে করছেন! এই ভয় করেছেন - না জানি তারা মুনাফিকদের কাতারে চলে যান?!! না জানি তারা মুনাফিকদের দলভুক্ত হয়ে যায়? (সুবহানাল্লাহ)

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত হুজাইফা ইবনে ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আসলেন। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু - তিনি নবীজির গোপন খবর রাখতেন। নবীজি তার কাছে মুনাফিকদের তালিকা দিয়ে বলেছিলেন, "মদিনার ভেতরে অমুক অমুক ব্যক্তি মুনাফিক"। হযরত ওমর এসে বললেন, "আমার কাছে মুনাফিকদের তালিকাটা দাও।" হুযাইফা বললেন, "নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে যা গোপন রাখতে বলেছেন - সেটা আমি কিভাবে প্রকাশ করি?" তখন ওমর বললেন, "আচ্ছা, যদি না দাও তাহলে বল, সে তালিকায় আমার নাম আছে কিনা"? হুযাইফা বললেন, "হ্যা, এটুকু বলতে পারি যে, আপনার নাম সে তালিকায় নেই। তবে আরেকটি কথা হল - আপনি এবিষয়টি আজকের পর থেকে আর কাউকে জানাবেন না।"

আমাদের একটু ভাবা উচিত! যে ওমর কোন পথ দিয়ে অতিক্রম করলে শয়তান সে পথ থেকে সরে আসত। সে ওমর আজ নিজের ব্যাপারে ভয় করছেন যে, না জানি আমি মুনাফিক হয়ে আছি?! হযরত ওমরের মত এত বড় ব্যক্তিত্বও নিজেকে কোনদিন সবার ঊর্ধ্বে মনে করেননি। নিজেকে কখনো বড় হিসাবে দেখেননি। তিনিও নিজের উপর সর্বদা নিফাকের ভয় করতেন! তাহলে আমাদের এখন কি অবস্থা? আমাদের ঈমান ও আমলের কি হালাত? আমাদের শেষ পরিণতি কি হবে তা কি কারো জানা আছে??

এজন্য নিজেকে ছোট মনে করা, তুচ্ছ মনে করা প্রতিটি ব্যক্তির জন্য অত্যাবশ্যকীয়। হাকীমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহ আলাইহি লেখেন মানুষ অনেক সময় বলে থাকে যে, আমি তো নগন্য, অপদার্থ, নালায়েক ইত্যাদি। একা একা বা মানুষের সামনে এভাবে কথাগুলো প্রকাশ করে। থানভী রহিমাহুল্লাহ বলেন, যে নিজেকে তুচ্ছ, অপদার্থ মনে করছে এটা কি সত্যি সত্যি বলছে নাকি মানুষের সামনে নিজের নমনীয়তা প্রকাশ করার জন্য বলছে? এ বিষয়টি ওই সময় প্রকাশ হবে যখন অন্য কোন লোক থাকে এসব কথা তাকে বলবে যে - তুমি খারাপ, তুমি অপদার্থ ইত্যাদি।

অর্থাৎ অন্য কোন ব্যক্তি যদি তাকে বলে - তুমি তুচ্ছ, ছোটলোক, অপদার্থ ও নালায়েক - আর এতে সে রেগে না যায়, তবে বুঝা যাবে তার এ দাবি সত্য। আর যদি অন্যের কথায় সে রেগে যায়, অন্তরে ক্ষত সৃষ্টি হয়, তো বুঝতে হবে তার মুখে যা বলছে অন্তরে তা নেই। অন্তর খারাপ হয়ে আছে। মুখে মুখে নিজেকে ছোট মনে করলেও, অন্তরে অন্তরে নিজেকে অনেক বড় মনে করছে। অন্যের থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করছে।

হে আমার ভাই

আখেরাতের পথের যাত্রা বড় কঠিন। এ পথে যাত্রার সময় নিজের প্রতি, নিজের আমলের প্রতি গভীরভাবে খেয়াল রাখতে হবে। এ পথে সবচেয়ে কঠিন কাজ কি জানো? সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো অন্তরের প্রতি খেয়াল রাখা। অন্তরের আমলগুলো হেফাজত করা। যাতে অহংকার বা তাকাব্বুর সৃষ্টি না হয়। অন্তরে যেন অন্যের ব্যাপারে খারাপ ধারণা, হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি না হয়!

যদি অন্তর পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহলে মুমিনকে তার অন্তরের আমল এত উপরে নিয়ে যায় যা তার নামাজ-রোজা ইত্যাদি দ্বারাও সম্ভব নয়। এক ব্যক্তি নামাজ পড়তো, রোজা রাখত। কিন্তু তার অন্তর ছিল হিংসা-বিদ্বেষ আর অহংকারে ভরপুর। তবে তার এ আমল তাকে কোন মর্যাদায় নিয়ে যাবে বলুন?

অন্য আরেকজন বাহ্যিক দৃষ্টিতে তেমন বেশি আমল করত না। কিন্তু তার অন্তর ছিল শীশার মতো স্বচ্ছ। অন্তরে কারো প্রতি কোন ঘৃণা নেই! কাউকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার অভ্যাস নেই! তবে এ লোকটির মর্যাদা অবশ্যই সে মুসলমান থেকে বেশি হবে যার বাহ্যিক আমল তার চেয়ে অধিক, কিন্তু অন্তর হিংসা - বিদ্ধেষ আর অহংকারে ভরপুর।

আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বদা এই দুয়া করা চাই আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে প্রশান্ত অন্তর দান করেন এবং অন্তর পরিচ্ছন্ন রাখতে তাওফিক দান করেন। আমিন

و آخر دعوانا عن الحمدلله رب العالمين...

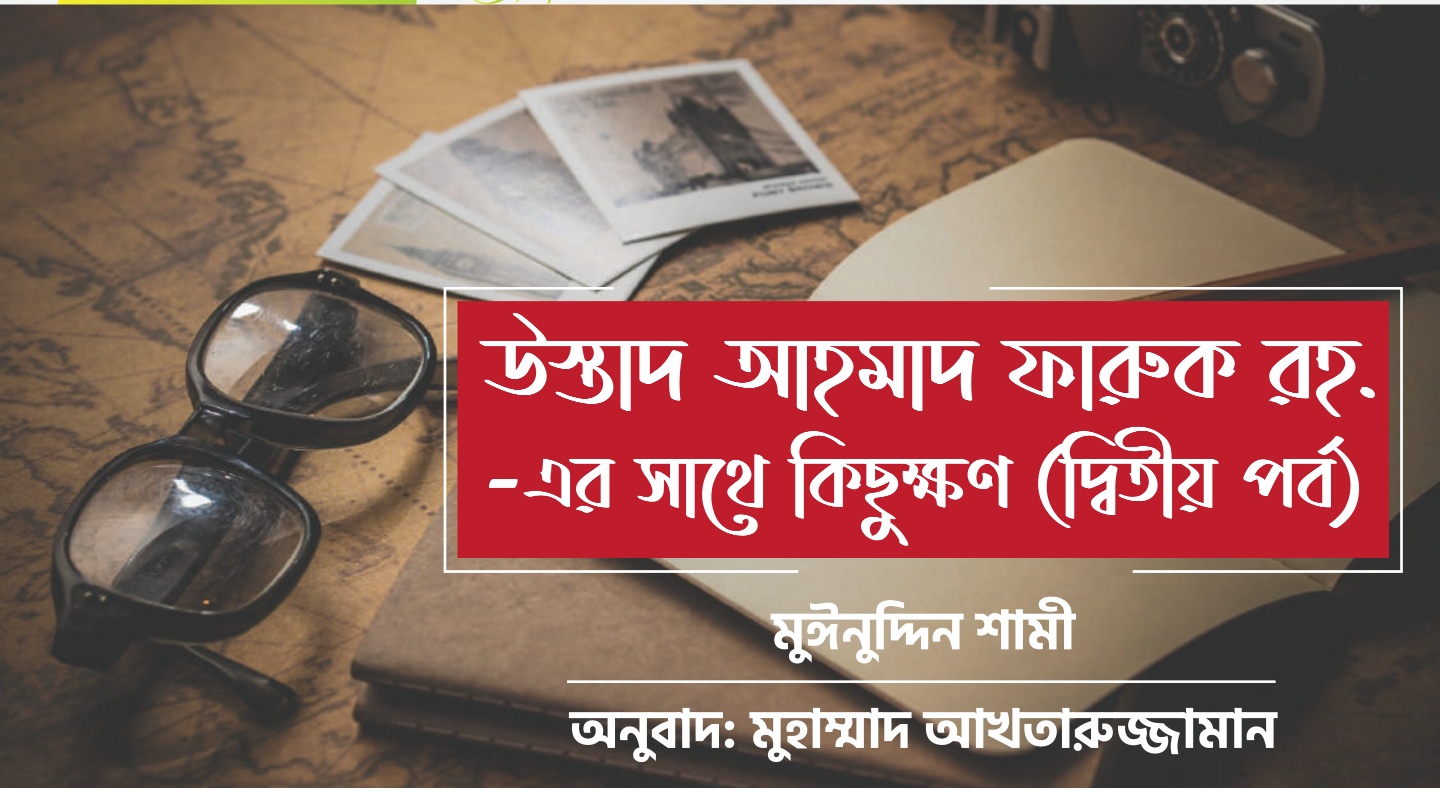

উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহ. -এর সাথে কিছুক্ষণ (দ্বিতীয় পর্ব)

মুঈনুদ্দিন শামী

অনুবাদ: মুহাম্মাদ আখতারুজ্জামান

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সকল প্রশংসা নিঃসন্দেহে কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্যই, যিনি আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরই আল্লাহ্। তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাদের মরণ দান করেন। নিঃসন্দেহে তিনি জীবন ও মরণ এজন্যই সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তিনি দেখে নিতে পারেন যে আমাদের মধ্যে থেকে কে উত্তম আমল করে।

নোট: উক্ত আলোচনায় যেখানেই 'উস্তাদ' বা 'উস্তাদজী' শব্দটি ব্যবহার হয়েছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলোঃ 'শহিদ আলেমে রব্বানী উস্তাদ আহমাদ ফারুক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)।

আমার উদ্দেশ্য হল - উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ এর সাথে যে কয়েকটি সাক্ষাৎ হয়েছিল তার থেকে কিছু স্মৃতিচারণ করা। তার কিছু কথা এমন ছিলো যা বিশেষভাবে আমার হৃদয়ে আন্দোলনের ঝড় তুলতো। উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ এর জীবদ্দশায় তার প্রিয় ব্যক্তিদের মধ্যে হয়তোবা গণ্য ছিলাম না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট আমি আশাবাদী যে, তার শাহাদাতের পরে তার বন্ধুবরদের মধ্যে শামিল হয়েছি। উস্তাদের মহব্বতের উল্লেখ এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ যে, ইনশা আল্লাহ্ – তিনি আমাদের আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রিয়দের একজন ছিলেন। তিনি আমাদেরও প্রিয় ছিলেন এবং আমিও তার প্রিয় ছিলাম। আর এ ভালোবাসার সোনালী জিঞ্জির যা আল্লাহর দরবারে আলোচিত হওয়ার অন্যতম একটি পন্থা বা কারণ যার মাধ্যমে উস্তাদও আমাদের ভুলবেন না। ইনশাআল্লাহ্!।

হযরত উস্তাদ (রহিমাহুল্লাহ) এর সাথে আজ পর্যন্ত যতবার সাক্ষাৎ হয়েছে তার সকল স্মৃতি ও কথাতো স্মরণে নেই, কিন্তু তার যতটুকু স্মৃতিতে এখনো সজীবতার সাক্ষ্য রেখে চলছে, তার পুরোটুকু কাগজের গায়ে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করবো ইনশা আল্লাহ। যা পরপারে ঘাটের কড়ি হিসেবে কাজে দিবে- ইনশা আল্লাহ্। আমি সহ যারা হযরত উস্তাদজী (রহিমাহুল্লাহ) কে ভালোবাসেন তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের ফায়দা হবে ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে সঠিক কথা, সঠিক নিয়্যতে ও সঠিক পন্থায় ব্যক্তকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন।

শায়েখ উসামা বিন লাদেন (রহিমাহুল্লাহ) এবং কমান্ডার ইলিয়াস কাশ্মিরী (রহিমাহুল্লাহ) এর শাহাদাত

আগের পর্বে আলোচনা করছিলাম যে, আমরা 'কম্পিউটার সিকিউরিটি' এর দাওরা করেছিলাম। অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে, আমি না-কি ভুলে যাই। আসলেই আমি অনেক বিষয় ভুলে যাই। আগের পর্বে আমরা উস্তাদজী (রহিমাহুল্লাহ) এর মজলিস থেকে বিদায় নেয়া এবং সে সময়কার ঘটনা প্রবাহ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। কিন্তু কিছু কথা সেসময় বলা হয়নি। সেসময়কার দু'টি কথা প্রথমে আলোচনা করবো ইনশা আল্লাহ। আসলে এ দু'টি বিষয়ের সাথে উস্তাদজী (রহিমাহুল্লাহ)-এর জীবনের বাহ্যত কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু তবুও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর উক্ত ঘটনা দু'টি উস্তাদজী (রহিমাহুল্লাহ) এর জীবদ্দশায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। তাই উক্ত ঘটনা দু'টি উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। প্রথম ঘটনা উম্মতের

দরদী বীর হযরত শায়েখ উসামা বিন লাদেন (রহিমাহুল্লাহ) এর শাহাদাতের ঘটনা।

শায়েখ উসামা বিন লাদেন (রহিমাহুল্লাহ) এর শাহাদাত

শায়েখ উসামা বিন লাদেন (রহিমাহুল্লাহ) যখন শাহাদাত বরণ করেন তখন আমরা পূর্বের সংখ্যায় উল্লেখিত স্থানে অবস্থান করছিলাম। অর্থাৎ উস্তাজী (রহিমাহুল্লাহ) আমাদের থেকে দূরে কোথাও অবস্থান করছিলেন। তাই শায়েখ উসামা বিন লাদেন (রহিমাহুল্লাহ) এর শাহাদাতের সময় উস্তাদজী (রহিমাহুল্লাহ) এর প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল তা কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়নি।

কিছুদিন পর উস্তাদজী (রহিমাহুল্লাহ) এর বয়ানে প্রিয় শায়েখ উসামা (রহিমাহুল্লাহ) এর শাহাদাতের বরকতময় আলোচনা - ইদারায়ে আস-সাহাব পত্রিকায় "সে আল্লাহর দরবারে কেমন রক্তিম আভা ছড়িয়ে পৌছালো" শিরোনামে প্রকাশিত হয়। তার কিছুদিন পর স্বীয় প্রতিবেশি চাচা আবু সাঈফের সাথে সাক্ষাতের জন্য উস্তাদজী (রহিমাহুল্লাহ) তাশরীফ রাখেন।

ঐ সময় সকলেই শায়েখ উসামা (রহিমাহুল্লাহ) এর শাহাদাতে চিন্তিত ছিলেন। চাচা আবু সাঈফ বলতে লাগলেন, কয়েকদিন পূর্বে আহমাদ শুযা পাশা (তখনকার আই.এস.আই. ইন্টিলেজেন্সের প্রধান) কাবুলে গিয়েছিলো। আমি চিন্তা করছিলাম যে, নিশ্চয়ই সে বড় ধরনের কোন ব্যক্তিকে শিকার করতে এসেছে। এর কয়েকদিন বাদেই শায়েখ উসামা বিন লাদেন (রহিমাহুল্লাহ) এর শাহাদাতের সংবাদ আসে! ইতিহাস তো এটাই বলে যে, উম্মতের বড় বড় ব্যক্তিত্বদের শিকার করার মতো ঘৃণ্য কাজ এই গোপন বিশ্বাসঘাতক এজেন্সী অর্থাৎ 'পাকিস্তানি' সেনাবাহিনী আঞ্জাম দিয়েছে।

শত্রুর জালে যেভাবে শিকার হলেন শায়েখ উসামা (রহিমাহুল্লাহ)

শায়েখ উসামা বিন লাদেন (রহিমাহুল্লাহ) এর কাছে দুশমন কীভাবে পৌছালো তার সঠিক তথ্য কেউ জানেনা। কিন্তু শায়েখ (রহিমাহুল্লাহ) এর কাছে পৌছানোর জন্য যত ধরনের পথ ও পদ্ধতি ছিলো তার সবই চেষ্টা করা হয়েছিল। আমাদের নিকট একটি সূত্র থেকে তথ্য আসে যে - আমেরিকার টেকনোলজি, স্যাটেলাইট, ড্রোন এবং হিউম্যান ও আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলেজেন্স সবগুলো উপায়ের সমন্বয়ে চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে এগুলোর মাধ্যমে শায়েখ (রহিমাহুল্লাহ) এর নিকট পৌছানোর যে দাবি আমেরিকা করে থাকে, সেটা সবচেয়ে জঘন্য ও বড় মিথ্যাচার। কেননা যদি উপরোক্ত মাধ্যমগুলো দিয়ে শায়েখ (রহিমাহুল্লাহ) এর কাছে পৌছানো যেত, তাহলে কেন দশ বছর সময় লাগলো?

তারপর যদিও মেনে নেওয়া হয়, উক্ত টেকনোলজির মাধ্যমেই শায়েখ (রহিমাহুল্লাহ) এর নিকট পৌছাতে সক্ষম হয়েছে, তাহলে কেন! অন্যান্যদের নিকট দশ বছরেও পৌছাতে সক্ষম হয়নি?

হায়রে পাকিস্তানী (মুরতাদ) সেনাবাহিনী!

যাইহোক এটাও শোনা যায় যে, শায়েখ উসামা (রহিমাহুল্লাহ) এর নিকটতম সাথী ও আনসার 'আবু আহমাদ আল-কুয়েতী' এবং আল-কায়েদার অন্যান্য সাথীদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য একজন মুজাহিদ দূত হিসেবে নিযুক্ত ছিলো। এ মুজাহিদ দূত সাধারণ রাস্তায় আসা-যাওয়া করার সময় পাকিস্তানী সেনাদের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে যায়। তারপর মুজাহিদ হওয়ায় তাকে আই.এস.আই. এর রিমান্ড কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। রিমান্ডে তার কাছে কিছু চিঠিপত্র পাওয়া যায়। আই.এস.আই. এর বিশেষ তথ্য উদ্ধারকারী কর্নেল চিঠিপত্রগুলো দেখে বুঝতে পারেন যে, এর মাধ্যমেই শায়েখ উসামা (রহিমাহুল্লাহ) এর নিকট পৌছানো যেতে পারে।

এই কর্নেল এই চিঠির ব্যাপারে কারো সাথে কোন কথাবার্তা বলেন নি। অর্থ্যাৎ নিজের সহকারীদের সাথে এই বিষয়ে কোন আলোচনা করেননি। কিছুদিন পর প্রথমে তিনি সেনা ও আই.এস.আই. এর উক্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন এবং সোজা আমেরিকান কাউন্সিলে চলে যান। তারপর স্বীয় রূহানী বাপ-দাদা মীর জাফর ও মীর সাদেকের ইতিহাসকে পূনর্জীবন দান করার জন্য উক্ত তথ্যাদি আমেরিকার হাতে তুলে দেয়। এটাই হলো আমেরিকার জন্য শায়েখ (রহিমাহুল্লাহ) এর নিকট পৌছানোর প্রথম সিঁড়ি এবং এটাই বাস্তব কথা।

এভাবে শায়েখ (রহিমাহুল্লাহ) এর সন্ধান আমেরিকা পেয়ে গেল। নিশ্চিত হওয়ার জন্য ডাক্তারী ছদ্দবেশ ব্যবহার করে পরীক্ষা করা হল। তারপর আমেরিকা অ্যাবোটাবাদের সেক্টরে নিযুক্ত জেনারেল কিয়ানীর সাথে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে। জেনারেল কিয়ানীর এ সাক্ষাৎটি পাকিস্তানে অবস্থিত আমেরিকার ঘাটিতে হয়েছিল। সাক্ষাতের কিছু ছবি ব্যাপক প্রচারও হয়েছিল। সে সাক্ষাতে জেনারেল কিয়ানী ও আহমেদ শুযা পাশার আমেরিকানদের প্রতি চাটুকারিতার বিষয়টি ফুটে ওঠে। যেমন; আমেরিকান অফিসারদের সামনে তাদেরকে দাড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

সর্বোচ্চ সতর্কতার জন্য আমেরিকা খোদ পাকিস্তানী সেনাদেরকেও উক্ত কাজে অংশগ্রহন করতে দেয়নি। যাতে করে উম্মতে মুসলিমার পক্ষ থেকে কোন ধরনের প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করতে পারে।

রাতের প্রথমাংশে আই.এস.আই. এর দোহাই দিয়ে পুরো এ্যাবোটাবাদ সিল করে দেওয়া হয়। তারপর রাতের বেলায় মার্কিনীরা যা করা দরকার তাই করে। যদিও পাকিস্তানী সেনারা এ ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহন করে। এখনতো স্বয়ং আমেরিকাতেই এ বিষয়ের উপর অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং সকলেই এ কাজের জন্য পাকিস্তানী সেনাদের অগ্রনী ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছে।

উক্ত ঘটনা এ কথার স্বাক্ষ্য বহন করে যে, আই.এস.আই. এ কর্মরত সকল কর্মী তাদের নিজ বাহিনী এবং এজেন্সির প্রতি মোটেও একনিষ্ঠ নয়, বরং তাদের একমাত্র কামনা-বাসনা হলো ডলার। ফেৎনা সম্প্রসারনকারী আই.এস.আই এর পরিচালকদের এদের নিয়ে চিন্তা করা উচিৎ। এ সকল হাবিলদার আর সুবেদারদের উপর ভরসা করা উচিত হবে না। কারণ এ হাবিলদার ও সুবেদারেরা নিমক হারাম এবং বিশ্বাসঘাতক। এ সকল হাবিলদার, সুবেদারদের থেকে কুকুরের আচরণও অনেক ভালো। কেননা কুকুর যার রুটি খায় তার উপর ঘেউ ঘেউ করে না। আর আই.এস.আই দেরতো অনেক উত্তম খানা খাওয়ানো হয়!

দ্বিতীয় ঘটনা:

আমাদের নিকট যে দ্বিতীয় খবরটি আসে তা হলো - কমান্ডার ইলিয়াস কাশ্মিরী সাহেবের শাহাদাতের সংবাদ। শাহাদাতের কিছুদিন পূর্বে উস্তাদজী (রহিমাহুল্লাহ) তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এর কিছুদিন পরেই উস্তাদজী (রহিমাহুল্লাহ) দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান থেকে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে চলে যান। কমান্ডার সাহেবের শাহাদাত বরণের সময় লেখক "ওয়ানা" নামক জায়গাতেই অবস্থান করছিলেন।

এটা ২০১১ সালের জুন মাসের ২ বা ৩ তারিখ ছিলো। লেখক দাউদ গৌরী ভাইয়ের সাথে হিশাম গুল ভাইকে তার শ্বশুরালয় থেকে নিয়ে আসার জন্য যান। আমরা হিশাম গুল ভাইয়ের শ্বশুরালয়ের বাইরের উঠানে অবস্থান করছিলাম। উঠানটি বাস্তবে আপেলের বাগান ছিলো। আমরা গাড়ির উপরেই বসেছিলাম আর হিশাম গুল ভাই তখনও পরিবার পরিজন নিয়ে গাড়ির নিকট পৌছাননি। তখন সম্ভবত রাত এগারোটা বা সাড়ে এগারোটার মতো বাজে।

দাউদ ভাই আমাকে বললেন, দু'য়া কালাম পড়ে নিন। ড্রোনের আনাগোনা খুব বেশি মনে হচ্ছে। তখন আমাদের ধারণা মতে পাঁচটি ড্রোন ময়দানে অবস্থান করছিলো। আমরা দু'য়া কালাম পড়ে চুপ-চাপ বসেছিলাম। আমি কি মনে করে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ একেবারে চিকন একটি আলোক ছটা চোখে পড়লো এবং সেটা একদিকে চলে গেলো। তার দু'চার সেকেন্ড পরেই বিকট এক আওয়াজ হলো - ড্রোন থেকে মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়েছে।

দাউদ ভাই আমাকে দ্রুত কাছের এক গাছের আড়ালে লুকাতে বললেন এবং তিনি নিজেও দৌড় দিয়ে এক গাছের নিচে বসে পড়লেন। কয়েক মিনিট পরে আবারও ড্রোন থেকে মিসাইল নিক্ষেপ করা হলো। পুনরায় পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে আবার মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়। আবার পাঁচ-সাত মিনিট পর.....।

সঠিক সংখ্যাতো এই মুহূর্তে স্মরণে নেই তবে আনুমানিক নয় বারের মতো মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়েছিলো। আমরা তখনও গাছের নিচে হাটু গেড়ে বসে ছিলাম। আল্লাহ্ তা'য়ালা ঐ রাতের ভীতি ও উৎকণ্ঠার বদৌলতে কবর ও কিয়ামতের কঠিন শাস্তি থেকে বাচিয়ে দিন এবং আমাকে সহ সকল উম্মাতে মুসলিমাকে ক্ষমা করে দেন। (আমিন...)।

রাত প্রায় সাড়ে বারোটা বেজে গিয়েছিলো। ময়দানে ধীরে ধীরে নিরবতা নেমে আসছিলো। তখনও দুই-তিনটা ড্রোন অবস্থান করছিলো। তারপর আমরা উঠে গাড়ি থেকে অস্ত্রগুলি নিয়ে, গাড়ি বন্ধ করে বাড়ির ভিতরের দিকে রওয়ানা হই। ওখানে উপস্থিত সাথীরা আগে থেকেই সতর্কবস্থায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিছুক্ষণ পর আমরাও তাদের সাথে যোগ দেই। ঘুমের প্রভাব বেশি থাকায় কিছুক্ষণ পর আমরা শুয়ে পড়ি।

পরের দিন সকালে আমরা আমাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। তখন ড্রোনের আনা-গোনা খুবই কম ছিলো। সকাল সাতটা-আটটার দিকে স্থানীয় এক সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, রাতের বেলায় কমান্ডার ইলিয়াস কাশ্মিরী সাহেবের উপর ড্রোন হামলা হয় এবং তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন।

এ যুগের মীর জাফর ও মীর সাদেক!

কিছুদিন পর আমরা জানতে পারি যে, কমান্ডার ইলিয়াস কাশ্মিরী সাহেব সে রাতের ড্রোন হামলায় সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হয়ে বেঁচে ছিলেন। অন্যান্য শুহাদাদের লাশের সাথে তাকে বের করে এনে অন্য কোন স্থানে স্থানান্তর করা হয়েছিল। পূর্বে উল্লেখিত মীর সাদেক ও মীর জাফররাতো ক্ষমতা অর্জনের জন্য দুশমনদের সাথে হাত মিলিয়ে ছিলো। কিন্তু বর্তমান সময়ের মীর জাফর ও মীর সাদেকরা (পাকিস্তানী সেনাদের অফিসারেরা) ডলারের হাড্ডির জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করে। তার পরিমাণটাও আবার খুবই নগন্য।

উম্মাতের মাথার মুকুটসম এবং সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতাদের জীবনের বিনিময়ে পাকিস্তানী সেনা অফিসারেরা মাত্র পঞ্চাশ বা আশি বা একলক্ষ রুপিয়া গ্রহণ করে থাকে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর যারা ড্রোন হামলার জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করতো, তারা কয়েকটি নেটওয়ার্কে ভাগ হয়ে কাজ করতো। এ সকল নেটওয়ার্কের একজনকে কমান্ডার কাশ্মিরী সাহেবের পিছে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। আর এ হতভাগা জানতো যে, প্রথম দিনের ড্রোন হামলার পর কাশ্মিরী সাহেব সম্পূর্ণ অক্ষত রয়েছেন।

পরের রাতে পুনরায় দু'বার ড্রোন হামলা চালানো হয়। এই হামলায় কমান্ডার ইলিয়াস কাশ্মিরী সাহেব ইজ্জত ও সম্মানের মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে সোজা জান্নাতে চলে যান।

কাশ্মিরী (রহিমাহুল্লাহ) এর জিহাদি জিন্দেগীর এক অংশ পাকিস্তানী সেনাদের সাথে সম্পৃক্ত। সেনাদের সাথে তার সম্পর্কটা এমন ছিল যে, পাকিস্তানী সেনাদের সহযোগিতা নিয়েই তিনি প্রথম জিহাদি কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। পরবর্তীতে দুশমনী ও শত্রুতা এমন পর্যায়ে পৌছায় যে, এ শত্রুতার কারণেই

কাশ্মিরী সাহেব (রহিমাহুল্লাহ) শাহাদাতের অমীয় শুধা পান করেন।

কমান্ডার ইলিয়াস কাশ্মিরী (রহিমাহুল্লাহ) এর জিহাদি জিন্দেগী:

কাশ্মিরী সাহেব (রহিমাহুল্লাহ) এর জিহাদি কার্যক্রম আজাদ জম্মু ও কাশ্মীরের জেলা মিরপুর উদ্ধারের মাধ্যমেই শুরু হয়েছিলো। যৌবনের শুরতেই জিহাদি কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়েন। তিনি একজন বড় ধরনের জিহাদি কমান্ডার এবং সৈন্যদের শারিরীক তরবিয়তের শিক্ষক ছিলেন। হাজার হাজার নওজোয়ান তার থেকে ট্রেনিং গ্রহন করে কাশ্মীর, হিন্দুস্তান, আফগানিস্তান, তাজাকিস্তান এবং পাকিস্তানে জিহাদি কাজে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। কাশ্মিরী সাহেব (রহিমাহুল্লাহ) স্বয়ং - কাশ্মির উপত্যকায় লম্বা সময় অবস্থান করে জিহাদের বড় বড় খেদমত আঞ্জাম দেন। তিনি একবার ইন্ডিয়ান আর্মিদের হাতে গ্রেপ্তার হন এবং পরে জেল থেকে পলায়নে সফল হন।

১৯৯৬ বা ১৯৯৭ সালে বান্দালা (আজাদ কাশ্মীর) এলাকায় ভারতীয় সেনারা আক্রমণ চালিয়ে নিরস্ত্র পুরুষ, মহিলা ও বাচ্চাদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে। কাশ্মীরী সাহেব (রহিমাহুল্লাহ) ঐ আক্রমণকে প্রতিহত করেন এবং ভারতীয় সেনাদের জন্য তিনি মৃত্যুর দূত হয়ে আবির্ভূত হন। প্রসিদ্ধ আছে যে, এ ঘটনায় পারভেজ মোশারফ তাকে এক লক্ষ রুপিয়া পুরুষ্কার দেন।

ঐ সময়ে কাশ্মীর জিহাদের জন্য অধিকাংশ ট্রেনিং পাকিস্তানী সেনাদের অনূকুলে হতো অথবা তাদের মদদে চলতো। কাশ্মীরী সাহেব (রহিমাহুল্লাহ) নিজেও পাকিস্তানী সেনাদের সাথে সহযোগিতার জন্য সম্পর্ক রাখতেন। আর পারভেজ মোশারফের উপঢৌকন দেওয়াটা তারই এক বহিঃপ্রকাশ ছিলো।

৯/১১ এর পরে মুমিন ও মুনাফিকদের বিভাজন!

৯/১১ এর পরে পাকিস্তানী সেনা ও তাদের জেনারেলরা ডিগবাজী দিতে শুরু করলো। গতকাল যে মুজাহিদ ছিলো আজ তাকে 'সন্ত্রাসী' হিসেবে আখ্যা দিতে লাগলো। তাইতো ২০০৩ সালে কাশ্মীরী সাহেবেকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ২০০৪ সালে তিনি মুক্তি পান। মুক্তির পর হিজরত করে ওয়াজিরিস্তানে চলে যান।

পূর্বে তিনি পাকিস্তানী সেনাদের কার্যক্রম কাছে থেকে দেখেছেন। ৯/১১ এর পর যখন দেখলেন যে পাকিস্তানী সেনারা আমেরিকার ফ্রন্ট লাইনের সাথে মিলে একাকার হয়ে গেছে, তখন উক্ত সেনাদের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে তার কোন প্রকারের সমস্যা হয়নি। এরপর তিনি শায়েখ উসামা বিন লাদেন (রহিমাহুল্লাহ) হাতে বায়আত গ্রহণ করেন এবং নিজের দলসহ আল কায়েদার অনুগত হয়ে যান। এরপর তার সাথীরা আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানে কাজ করতে থাকেন। তাদের কাজগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল - মুম্বাইয়ে ইয়াহুদিদের হত্যা, পায়ওয়ানে হামলা এবং জেনারেল ফয়সাল উলূয়ীকে হত্যা করা ইত্যাদি।

যে সেনাবাহিনী গতকাল সহযোগী ছিলো, ৯/১১ এর পর তারাই আমেরিকার সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল। এরপর ২০১১ সালে আমেরিকা যখন কাশ্মীরী সাহেবকে হত্যা করতে চাইলো, তখন সেই সেনারাই তার বিষয়ে গুপ্তচরবৃত্তির কাজ শুরু করে দিলো। প্রথম রাতে ড্রোন হামলা চালানোর পর পাকিস্তানী সেনারা বাজারে ঘোরাফেরা করছিলো। ওখানকার হাসপাতালটি বাজারের ভিতরেই ছিলো। পাকিস্তানি সেনারা ভাবছিল - কাশ্মীরী সাহেব যদি আহত হয়ে থাকেন তাহলে তো তাকে হাসপাতালে আনা হবে। সেনারা বাজার ঘেরাও করে রেখেছিলো এই উদ্দেশে যে, কাশ্মিরী সাহেব (রহিমাহুল্লাহ) কে হাসপাতালে আনা হলে তারা গ্রেপ্তার করে নিবে।

অন্যান্যদের ফাঁকি দেয়ার জন্য তারা বলেছিল যে, আমরা কাশ্মীরী সাহেবকে হেফাজতের জন্য এসেছি। আমাদের কাছে সংবাদ এসেছে যে, ইলিয়াস কাশ্মিরী (রহিমাহুল্লাহ) এখানে আছেন। না জানি আমেরিকার সেনারা তাকে গোপনে হত্যা করে ফেলে অথবা তাকে তুলে নিয়ে যায় কিনা! তাই আমরা তার হেফাজতের জন্য পাহারা দিচ্ছি।

পাকিস্তানী সেনারা সেসময় আরেকটি কাজ করেছিল। যে রাস্তাটি উত্তর ওয়াজিরিস্তানের দিকে চলে গেছে সেটা আবার আঙ্গুর ঘাটি থেকে শিয়ালের দিকে গেছে। উক্ত রাস্তায় বড় ধরনের এক বোমা ফাটিয়ে রাস্তার মাঝে অনেক বড় গর্ত করে ফেললো। এর ফলে উত্তর ও দক্ষিণের রাস্তা বিছিন্ন হয়ে যায়। পাকিস্তানী সেনারা এটা চাচ্ছিলো না যে, কমান্ডার ইলিয়াস কাশ্মীরী সাহেব এখান থেকে বের হোক। তাদের ইচ্ছা ছিল সেখানেই গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়ে শহিদ করে দেওয়া।

এই হলো শেষ সময়ের বড় দু'টি ঘটনা, যা লেখক নিজেই ওখানে অবলোকন করেছেন। তারপরে আমাদেরকে আঙ্গুর ঘাটির দিকে চলে যেতে হয়েছিল। আর ওখানে প্রায় দু'মাসের মতো থাকতে হয়। পুনরায় লেখক উস্তাদজী (রহিমাহুল্লাহ) এর আদেশে উত্তর ওয়াজিরিস্তানের সদর দপ্তর মিরানশাহ পৌছান। বাকী কথা পরের সংখ্যায়.... ইনশা আল্লাহ্!

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সঠিক কথা বলা এবং সঠিক পথের পথিক বানিয়ে দেন। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং আমীরদের অনুগত ও অনুসারী হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন- ইয়া রব্বাল আলামিন।

দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত
চলবে ইনশাআল্লাহ...

প্রথম আলো-ডেইলি স্টার আপনাকে শেখাবে ক্ষমতাসীন আর ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দৃষ্টিতে বর্তমানকে দেখতে। বিবিসি, সিএনএন, ভয়েস অফ অ্যামেরিকা আপনাকে শেখাবে পশ্চিমা কাফিরদের দৃষ্টিতে বর্তমানকে বিচার করতে। আর আমরা আপনাকে জানাব আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপট আর সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান। তাই আমাদের সাথেই থাকুন, ইসলামের দৃষ্টিতে বাস্তবতাকে দেখতে নিয়মিত ভিজিট করুন।

https://dawahilallah.com/
https://alfirdaws.org/
http://gazwah.net/

আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেল
সার্চ করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন

Ummah Network

Ummah News

Voice of Islam

IBADAH